নন্দন-কানন—১৪শ সিরিজ।

চোর স্থলতান

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

বসুমতী ইলেক্‌ট্রো-মেসিন প্রেস
১১৩।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাহার পর প্রতিদিনই তিনি মহা সমারোহে নগর ভ্রমণ করিতেন; কোন দিন ইংরাজ সৈন্যগণের কুচ-কাওয়াজ দেখিতেন, কোন দিন থিয়েটার দেখিতেন, কোন দিন গার্ডেন-পার্টিতে যোগ দিতেন; একদিন বকিংহাম-প্রাসাদে রাজকীয় বলনাচ দেখিতেও গিয়াছিলেন। সুলতান বীরপুরুষ ও রণনিপুণ যোদ্ধা, সেই জন্য কৃত্রিম যুদ্ধ দেখিয়া তিনি যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পান নাই।

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ মধ্যে মধ্যে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন; সুলতান সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচারের সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। কোন কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিও সুলতানের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব সংবাদপত্রে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুলতান সাক্ষাৎ সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি।

একদিন সন্ধ্যাকালে সুলতান একটি মিউজিক হলে অপেরা দেখিতে গিয়া এতই খুসী হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার উজীরকে আদেশ করেন, অপেরার অভিনেত্রীদিগকে তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম সহ ক্রয় করিয়া অবিলম্বে তাঁহার রাজধানীতে প্রেরণ করা হউক। কিন্তু উজীর তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলেন, এ রাজ্যে বাদীক্রয়ের বিধান নাই, তৈজসপত্রের ন্যায় ইচ্ছামত মানুষ ক্রয় করিয়া কোথাও প্রেরণ করা এই রাজ্যের নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ।' ইহাতে সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উজীরকে বলেন, "যে রাজ্যে আমার হুকুম আইন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, সে রাজ্যে আমার অধিক দিন বাস করা পোষাইবে না।"

কয়েক দিনের মধ্যেই আবেরিয়ার সুলতানের নাম ইংলণ্ডের জনসাধারণের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল; ঘাটে, মাঠে, পথে, থিয়ে-

টারে, বল-রুমে, হোটেলে, মুদীর দোকানে, সর্ব্বসাধারণে তাঁহার কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল ; হুজুগে খবরের কাগজগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ প্রকাশ হইতে লাগিল।

সুলতান লণ্ডনে পদার্পণ করিবার এক সপ্তাহ পরে বাম্‌বরোর ডিউক-মহিষী কতকগুলি ভদ্রলোককে একটি গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন ; আবেরিয়ার সুলতানের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনই এই প্রীতি সম্মিলনের উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে ডিউকের প্রাসাদ-তুল্য উদ্যান-ভবন ও উদ্যানটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। ডিউকের কন্যা লেডী অলিভিয়া যেমন সুন্দরী, তেমনই গুণবতী। তিনি অতি মূল্যবান্ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে পরীর মত সজ্জা করিয়া ড্রয়িং-রুমের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। সে সময় ইংলণ্ডে আভিজাত-সমাজে সুরসুন্দরীর ন্যায় সুন্দরীর অভাব ছিল না ; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, লেডী অলিভিয়ার ন্যায় সুন্দরী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। এই পরিবারের মহিলাগণ সকলেই পরম রূপবতী, কিন্তু রূপগৌরবে লেডী অলিভিয়া সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। যে অঙ্গে যত রূপ ধরে, তাহাই দিয়া বিধাতা তাঁহার নবনী-সুকোমল সুকুমার দেহ গঠন করিয়াছিলেন। সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেই সান্ধ্য মজ্‌লিসে পুরুষ ও রমণী যত জন উপস্থিত ছিলেন সকলেই নির্নিমেষ-নেত্রে সেই অপরূপ সুন্দরীর রূপ-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; এমন কি, আবেরিয়ার সুলতানও স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া লেডী অলিভিয়ার দিকে বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে যখন ডিউক-মহিষী তাঁহার কন্যা অলিভিয়াকে সুলতানের সহিত পরিচিত করিলেন, তখন সুলতানের চমক ভাঙ্গিল। সুলতান ফরাসী ভাষায় ডিউক-মহিষীকে বলিলেন, "মাদাম্, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমি যেরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি,

আপনার কন্যার সহিত পরিচিত হইয়া আমি তদপেক্ষা অধিক পরিতৃপ্ত হইয়াছি ; আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নটি সকলের শেষে আমাকে দেখাইলেন।"

ডিউক-মহিষী বলিলেন, "সুলতান সাহেবের কথায় আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম; এখন বোধ হয়, বাগানে একটু বেড়াইলে ভাল হয়।"

সুলতান ডিউক-মহিষীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, লেডী অলিভিয়াকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা একটি কুসুম-কুঞ্জের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং সেখানে বিভিন্ন মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত আসনে বসিয়া তিন জনে গল্প করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য ডিউক-মহিলার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল, রাজ-পরিবারস্থ কেহ কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ডিউক-মহিষী তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুলতানের সহিত গল্প করিবার জন্য লেডী অলিভিয়া সেখানে বসিয়া রহিলেন। অলিভিয়াকে একাকী দেখিয়া সুলতানের গল্পের উৎসাহ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল; ক্রমে নানা কথার পর সুলতান তাঁহার আবেরিয়া-রাজ্যের ন্যায় রাজ্য এসিয়াখণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই, তিনি চারি পাঁচ কোটি প্রজার হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা, তাঁহার মুখের কথাই সেখানকার আইন, তাঁহার রাজধানীটি নন্দনকানন-তুল্য, তাঁহার রাজ্যে যে মরুভূমি আছে, তাহাই বা কত সুন্দর, আর তাঁহার মহিষী অর্থাৎ বেগম সাহেবার তুল্য সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোক ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই, বেগম সাহেবার অঙ্গে যে সকল হীরা-মণি-মাণিক্য ঝলমল করে, তাহার বিনিময়ে এক একটি প্রকাণ্ড রাজ্য ক্রয় করা যায়, এই কথা বলিবার সময় সুলতান অলিভিয়ার মুখের উপর একটি বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর অলিভিয়ার রূপের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন;—বলিলেন, "পৃথিবীতে তিনি বিস্তর সুন্দরী দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন রূপ জীবনে

কখনও দেখেন নাই, আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে কেহ এরূপ অলৌকিক রূপের অধিকারিণী হইতে পারে না।"

এই ভাবে নানা কথা চলিতে লাগিল। সহসা একটা বিষয়ে স্থলতানের সহিত অলিভিয়ার মত-ভেদ উপস্থিত হইল। অলিভিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচারের সহিত, কিন্তু দৃঢ়ভাবে স্থলতানের কথার প্রতিবাদ করিলেন। স্থলতান অলিভিয়ার নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া বিরক্ত হওয়া দূরের কথা, অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, যদি স্থলতানের প্রাসাদবাসিনী কোন মহিলা, এমন কি, তাঁহার প্রিয়তমা বেগম সাহেবাও এই ভাবে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গর্দ্দানে মাথা রাখা কঠিন হইত।

স্থলতান মাথা নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে আপন মনে বলিলেন, "যেমন অদ্ভুত দেশ, দেশের মানুষগুলাও সেইরূপ অদ্ভুত! এ দেশের কোন লোক হাতিয়ার লইয়া রাস্তায় বাহির হয় না, স্ত্রীলোকেও অবগুণ্ঠন দেয় না, আবার আমার মত স্থলতানের মুখের উপর স্পষ্ট-ভাষায় কথার প্রতিবাদ করে; কিন্তু এই যুবতী আশ্চর্য্য স্থন্দরী, আমি সেই জন্যই ইহার অপরাধ ক্ষমা করিলাম।"

অতঃপর ডিউক-মহিষীর সহিত একজন রাজকুমার সহসা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় স্থলতানের বাক্য-স্রোত রুদ্ধ হইল।

গার্ডেন-পার্টির আমোদ-প্রমোদ শেষ হইলে স্থলতান উজীরকে সঙ্গে লইয়া বাসায় চলিলেন। গাড়ীতে যাইতে যাইতে স্থলতান লেডী অলিভিয়ার কথা তুলিলেন এবং তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "খৃষ্টানী যে এত স্থন্দরী হয়, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে তিনি বিশ্বাস করিতেন না।" উজীর তাঁহার পাশে পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া তাহার

প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন; অবশ্য এ বিষয়ে উজীরেরও মতভেদ ছিল না। অশ্ব-শকটের মৃদু আন্দোলনে সুলতান সাহেবের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি দুই একবার হাই তুলিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অলিভিয়ার রূপ বিদ্যুতালোকের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছিল এবং তাহা তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিল, এরূপ নহে, অগ্নিশিখার ন্যায় তাহা তাঁহাকে দগ্ধও করিতেছিল। তিনি যে সুতীক্ষ্ণ কুসুমশরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার হৃদয়ে যে পাপ-লালসার উদ্রেক হইয়াছিল,তাহা তাঁহাকে কি ভীষণ ও দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলেও দেহ রোমাঞ্চিত হয়।

সুলতান হয় ত মনে করিয়াছিলেন, লেডী অলিভিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং এই সম্মানের কথা চিরজীবন তাঁহার মনে থাকিবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুলতানের এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক, কারণ, লেডী অলিভিয়া গৃহস্থ বা সাধারণ ধনাঢ্যের কন্যা নহেন। যে পরিবারে তাঁহার জন্ম, সেই পরিবার ইউরোপের মুকুটধারী রাজগণের সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিয়া থাকেন। সুতরাং সুলতানের ন্যায় একজন প্রাচ্য নরপতির সহিত পরিচিত হওয়া অলিভিয়া বিশেষ সম্মান বা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন নাই অলিভিয়া রাজপুত্রকে তাঁহার মাতার সহিত আসিতে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং রাজপুত্রের বাহুতে বাহু বাঁধিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

সুলতান বাসায় ফিরিয়া সেই রাত্রে নিদ্রাঘোরে বড় একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। সুলতানের দৈবজ্ঞ তাঁহার সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়াছিল। সুলতান প্রভাতে উঠিয়াই তাহাকে আহ্বান করিলেন। দৈবজ্ঞ তাহার অদৃষ্টে কি আছে ভাবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ও মৃত্তিকা স্পর্শ পূর্ব্বক

কুর্ণিস করিতে করিতে সুলতানের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "জাঁহাপনা, দিন্-দুনিয়ার মালিক, এ বান্দার প্রতি কি আদেশ?"

সুলতান ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মুন্সীজি, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। স্বপ্ন দেখিলাম, আমি আমার রাজধানী হইতে অনেক দূরে একটি মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, আমার উট আর চলিতে পারিতেছে না; সঙ্গে বিন্দুমাত্র পানীয়-জল নাই, এক টুকরা রুটীও নাই, ক্ষুধায় উদর জ্বলিয়া যাইতেছে, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে; কিন্তু যত দূর দৃষ্টি যায়, তাহার মধ্যে কোথাও আশ্রয় নাই; চতুর্দ্দিকে বালুকারাশি সমুদ্রের মত ধূ ধূ করিতেছে। ক্রমে আমার উট এতই পরিশ্রান্ত হইল যে, অবশেষে সে স্খলিত-পদে বালুকারাশির উপর পড়িয়া গেল; প্রচণ্ড রৌদ্রে আমার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল; ঘর্ম্মধারায় আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল; যন্ত্রণায় আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। এই বিষম সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের জন্য কখনও আল্লাকে, কখনও পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম; মনে মনে বলিলাম, 'হে আল্লা, আমার প্রাণবধ কর, এই যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না।'—কিন্তু আল্লা আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; আমি মরিলাম না বটে, কিন্তু আমার উটটা সেই উষ্ণ বালুকারাশির উপর শয়ন করিয়া অবিলম্বে পঞ্চত্ব লাভ করিল। আমি সেই মৃত উটের পিঠ হইতে নামিয়া ভীষণ মরুভূমির উপর দিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, শুভ্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া শত শত নক্ষত্র মরুভূমির আকাশ শোভিত করিল। নিশাসমাগমেও আমি চলিতে লাগিলাম, কত দূর চলিলাম, কতক্ষণ চলিলাম, তাহা স্মরণ নাই। সেই অন্ধকার রাত্রে দিগন্ত-বিস্তৃত ভীষণ মরু-

ভূমিতে সহসা একটা উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলাম, সেই আলোক-স্তম্ভ ক্রমে আমার সম্মুখে আসিল, তাহার পর সেই আলোকস্তম্ভ একটি সুন্দরী যুবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। আমি নির্ব্বাকৃভাবে তাহার অনুসরণ করিলে সে আমাকে একটি খর্জ্জুরকুঞ্জে লইয়া গেল। সেখানে একটা সুশীতল নির্ঝরিণী দেখিতে পাইলাম, আমি সেই জল আকণ্ঠ পান করিলাম, যেন তাহা স্বর্গের অমৃত! সেই সুমিষ্ট সুশীতল জল-পানের পর আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। যখন জাগিলাম, তখন আমার পথ-প্রদর্শিকা সুন্দরীকে আর দেখিতে পাইলাম না। আবদুল্লা মুন্সী, তুমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কর, আমি ইহার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

আবদুল্লা তাহার মনিবকে উত্তম চিনিত। তিনি যে অলিভিয়ার রূপে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাও চতুর আবদুল্লার অজ্ঞাত ছিল না। সে করযোড়ে সুলতানকে বলিল, "জাঁহাপনা, আমাদের কেতাবে সকল রকম স্বপ্নেরই ব্যাখ্যা আছে, তবে সকলের তত দূর আলোচনা নাই, সুলতানের আদেশপালনের জন্য এ সকল ব্যাখ্যা সর্ব্বদাই দেখিতে হয়। জাঁহাপনা স্বপ্নে যে মরুভূমিটি দেখিয়াছেন, তাহা এই দ্বীপ। আমরা যে দেশের লোক, সে দেশের তুলনায় এ দেশ মরুভূমি ভিন্ন আর কি? এই মরুভূমির মধ্যে সুলতান যে আলোক দেখিয়াছেন, সে আলোকটি কিসের আলোক, তাহা বলিতে পারি - যদি শাহান শা মালিকে মুলুক এ বান্দার কসুর মাপ করেন।"

সুলতান সাগ্রহে বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে বল।"

আবদুল্লা বলিল, "সে আলোক রমণীর রূপের আলোক।"

সুলতান দশনপংক্তি বিকাশ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ; তার পর?"

আবদুল্লা বলিল, "জাঁহাপনা যে যুবতীকে এ দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া জানেন, সেই যুবতী আপনাকে তাহার প্রেমের নির্ঝরে লইয়া গিয়া সুশীতল প্রেম-বারি পান করাইল অর্থাৎ জাঁহাপনাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিল, তাহারই সাহায্যে আপনি সুখের খর্জ্জূর-কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, জাঁহাপনার স্বপ্নের ইহাই ব্যাখ্যা।"

সুলতান মনের আনন্দ আর গোপন করিতে পারিলেন না, সহাস্যে বলিলেন, "মুন্সাজি, তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা অতি সত্য, অতি সুন্দর; এখন আর তোমাকে কি বলিব, খোদার অনুগ্রহে যদি কোন দিন আমার এই স্বপ্ন সফল হয়, তাহা হইলে তোমাকে সোনার অট্টালিকায় বাস করাইব। এখন তুমি যাও।"

আবদুল্লা মুন্সী সুলতানকে কুর্ণিস করিতে করিতে ও পশ্চাতে হটিতে হটিতে অদৃশ্য হইল। সুলতানের নিকট পুরস্কারের আশা পাইয়া তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার এ আনন্দ অধিক কাল স্থায়ী হইল না; সে বুঝিল, যদিও সে সুলতানের দৈববাণীর ব্যাখ্যা করিয়া সুলতানকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, কিন্তু দৈববাণী সফল হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। সুলতান উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আকাশের চন্দ্র করগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দৈববাণী সফল না হইলেই বিপদ্; সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে নিগ্রহের-ব্যবস্থা করিতে পারেন; আবেরিয়া-রাজ্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে আবেরিয়ায় একবার পঙ্গপালের আবির্ভাব হইয়াছিল, অসংখ্য পঙ্গপাল কয়েক ঘণ্টার জন্য আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল; তাহা দেখিয়া সুলতান অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া অন্য একজন দৈবজ্ঞকে ইহার ফল জিজ্ঞাসা করেন; সেই দৈবজ্ঞ পাজি-পুথি দেখিয়া বলিয়াছিল, এই পঙ্গপালের আবির্ভাবের ফল অতিবৃষ্টি; সপ্তাহকালমধ্যে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইবে।

আমার অনুসরণ করিয়া থাকে,এই ভয়ে তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্ত আমি আমার গন্তব্য পথে না গিয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি মস্‌জীদে প্রবেশ করিলাম এবং মস্‌জীদদ্বারে জুতা রাখিয়া মস্‌জীদের অভ্যন্তরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া পড়িলাম ; মুসলমানেরা তখন শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে জানু নত করিয়া আল্লার ভজনা করিতেছিল, আমিও তাহাদের পাশে সেই ভাবে বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি পথের দিকে ; কেহ আমার অনুসরণে মস্‌জীদে প্রবেশ করিতেছে কি না, তাহাই দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মস্‌জীদে প্রবেশের পর আর কাহাকেও সেখানে যাইতে দেখিলাম না ; তথাপি আমার মনের সন্দেহ দূর হইল না, আমার মনে হইতে লাগিল, শীঘ্রই কোন ভয়ানক বিপদে পড়িব। আমার মনে এরূপ আশঙ্কার উদয় কেন হইতে ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বহুদিন হইতে দেখিয়া আসি-তেছি, যখনই আমার মনে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা উদিত হইয়াছে, তাহার অব্যবহিতপরেই আমাকে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইয়াছে, দুই এক সময় প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহা হউক, দুশ্চিন্তায় আর কালক্ষেপণ না করিয়া আমি মস্‌জীদ্ হইতে বাহির হইলাম। মস্‌-জীদের অদূরে একটি কাণা ফকির ভিক্ষা করিতেছিল, সে আমার নিকটে আসিয়া আল্লার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কিছু ভিক্ষা চাহিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি রৌপ্য-মুদ্রা ভিক্ষা দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিলাম,এই গলি দিয়া কিছু দূর গমন করিলেই আমার বাসায় উপস্থিত হওয়া যায়। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, কাণা ফকির দূরে থাকিয়া আমার অনুসরণ করি-তেছে ! আমার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু দ্রুত গমন করিলে পাছে তাহার সন্দেহ বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় আমি যে ভাবে চলিতেছিলাম,

সেই ভাবেই চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে মোড় ঘুরিয়া আমি একটি সঙ্কীর্ণতর গলিতে প্রবেশ করিলাম এবং একটা প্রাচীরের অন্তরালে লুকাইলাম। পদশব্দে বুঝিতে পারিলাম,কাণা ফকিরটা কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে,আমার আকস্মিক অদর্শনে সে বোধ হয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাকে না দেখিয়া সে যে কোন্ দিকে চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কাণা ফকির প্রস্থান করিলে আমি গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার বাসার দিকে চলিতে লাগিলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই বাসায় উপস্থিত হইলাম। তখন আমার মন নানা চিন্তায় সমাচ্ছন্ন,আমার পশ্চাতে যে গোয়েন্দা লাগিয়াছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কে গোয়েন্দা নিয়োগ করিল? আমি এই নগরে আসিয়াছি,তাহা কি সুবাদারের কর্ণগোচর হইয়াছে? আমি কি কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন? কে তাঁহাকে এ সকল সংবাদ জানাইল, ইহার পরিণামফলই বা কি? এক একবার মনে হইল, আমার সন্দেহ অমূলক; কাণা ফকিরকে তাহার আশাতিরিক্ত ভিক্ষা দিয়াছি, সুতরাং সে পুনর্ব্বার আমার নিকট ভিক্ষা পাইবার আশায় হয়ত আমার বাসার সন্ধান জানিতে আসিতেছিল; কিন্তু আমার এই অনুমান নানা কারণে সঙ্গত মনে হইল না। আমি যখন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিলাম,তখন সে মাটীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি খুঁজিতেছিল,যেন তাহার কিছু হারাইয়াছে। আমার বিশ্বাস হইল, এই কাণা ফকির কাণাও নহে, ফকিরও নহে, সে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। আশঙ্কায় ও উদ্বেগে সে দিন অপরাহ্নে আর আমি বাসা হইতে বাহির হইলাম না। অপরাহ্নকালে সুশীতল বারেন্দায় বসিয়া গৃহস্বামীর শিশু-সন্তানের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার

পর আহারাদি শেষ করিয়া ছাদের উপর আমার শয্যাটি লইয়া গিয়া শয়ন করিলাম; নানা চিন্তায় আমার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল; সে রাত্রির শোভা আর কি বর্ণনা করিব? ইউরোপের উত্তরাংশের লোক সেরূপ মনোহর রাত্রির কল্পনাও করিতে পারে না। নগরের প্রতি গৃহে দীপালোক প্রজ্বলিত হইতেছিল, উপরে অনন্ত আকাশে সহস্র সহস্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় নক্ষত্ররাজির শোভা বিকশিত হইতেছিল। সেই অপরিস্ফুট নৈশ-আলোকে গগনস্পর্শী মিনারগুলির অগ্রভাগ আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত বিশালদেহ দানবের মস্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল আমি অন্য-মনস্কভাবে আমার অতীত জীবনের কাহিনী, আমার পরিচিত স্বদেশী বন্ধুগণের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম; মনে হইল, যে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়াছি, ইহার কূল কোথায়? কোন দিন কূলে উঠিতে পারিব, না অকূলে ডুবিয়া মরিব? আমার জীবন সাধারণ লোকের জীবনের মত নহে; এরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল ব্যর্থ জীবন সাধারণতঃ দেখা যায় না। এই জীবনে ভ্রমপ্রমাদ অনেক ঘটিয়াছে, আমি সাধু-পুরুষ নই এবং বলিতে লজ্জা নাই, অন্যায় কাজও অনেক করিয়াছি। সুখের সন্ধানে সংসার-মরুভূমিতে আকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি? ক্রমে আমার বাল্যজীবনের কথা মনে পড়িল; বাল্যকালেই আমার পিতা-মাতার মৃত্যু হইয়াছে, আমার ভাই-ভগিনী কেহই নাই, সংসারে আপনার বলিতে কেবল এক বৃদ্ধা মাসী ছিলেন, তিনি চির-কুমারী, জীবনে একবারমাত্র তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; কিন্তু সেই একবারের সাক্ষাতেই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তাঁহার কিছু বিষয়-সম্পত্তিও

ছিল, কেহ কেহ আমাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধও করিয়াছিল, কিন্তু তিনি সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই; কি কারণে বলিতে পারি না, আমার পিতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল।

বয়স একটু অধিক হইতে আমি জাহাজে চাকরী লইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিলাম, জাহাজের চাকরী কিরূপ কষ্টকর, প্রতিনিয়ত রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া অক্লান্তভাবে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না; প্রথম জীবনের সেই কষ্ট আমার অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। আমি সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে আফ্রিকার কেপ্ টাউনে উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে একটি ওলন্দাজ ভদ্রলোকের একটি যুবতী কন্যাকে আমি ভালবাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু সে আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি অল্পবয়স্ক বুয়র পাদ্রীকে বিবাহ করিয়া বসিল। এই দুর্ঘটনায় মনে হইয়াছিল, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু নিরাশ প্রেমে নব-যুবকের হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায় হইয়াও অল্পদিনের মধ্যেই প্রেমের ব্যাধি আরোগ্য হয়; আমারও তাহাই হইল। বৎসর দুই পরে নিউ অর্লি-য়ান্স নগরে একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া নব-যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম; কিন্তু সেই যুবতীর পিতা আমাদের প্রণয়ে বাধা দান করিলেন, যুবতীর ভ্রাতা আমাকে ছুরী মারিতে আসিল। তখন অগত্যা সেই যুবতীকে আমার সহিত দেশান্তরে পলায়নের জন্য পরামর্শ দিলাম, কিন্তু সে আমার প্রেম উপেক্ষিত করিয়া আমাকে ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক একটি বাদ্যকর যুবকের সহিত কুলত্যাগ করিল!

এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একটি প্রতিবেশীর গৃহে সেতার বাজিয়া উঠিল, আমি চক্ষু মুদিত করিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে

সেতার শুনিতে লাগিলাম। আমার মনে পড়িল, কিছু দিন পূর্ব্বে ইটালীর নন্দনকাননতুল্য ভিনিস নগরের খালে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন এইরূপ সেতার শুনিয়াছিলাম, গণ্ডোলায় বসিয়া একটি সুন্দরী যুবতী সেতার বাজাইতে বাজাইতে খাল পার হইতেছিলেন; রাত্রিকালে আলোকমালায় সুসজ্জিত সেই সুন্দর গণ্ডোলায় আমি যুবতীর মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম, দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, আমার সেই মানস-মোহিনী যেন পৃথিবীর অধিবাসিনী নহেন, যেন কোন দিব্যলোকবাসিনী সুরাঙ্গনা মানবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাদ্যযন্ত্র-হস্তে সেই গণ্ডোলায় আবির্ভূত হইয়াছেন এবং চন্দ্রালোকিত পুষ্পগন্ধ-সমাকুল স্তব্ধ রাত্রে গীত-লহরীতে চরাচর মুগ্ধ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট-পথে যাত্রা করিয়াছেন! যুবতীর বয়স একুশ বাইশের অধিক নহে; তাঁহার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তি দীর্ঘকাল মোহের ন্যায় আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; এমন কি, এতদিন পরে এখনও সেই মুখ দেখিলে আমি চিনিতে পারি। সেই একবারের অধিক আর তাঁহাকে দেখি নাই; সেই যুবতীর পরিচয় জানিবার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল, আমি তাঁহার নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারি নাই এবং দ্বিতীয়বার আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সেই যুবতীর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে নিপতিত হইয়া যাহাকে প্রতিনিয়ত জীবন-রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়, প্রেমের স্বপ্ন তাহাকে কত দিন মুগ্ধ রাখিতে পারে?

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না, অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি শয্যা ত্যাগ করিলাম, আমার মনে নৈশ-ভ্রমণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল; গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে কোন

বৃহৎ রাজ্যের রাজধানীতে নৈশ-ভ্রমণ বড় আমোদজনক, তাহাতে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। নগরের পথগুলি সঙ্কীর্ণ ও বিসর্পিত, পথপ্রান্তস্থ গ্যাসের আলোকগুলি নিষ্প্রভ এবং নানা জাতীয় নর-নারীর মুখ অপূর্ব্ব রহস্যে আবৃত; মনে হয় যেন প্রত্যেক গৃহই কি বিপুল রহস্য-ভার বহন করিতেছে! যদিও এই রাজ্যের রাজধানীতে নৈশ-ভ্রমণ আমার ন্যায় বৈদেশিকের পক্ষে নিরাপদ্ নহে, তথাপি এই প্রলোভন আমার অসংবরণীয় হইল; বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি ছদ্মবেশে রাজপথে বাহির হইলাম।

রাজপথে বাহির হইয়া আমি বাজারের দিকে না গিয়া ইহুদী-পল্লীর অভিমুখে চলিলাম। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চন্দ্র তখন পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ ঊর্দ্ধে উদিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ আলোকে পথপ্রান্তবর্ত্তী অট্টালিকাসমূহ ও বৃক্ষশ্রেণী চিত্রপটে অঙ্কিত আলেখ্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। তখন রাত্রি গভীর হওয়ায় রাজপথে অধিক লোক ছিল না; দুই চারিজন নাগরিক কার্য্যশেষে ব্যস্তভাবে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে আমি নগর-তোরণের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন অগত্যা আমাকে ফিরিতে হইল। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা, অধিকাংশ নগরবাসী আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছিল; রাজপথ নিস্তব্ধ; সেই প্রস্তর-বদ্ধ রাজপথে আমার জুতার শব্দ হইতে লাগিল, সেই শব্দে আমার মনে হইল, হয় ত এখনই কেহ সন্দেহক্রমে আমার অনুসরণ করিবে; আমি যে পথে গিয়াছিলাম, সে পথ ছাড়িয়া বামদিকের একটি পথ ধরিয়া বাসায় চলিতে লাগিলাম, কিছু দূরে আসিয়া আমার ধূম-পানের ইচ্ছা প্রবল হইল; আমার পকেটেই পাইপ ও তামাক ছিল, তাহা বাহির করিয়া তামাক ধরাইয়া দুই একটা টান দিয়াছি, এমন সময়

আমার বাম-পার্শ্বের গলিতে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল; যেন কেহ মাটীতে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে আসিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম, ইহা সেই কাণা ফকিরের লাঠির শব্দ, সে এখানেও আমার অনুসরণ করিয়াছে! আমার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল।

অগত্যা আমি সেই কাণা ফকিরের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্য পূর্ব্বের ফন্দী খাটাইলাম, অর্থাৎ একটি অন্ধকার গলির মধ্যে লুকাইলাম। সেই গলির ভিতর হইতে আলোকিত রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিলাম; কাণা ফকির লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু এবার সে একাকী আসে নাই, তাহার সঙ্গে আরও দুই জন লোক দেখিলাম, সেই লোক দুইটি রাজপথ-প্রান্তস্থ অট্টালিকার ছায়ায় ছায়ায় আসিতেছিল বলিয়া তাহাদের মুখ দেখিতে পাইলাম না।

আমি যে গলির ভিতর লুকাইয়া ছিলাম, তাহার অদূরে আসিয়া কাণা ফকিরের এক জন সঙ্গী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রে তোর লোক? কুকুরটা কি বারে বারেই পলাইবে?"

এ কথার উত্তরে কাণা ফকির নিম্নস্বরে কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু এতক্ষণ পরে আমার মনের ধাঁধা ঘুচিল; বুঝিলাম, ইহারা আমারই অনুসরণ করিয়াছে। এখন কিরূপে ইহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, এ নগরে আর একদিনও বাস করা আমার পক্ষে নিরাপদ্ নহে; অতএব তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আমার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া যত শীঘ্র পারি নিঃশব্দে এখান হইতে চম্পট দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আমি যে দুঃসাহসে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই নগরে বাস করিতেছিলাম, এত দিন পরে রাজপুরুষেরা তাহার সন্ধান পাইয়াছে, ইহা

স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। যেরূপেই হউক্, গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন পলায়ন না করিলে প্রাণরক্ষার উপায় নাই। আর কয়েক দিন এখানে কাটাইতে পারিলেই কার্য্যোদ্ধার করিয়া দেশে ফিরিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আর ঘটিল না, তরী বুঝি প্রায় কূলে আসিয়া ডুবিল!

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল; কিন্তু সুলতান বা তাঁহার সুবাদারের কবলে নিপতিত হইয়া নিষ্ঠুররূপে হত হওয়া অপেক্ষা আমার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। সুলতানের ক্রোধানলে নিপতিত হইলে কিরূপ কঠোর নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। অল্পদিন পূর্ব্বে একটি লোক আমার অপেক্ষা লঘু অপরাধে সুলতানের আদেশে অতি নৃশংসরূপে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তখন আমি এই নগরেই ছিলাম, তাহার দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম; আমার দেহেরও অর্দ্ধাংশ যে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইবে না এবং অবশিষ্টাংশ কুকুরের মুখে সমর্পিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ইংলণ্ডের অনেক লোকের বিশ্বাস,আসিয়াখণ্ডের মধ্যে আবেরিয়া একটি সভ্য-রাজ্য, এ রাজ্যের সুলতান বড় সহৃদয় নরপতি; কিন্তু যে সকল বিদেশী লোক দুর্ভাগ্যক্রমে এই রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারাই জানে, এ কতদূর অতিরঞ্জিত। এই রাজধানীতে গিরিপাদমূলে যে "কসরা" অর্থাৎ রাজকীয় কারাগৃহ আছে, সেই কারাগারের অভ্যন্তরে নিত্য নিত্য যে নিদারুণ অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, বাহিরের কয়জন লোক তাহার সন্ধান রাখে? কিন্তু সে সকল লোমহর্ষণ কাহিনী যদি যথাযথভাবে কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে সকলেরই মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত কদম্ব-কেশরের আকার ধারণ করে। আমি পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, যদি রাজদ্বারে নিগৃহীত হই, তাহা হইলে ব্রিটিস কন্সলের নিকট আবেদন করিয়া কোন ফললাভ করা দূরের কথা, তাহাতে বিপরীত ফলোৎপত্তি হইবে, ব্রিটিস কন্সল আমার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া আমার রক্ষায় অগ্রসর হইবেন না।

আমি সেই অন্ধকারপূর্ণ গলির মধ্যে একটি প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই সকল অপ্রীতিকর কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমার সন্ধান না পাইয়া গোয়েন্দা তিন জন সেখান হইতে প্রস্থান করিল; তখন আমি তাড়াতাড়ি রাজপথ পার হইয়া অন্য দিকের আর একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার পর দ্রুত-বেগে আমার বাসায় চলিলাম। যাহাতে পুনর্ব্বার গোয়েন্দার হাতে না পড়িতে হয়, আবার তাহারা আমার অনুসরণ না করে, এ জন্য বিশেষ সাবধানে চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার অনুসরণকারি-গণকে আর দেখিতে পাইলাম না, বাসায় প্রবেশ করিয়া, দ্বারের অন্ত-রালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সিঁড়ির দরজায় কয়েকবার মুষ্ট্যাঘাত করিবার পর বাড়ীওয়ালা চোখ ডলিতে ডলিতে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং এত রাত্রে আমি কোথায় কি জন্য গিয়াছিলাম, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, আমি নৈশ অভিসারে গমন করিয়াছিলাম। তাহার পর আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সেখানে আমার টাকা-কড়ি ও বস্ত্রাদি যাহা ছিল, তাহা গাঁটরি বাঁধিয়া লইলাম; গোপনীয় কাগজপত্রগুলি অগ্নি-মুখে সমর্পণ করিলাম; গোপনীয় কাগজপত্র বড় অধিক ছিল না, কারণ, আমাদের অধিকাংশ সংবাদ লোকমুখেই চলিত, চিঠিপত্র ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল বলিয়া নিতান্ত আবশ্যক স্থান ভিন্ন

আমরা চিঠিপত্র চালাইতাম না। সেই দিন মধ্যাহ্নেই আমার বাড়ী-ওয়ালার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া, পাছে শব্দ হয়, এই ভয়ে জুতা-জোড়াটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে তাহার গৃহ ত্যাগ করিলাম।

পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোন্ পথে যাই? সুবাদার আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, সুতরাং যদি আমি নগরের দেউড়ী দিয়া নগরত্যাগের চেষ্টা করি, তাহা হইলে দ্বাররক্ষকেরা নিশ্চয় আমাকে গ্রেপ্তার করিবে; কিন্তু উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত নগর হইতে বহির্গমনের অন্য উপায়ও দেখিলাম না। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, এই রাত্রে দেউড়ী দিয়া নগর ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিব না, প্রত্যুষে যখন দ্বাররক্ষকেরা প্রাতঃকৃত্য-সম্পাদনে ব্যস্ত থাকিবে, সেই সময় তাহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিব। আমি এই নগরে এত দিন বাস করিলাম, তথাপি গোয়েন্দারা আমার বাসস্থানের সন্ধান লইয়া কেন আমাকে গ্রেপ্তার করিল না? সম্ভবতঃ তাহারা আমার বাসস্থানের সন্ধান পায় নাই। যাহা হউক, আমি অন্ধকারপূর্ণ সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া অতি সাবধানে চলিতে লাগিলাম; চন্দ্র তখন মধ্যাকাশ হইতে মৃদু আলোকধারা বিকীর্ণ করিতেছিল; সমস্ত নগর সুষুপ্ত, যেন কোথাও কেহ জাগিয়া নাই; কেবল দুই একটি কুক্কুর দূরে দূরে চীৎকার করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

তখনও প্রভাতের অনেক বিলম্ব ছিল, সমস্ত রাত্রি পথে পথে ঘুরিয়া অনর্থক পরিশ্রান্ত হওয়া অপেক্ষা কোথাও বিশ্রাম করা ভাল মনে করিয়া আমি একটি গলির মধ্যে একটি গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া বিশ্রাম

করিতে লাগিলাম ; মনে করিলাম, সেই স্থানে বসিয়াই অবশিষ্ট রাত্রি-টুকু কাটাইয়া দিব।

দীর্ঘপথ-পর্য্যটনে আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই স্থানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সুশীতল নৈশ সমীরণে কখন্ যে আমার নিদ্রা-কর্ষণ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; দ্বারে ঠেস দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, সূর্য্য উঠিয়াছে, রাজপথ জনপূর্ণ।

এ ভাবে নিদ্রিত হওয়ায় নিজের উপর আমার বড় রাগ হইল, কিন্তু তখন রাগ করিয়া আর ফল কি? আমি উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিলাম। বুঝিলাম, যদি আর এক ঘণ্টার মধ্যে দেউড়ী অতিক্রম করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল ; একবার ধরা পড়িলে আমার অদৃষ্টে যে কি আছে, তাহা চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প হইল।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম, জনবিরল পথে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা যেরূপ অধিক, বহুজন-সমাকীর্ণ স্থানে সে সম্ভাবনা তত অধিক নহে ; এ সময় যদি আমি বাজারের ভিতর দিয়া যাই, তাহা হইলে হয় ত সহজে অন্যের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিব ; সুতরাং আমি জনবিরল পল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সকের" দিকে চলিলাম। তখন বাজারে প্রতি মুহূর্ত্তেই জনসমাগম বর্দ্ধিত হইতেছিল। বাজারের প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড দেউড়ী ; মুক্তদ্বার-পথে অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছিল। পদব্রজে দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিবার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া বাজারের যে অংশে অশ্ব বিক্রয় হয়, আমি সেই দিকে চলিলাম। মনে করিলাম, সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য একটি ঘোড়া কিনিয়া লইব। দশ বিশটা ঘোড়া দেখিতে দেখিতে একটি ঘোড়া পছন্দ হইল, কিছু চড়া দাম দিয়াও তাহা আমি

লইলাম। যেরূপ দাম লাগিল, ঘোড়াটি সেরূপ নহে, অগত্যা তাহা-কেই পথের সম্বল করিয়া লইলাম। আরও দুই এক ঘণ্টা বিলম্ব করিলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘোড়া অপেক্ষাকৃত সুলভে পাইতে পারিতাম, কিন্তু তখন এক মিনিট আমার নিকট এক ঘণ্টার মত মূল্যবান্; আমার আর বিলম্ব করিবার উপায় ছিল না। পথে যাহাতে অনাহারে কষ্ট না পাই, এজন্য কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্যও সংগ্রহ করিয়া লইলাম এবং অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক দেউড়ীর দিকে চলি-লাম। সে সময় আমার মনে কিরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; আমার বক্ষঃস্থলে ক্রমাগত যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতেছিল। দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অস্ত্রধারী দ্বাররক্ষকেরা দেউড়ীর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া আমি বাধাপ্রাপ্ত হইলাম। একদল কয়লা-বিক্রেতা কতকগুলি গাধার পিঠে কয়লা বোঝাই দিয়া দেউড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, অশ্বারোহণে তাহাদিগকে অতিক্রম করিবার সুবিধা হইল না। গাধাগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে না আসিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কম্পিত-বক্ষে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম; সৌভাগ্যবশতঃ আমার ঘোড়াটি তেমন দর্শন-যোগ্য নহে, সেটা কদাকার ও খর্ব্বাকার, সুতরাং এই ছদ্মবেশী অশ্বা-রোহীর প্রতি প্রহরিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। পথ পরিষ্কার দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি দেউড়ী অতিক্রম করিলাম।

দেউড়ী পার হইয়া আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ নরকে আর কখনও পদার্পণ করিব না; আমার জীবনের আশা প্রায় শেষ হইয়াছিল, কেবল পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে কোন-রূপে এ যাত্রা বাঁচিলাম।

রাজধানী হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরের দূরত্ব প্রায় পঁচাশী মাইল। এই পথ অত্যন্ত দুর্গম, প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মরুভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়, নিকটে নগর বা গ্রাম কিছুই নাই। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে এই মরু-পথ অতিক্রম করা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা শীত-প্রধান দেশের লোক বুঝিতে পারিবে না। আমি প্রাণের দায়ে একদিনেই এই দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিবার জন্য উৎসুক হইলাম স্থির করিলাম, সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার পর পঁচিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি চটীতে কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া লইব; কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর শরীর সুস্থ হইলে রাত্রিযোগে অবশিষ্ট পথটুকু অতিক্রম করিব। আমি এইরূপ অভিপ্রায় করিলেও আমার অশ্বটি এই দীর্ঘ-পথ এই ভাবে অতিক্রম করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আমি অশ্ববরকে যথাসাধ্য বেগে চালাইতে লাগিলাম, এরূপ বেগে বোধ হয়, সে জীবনে কখনও চলে নাই, সুতরাং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, মুখে ফেনোদ্গম হইল; সুতরাং আমি ইচ্ছানুরূপ দ্রুত চলিতে পারিলাম না। কয়েক ঘণ্টা চলিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আমিও বড় পরিশ্রান্ত হইলাম; উজ্জ্বল সৌরকররাশি পথপ্রান্তবর্ত্তী মরু-বালুকায় প্রতিফলিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমার চক্ষু ধাঁধিয়া দিতে লাগিল, তথাপি আমি প্রাণের দায়ে চলিতে লাগিলাম; সুলতানের কারাগারে বন্দী হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা এই পথের কষ্ট লক্ষগুণে অধিক বাঞ্ছনীয়; সুতরাং কষ্টকে আমি কষ্ট জ্ঞান করিলাম না। মধ্যাহ্ন-কালে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পথপ্রান্তে একটি খর্জ্জুর-কুঞ্জ রহিয়াছে আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া খর্জ্জুর-বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম; বিশ্রাম-শেষে

পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলাম। আর কিছু পথ অতিক্রম করিলেই আমি নিরাপদ্ হইতে পারিব ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম; কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে আড্ডা পাইব, তখনও সে আশা করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, ঘোড়াটাকে যথাসাধ্য বেগে চালাইয়া সন্ধ্যার কিছু পর চটীতে উপস্থিত হইলাম, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম; কারণ, রাজধানী হইতে বহুদূরবর্ত্তী এই নির্জ্জন চটীতে রাত্রিকালে আমার ধরা পড়িবার কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল না। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর কোনরূপে একবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরে উপস্থিত হইলে আর কে আমাকে ধরিবে? জীবনে এরূপ বিপদ্ এই প্রথম নহে; কিন্তু আমি বুদ্ধিকৌশলে প্রত্যেকবারই সেই সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; ভাবিলাম, এবারও বোধ হয়, বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল।

এই চটীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া বিশ্রামের জন্য সেই কক্ষে আমার কম্বল পাতিলাম; ঘোড়াটিকে একটা গাছে বাঁধিলাম; চটীর একজন ভৃত্য কিঞ্চিৎ পুরস্কারের লোভে ঘোড়ার অঙ্গসেবায় প্রবৃত্ত হইল, তাহাকে কিছু দানা কিনিয়া দিয়া আমি আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। আমার সঙ্গে অল্প পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য ছিল, কিন্তু তাহা ভোগে লাগাইলাম না, কারণ, চটীওয়ালা আমার জন্য রুটী পাকাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাই আহার করিয়া আল্লার নাম স্মরণ পূর্ব্বক আমার কম্বলাসনে শয়ন করিলাম, এবার অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, কিছু কাল বিশ্রামের পর সেই রাত্রেই চটী ত্যাগ করিব; কিন্তু আল্লার মর্জ্জি অন্যরূপ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, নিদ্রা গাঢ় হইলে প্রায় স্বপ্ন

দেখা যায় না; সে দিন পথশ্রমে আমার গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্বপ্নশূন্য নহে; নিদ্রাবস্থায় আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম, আমি আবেরিয়া-রাজ্যের রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এবং রাজ-কারাগারে বন্দী হইয়াছি; স্থবাদারের আদেশে আমার উপর ভয়ানক অত্যাচার চলিতেছে। এই রাজ্যের বর্ত্তমান স্থবাদার অত্যন্ত নির্য্যাতনপ্রিয়, তিনি নির্য্যাতনের নানাপ্রকার কৌশল আবিষ্কার করেন। আমার বোধ হইল, আমার উভয় হস্ত পৃষ্ঠদেশে চর্ম্ম দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আমার সম্মুখে কয়েকখানি অর্দ্ধ-দগ্ধ রুটী দিয়াছে; আমি কুকুরের মত মুখ নামাইয়া তাহা চর্ব্বণ করিতে সম্মত নহি, এই অপরাধে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা আমার মস্তকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে; তাহার পর আমার জিহ্বা সমূলে ছেদন করিয়া রজ্জু দ্বারা তাহা আমার ললাটে বাঁধিয়া দিয়াছে এবং আমার সঙ্গী কয়েকজন কয়েদীর মধ্যে কাহারও দক্ষিণহস্ত, কাহারও বামপদ কর্ত্তন করিতেছে; কাহারও দক্ষিণকর্ণ, কাহারও বা বাম-চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে; এই সকল অপরাধীর অপরাধ এই যে, তাহারা কারাধ্যক্ষের আদেশ পালন করে নাই! আমার এই সকল কথা তোমার অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু আবেরিয়া-রাজ্য সম্বন্ধে তোমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকিলে আমার একবর্ণও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে না। স্বপ্নশেষে দেখিলাম, যমদূতাকৃতি একটা হাব্সী পালোয়ান আমার কণ্ঠদেশ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বধ করিবার জন্য আমাকে মশানে টানিয়া লইয়া চলিল।

আমি আর্ত্তনাদ করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, প্রভাত-রৌদ্রে চটীর আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে; উভয় হস্তে চক্ষু মুছিয়া সভয়ে

সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, ছয় সাত জন অস্ত্রধারী সৈন্ত আমাকে বেষ্টন করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান আছে। তাহারা সেখানে কতক্ষণ পূর্ব্বে আসিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না; তবে এ কথা নিশ্চয় যে, আমার পলায়নের সন্ধান পাইয়া তাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে।

আমি সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; একজন সৈনিককে স্খলিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা এখানে কি চাও?"

সৈনিক-পুরুষ কর্কশস্বরে উত্তর দিল, "ওরে কাফের, ওরে কুকুর, তোর বড় সাহস, তুই রাজ-প্রহরীদের চক্ষে ধূলি দিয়া এতদূর পলাইয়া আসিয়াছিস্; কিন্তু আর তোর রক্ষা নাই, আমরা তোকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি; তোকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া মাটীতে পুঁতিয়া তোর গোস্ত কুকুর দিয়া খাওয়াইব। খৃষ্টান কুকুর! আমাদের সঙ্গে চল্।"

প্রহরীর কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আমার সকল আশার অবসান হইয়াছে; আমার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকরাশি সহসা নির্ব্বাপিত হইল, আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু তখন পলায়নের কোন উপায় ছিল না; অগত্যা আমি তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

শত্রু-সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া আমি রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম। পথে সৈন্যেরা আমার প্রতি বিশেস কোন অত্যাচার করিল না; ইহা হইতেই বুঝিলাম, আমার প্রতি উৎপীড়ন না করিয়া ভদ্রভাবে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ছিল; এ আদেশ না থাকিলে পথে যে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইত, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমার প্রতি এইটুকু অনুগ্রহের জন্যই আমি তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিলাম।

পথে চলিতে চলিতে সৈন্যদলের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি এই চটীতে আসিয়াছি, তাহা তোমরা কিরূপে জানিলে?"

দলপতি বলিল, "আমরা দূর হইতে তোমার অনুসরণ করিয়াছিলাম; রাজধানীতে তুমি কি করিতেছিলে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের অগোচর ছিল না; তোমার উপর গোয়েন্দাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমরা ইচ্ছা করিলে পথিমধ্যেই তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলে, বিশেষতঃ আমরা জানিতাম, রাত্রিকালে তুমি এই চটীতে আশ্রয় লইবে, তাই তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত করি নাই; স্থির করিয়াছিলাম, বিশ্রামের পর তোমাকে গ্রেপ্তার করিব; ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরের আহার শেষ হইলে তাহাকে লগুড়াঘাত করাই ধার্ম্মিকের কার্য্য!"

আমি প্রহরিগণের সহিত নিঃশব্দে মরু-পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম;

প্রভাতের রৌদ্র আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারিল না, প্রভাতের সুশীতল সমীরণ-প্রবাহ আমার অঙ্গজ্বালা দূর করিতে পারিল না ; আমি হতাশভাবে অশ্বারোহণে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম, সুলতানের কারাগারের ভীষণস্মৃতি আমার হৃদয়কে ব্যাকুল ও উদ্বেলিত করিয়া তুলিল ; সেই ভীষণ কারাগার হইতে আমি যে কখনও বাহির হইতে পারিব, আমার জন্মভূমিতে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইব, তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা দেখিলাম না আমার স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ! কে বলিবে সেই স্বপ্নদৃষ্ট দণ্ড সত্যে পরিণত হইবে না ? কিন্তু তখন আক্ষেপ নিষ্ফল, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যাতীত ; ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতিকূল, আক্ষেপ করিয়া কি ফল লাভ করিব ? আমার সে অধিকারও নাই, স্বেচ্ছাক্রমেই হউক, আর বাধ্য হইয়াই হউক, আমি যে দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফলভোগে আমি বাধ্য ; আগুন লইয়া যে খেলা করে, তাহার কোন অঙ্গে আঁচ লাগিবে না, এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি মনকে অপেক্ষাকৃত সংযত করিলাম, কোনরূপ অধীরতার চিহ্ন প্রকাশ করিলাম না।

আমার অশ্বের অগ্রে একজন, পশ্চাতে একজন,উভয় পার্শ্বে দুই জন করিয়া প্রহরী অশ্বারোহণে চলিতে লাগিল। আমার পরিধানে তখনও ছদ্মবেশ ছিল, সুতরাং আমি যে বিদেশীয় বিধর্ম্মী একজন ইংরাজ, ইহা অনুমান করা কাহারও সাধ্য ছিল না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ঘোড়াটি তেমন উৎকৃষ্ট নহে, তাহার গতি কিছু মন্থর, কিন্তু প্রহরিগণ অতি উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, এ জন্য আমি তাহাদের সহিত সমান বেগে চলিতে সমর্থ হই নাই ; আমার

এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য প্রহরীরা পুনঃ পুনঃ তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল, দুই একবার আমার অশ্বটিকেও দণ্ডাঘাত করিল, সৌভাগ্যক্রমে সেই দণ্ড আমার পৃষ্ঠে নিপতিত হইল না। আমি কোন কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, পৃথিবীতে এরূপ লোক অনেক আছেন, যাঁহারা মৃত্যুকে ভয় না করেন, কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না, নিশি-দিন শত অত্যাচারে তিল তিল করিয়া প্রাণ বাহির হইবে, তথাপি মৃত্যুর করাল বদন দেখিয়া ভীত হইব না, এত সাহস যাহার থাকে থাক্, আমার কিন্তু সে সাহস নাই; সুতরাং মনে করিলাম, সুলতানের কারাগারে প্রবেশ করিয়া আর একবার পলায়নের চেষ্টা করিব; হয় ত সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু নিরীহ মেষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে মরিব কেন? আমি ঘোর অদৃষ্ট-বাদী, এত বিপদের পরও মুক্তিলাভ চাই, অদৃষ্টে থাকে, তাহা হইলে সুলতানের লক্ষ ফৌজ আমাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিবে না।

পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নকালে যে পথপ্রান্তবর্ত্তী খর্জ্জুর-কুঞ্জে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলাম, প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যা-গমনকালে পুনর্ব্বার সেই খর্জ্জুর-কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গত কল্য আমার মনে কত আশা, কত আনন্দ, কত উদ্দীপনা, আর তাহার চব্বিশ ঘণ্টার পর আজ ঠিক সেই সময়ে আমার হৃদয় নিরানন্দ-ময়, জীবন আশাহীন, ঐ মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-ময়ুখ-সন্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় জ্বালাময়! এত অল্পে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটে, পর-মুহূর্ত্তে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু তথাপি আমরা ভবিষ্যতের জন্য আকাশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করি! এইরূপ ক্রমাগত সত্য ও মিথ্যা, ভ্রম ও ত্রুটি প্রভৃতি নানা অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের ভিতর দিয়া মনেবের জীবন-নাটক অন্তিম-যবনিকার দিকে অগ্রসর হইতেছে; কখনও হাস্য-রসের

প্রস্রবণ, কখনও উৎকট "ট্র্যাজেডি" ; আমার জীবন-নাটকের এখন এই শেষ অবস্থা, কেবল যবনিকা পাড়তে বাকী।

কিছুকাল বিশ্রামের পর সেই প্রখর রৌদ্র মাথায় লইয়া আবার যাত্রা আরম্ভ করা গেল ; সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম ; নৈশ দীপালোকে আলোকিত রাজধানী যেন মনের আনন্দে হাসিতেছিল ; সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নগরবাসীরা নিশ্চিন্ত-চিত্তে গল্প ও আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের সেই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ভাব দেখিয়া আমার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। পরিশ্রান্ত-দেহে, অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে প্রহরিগণের সহিত আমি চলিতে লাগিলাম। স্প্যানিয়ার্ডগণকে সাহায্য করিয়া আমি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, ইংরাজ কন্সল কিংবা সুলতান, কাহারও পক্ষে তাহা মার্জ্জনীয় হইবে না জানিতাম ; যে খেলা খেলিতে বসিয়াছিলাম, তাহাতে হারিয়া হাতের পাঁচ পর্য্যন্ত হারাইয়াছি, দণ্ডভোগের সময় অদূরবর্ত্তী।

রাজধানীর পথে চলিতে চলিতে একাধিক পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম, তাহারাও আমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, কিন্তু আমার ন্যায় রাজদ্রোহীর সহিত আলাপ করিয়া অপরাধি-পর্য্যায়ে পরিগণিত হওয়া তাহারা বাঞ্ছনীয় মনে করিল না ; আমাকে চিনিয়াও চিনিল না। তাহাদের এই প্রকার ভীরুতায় আমার হাসি পাইল, কিন্তু তাহাদের ব্যবহারের নিন্দা করিতে পারি না, সে সময় আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করে, এমন লোক সে রাজ্যে একজনও ছিল না, কারণ, তাহাতে তাহাদেরও জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল ; বিশেষতঃ প্রাচ্য-মহাদেশে রাজদ্রোহীর সহিত সহানুভূতি মহাপাপ বলিয়াই পরিগণিত হয়।

আমরা মন্থরগমনে "সক" অতিক্রম করিলাম, ক্রমে ইংরাজ কন্সলের অট্টালিকাও পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম, আরব-পল্লী পার হইয়া প্রহরীরা আমাকে "কসবার" দিকে লইয়া চলিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই কারাগারেই আমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু কারাগারের পরিবর্ত্তে প্রহরীরা আমাকে সুবাদারের প্রাসাদে লইয়া চলিল। এই প্রাসাদটি সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর সংস্থাপিত, প্রাঙ্গণের এক দিকে একটি ব্যারাকের মত একতালা গৃহ, সেটি হাজত-ঘর।

সুবাদারের প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রহরীরা আমাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে আদেশ করিল। আমি একবার সভয়ে কারা-প্রকোষ্ঠগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু কোন গবাক্ষপথে আলোক-রেখা দেখিতে পাইলাম না, অন্য দিকে সুবাদারের কক্ষগুলি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত; উন্মুক্ত বাতায়নপথে আলোক-রশ্মি পরিলক্ষিত হইতেছিল।

আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে প্রধান প্রহরী তাহার তরবারি আন্দোলিত করিয়া বলিল, "ওরে খৃষ্টান কুকুর, এ দিকে আয়; যদি সুবাদার সাহেব তোকে জীবিত গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে আমি এতদূর পর্য্যন্ত তোকে আনিতাম না, এই তলোয়ারের এক আঘাতে তোর মুণ্ড কাটিয়া চিল-শকুনিদের খাইতে দিতাম; কিন্তু তুই যে অল্প যন্ত্রণা পাইয়াই ভবলীলা সাঙ্গ করিবি, ইহা বোধ হয়, খোদার ইচ্ছা নহে; তোর অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে, তবে যে তোর পরমায়ু ফুরাইয়াছে, এ কথা দৈবজ্ঞ না হইলেও আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি।"

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "যদি নরকে যাই তো সেখানে

তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, আমি দুদিন আগে যাইব, তুমি না হয় দু'দিন পরে যাইবে,ইহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। এখন কোথায় যাইতে হবে, চল।"

প্রধান প্রহরী আমাকে লইয়া সুবাদারের বাসগৃহের একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে একটি স্থূলোদর বিরাট বপু প্রৌঢ়কে উপবিষ্ট দেখিলাম। এই লোকটিকে আমি চিনিতাম, আবেরিয়া-রাজ্যে কে তাহাকে না চেনে? এই ব্যক্তি সুবাদার সাহেবের প্রধান মো-সাহেব, পরের অনিষ্টকারী, হিংস্রপ্রকৃতি; এমন নির্দ্দয় খল আবেরিয়া-রাজ্যে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল কি না সন্দেহ; সকলে তাহাকে যেমন ঘৃণা করিত, সেইরূপ ভয়ও করিত; কেবল সুবাদার সাহেব তাহাকে সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিতেন।

এরূপ লোকের নিকট দয়ার প্রত্যাশা করা বাতুলতামাত্র; তাহার মুখখানিতে উগ্রতা ও পশুত্ব মাখান ছিল; যে সকল কার্য্যে যথেষ্ট উৎকোচ লাভ হইতে পারে, সুবাদার তাঁহার এই আশ্রিত জীবটির হস্তে বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল কার্য্যের ভার দিতেন। এই উপায়ে ক্রমাগত উৎকোচ আহার করিয়া তাহার উদরের পরিধি অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

আমাকে দেখিয়া মো-সাহেব বাহাদুর তাহার আসনে নড়িয়াচড়িয়া বসিল, তাহার পর তাহার বাজের মত চঞ্চল চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া একবার আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বিকৃত স্বরে আমাকে বলিল, "ওরে গাধির বাচ্ছা, তুই বড় বাহাদুরী করিয়া পলাইয়াছিলি, কিন্তু পলাইয়া যমের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না,

আবার আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিস্, এবার আর তোর রক্ষা নাই।”

আমি বলিলাম, “খাঁ সাহেব, আপনাদের নিকট যাহারা দয়ার প্রত্যাশা করে, আমি তাহাদিগকে বেকুব মনে করি, আল্লা আমাকে তত বেকুব করেন নাই; আপনাদের যেরূপ মর্জ্জি হয় করিবেন, ভয় দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই।”

খাঁ সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিল, “বটে, বেটার বড় স্পর্দ্ধা, তোর যে জিহ্বা আমার সম্মুখে এমন স্পর্দ্ধার কথা বলিতে পারে, সেই জিহ্বা খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইব। প্রহরি, এখন উহাকে গারোদে লইয়া যাও।”

খাঁ সাহেবের আদেশ শ্রবণ করিয়া দুই জন আরব প্রহরী দুই দিক্ হইতে আসিয়া আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিল; তাহার পর আমাকে সুবাদারের প্রাঙ্গণস্থিত হাজতের দিকে লইয়া চলিল; কিন্তু আমরা হাজতের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই খাঁ সাহেব প্রহরীকে ডাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, “এখানকার হাজতে তেমন কড়া পাহারার বন্দোবস্ত নাই, এই কাফেরটা বড় সয়তান, রাত্রে কোন সুযোগে পলাইতে পারে; ওখানে না রাখিয়া উহাকে “কসবায়” লইয়া যাও।”

খাঁ সাহেবের আদেশানুসারে সুবাদারের গৃহপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া আমরা ‘কসবা’র অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, কেন বলিতে পারি না, আমার হৃদয় অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

‘কসবা’ স্থানটি কেমন, তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় না দিলে সে সম্বন্ধে পাঠকগণের ধারণা হওয়া কঠিন। আবেরিয়া-রাজধানীর এই কসবা অর্থাৎ সুলতানের জেলখানাটি নরকতুল্য স্থান; নরক অপেক্ষা ভয়ানক বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই জেলখানাটি

সুবিস্তীর্ণ গৃহ,দীর্ঘে বোধ হয় পঞ্চাশ হাত,তাহারপ্রাচীর প্রস্তর-নির্ম্মিত, ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার, তাহার একটিমাত্র দ্বার,—অতি স্থূল কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্বার; পাছে কেহ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় দ্বারের উপর শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছত্রি-ওয়ালা প্রেক; তীক্ষ্ণধার কুঠারের সাহায্যেও সে দ্বার ভগ্ন করা অসম্ভব; এই কারা-কক্ষে বাতায়ন নাই বলিলেও চলে,মধ্যে মধ্যে প্রাচীরের অতি উর্দ্ধে দুই একটি গবাক্ষ মাত্র, তাহার ভিতর স্থূল লৌহ-দণ্ড সন্নিবিষ্ট। এই কারা-কক্ষে আলোক ও বায়ুর প্রবেশাধিকার নাই, তাহা এত আবর্জ্জনাপূর্ণ ও দুর্গন্ধময় যে, সেখানে পদার্পণ মাত্র বমনোদ্রেক হয়। আমি রাত্রিকালে এই কারা-গারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সেই কক্ষে দূরে দূরে দুই একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু সেই লণ্ঠনগুলি আলোক-দানের জন্য কি ধূম উৎপাদনের জন্য, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। কিছু কাল পরে সেই কক্ষের ধূম-মিশ্রিত আলোকে কারাগারস্থ বন্দীদিগকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম কারা-গারে ইহুদী ও আরব-বন্দী অধিক; কোন কোন বন্দীর উভয় হাত ও কণ্ঠ শৃঙ্খলিত; কাহারও কাহারও পায়ে লোহার বেড়ী; কোন কোন বন্দীকে শৃঙ্খলভার বহন করিতে না হইলেও, অবস্থা সকলেরই প্রায় সমান।

এইরূপ ভয়ানক স্থলে আমার কারা-জীবনের প্রথম রাত্রি কাটিয়া গেল। কিরূপে কাটিল, তাহা পরে বলিতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুবাদার-সকাশে।

আমাকে কারাকক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া প্রহরীরা প্রস্থান করিলে সময় কিরূপে কাটিল, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা বোধ করি, এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ভীষণ কারাগারে প্রবেশ করিয়া অতি দুঃখেও আমার হাসি আসিল, কেন যে হাসি আসিল, তাহা বুঝাইতে পারিব না; মানুষের বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতা যখন নষ্ট হয়, সে সময় তাহার সুখ-দুঃখ একাকার, তখন সে অকারণে হাসে, অকারণে কাঁদে; আমারও বোধ হয়, তখন সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল; তাই কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়াই আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু শীঘ্রই আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, আমি অত্যন্ত বিষণ্নভাবে একটি অন্ধকার কোণে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না, কখনও উঠিয়া, কখনও বসিয়া অতি কষ্টে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম। কারা-প্রহরিগণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, আমি যে ছদ্মবেশী খৃষ্টান, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল, এই জন্য তাহারা কথায় কথায় আমাকে গালাগালি করিতে লাগিল; অবশেষে একজন কয়েদী প্রহরিগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আমাকে আক্রমণ করিল এবং আমার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। আমি ক্রোধে আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, ঘাড় ধরিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া তাহার পৃষ্ঠে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলাম, প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া লোকটা ষাঁড়ের মত চীৎ-

কার করিতে লাগিল, গোলমাল শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রহরীরা বিবাদের কারণ শুনিয়া আমারই পক্ষসমর্থন করিল এবং অবিলম্বে সে লোকটিকে শৃঙ্খলিত করা হইল; কয়েদীটা নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল, সুবিধা পাইলেই সে আমাকে খুন করিবে।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, প্রভাত-সূর্য্যের মৃদু আলোক গবাক্ষ-পথে কারা-কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই আলোকে কারা-কক্ষের ভিতরের অবস্থা আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম; জীবনে এমন কদর্য্যস্থানে আর কখনও পদার্পণ করি নাই। বেলা সাতটার পর কয়েদিগণের আত্মীয়-স্বজন তাহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য কারাগারে আসিতে লাগিল, অনেকে কিছু কিছু খাদ্য ও পানীয়-দ্রব্য আনিল। সমস্ত রাত্রি আমার আহার হয় নাই, ক্ষুধায় আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম, সুখের বিষয়, আমার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল, একজন প্রহরীকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া কিছু খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিলাম।

আহার শেষ করিয়াছি, এমন সময় একজন সৈনিক পুরুষ কারা-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল, আদেশ পালন না করিয়া উপায় ছিল না, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে তুমি কোথায় লইয়া যাইতেছ?" প্রহরী বলিল, "যেখানে তোমাকে লইয়া যাই চল, বেশী কথা বলিলে তোমার ভাল হইবে না।"

অগত্যা আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম, নিঃশব্দে তাহার অনু-সরণ করিলাম। চলিতে চলিতে পলায়নের কোন ফন্দী বাহির করা যায় কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু সেরূপ কোন সুযোগ পাইলাম না; এখন পলায়ন করিলে ধরা পড়িতে হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দু-

মাত্র সন্দেহ ছিল না, যাহা হউক, আমরা একটি ক্ষুদ্র দেউড়ী অতিক্রম করিয়া একটি কমলা-লেবুর বাগানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম, কিন্তু এই বাগানের ভিতরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাও কঠিন, অগত্যা আমি পলায়নের আশা ত্যাগ করিলাম. এবং ঘূরিতে ঘূরিতে সুবাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। এই সুবাদার সাহেবের সহিত আমার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল, এমন কি, দুই একবার তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া কাফিও খাইয়াছি. এক সময় সুবাদার সাহেব আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, সেই সময় আমি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম ; কয়েকবার তিনি আমার মারফৎ অনেক টাকা উৎকোচ লইয়াছিলেন ; কিন্তু সে কথা যে এখন তাঁহার স্মরণ আছে, এরূপ বোধ হয় না, বিশেষতঃ উৎকোচগ্রাহীরা যাহার নিকট উৎকোচ লাভ করে, সময় পাইলে তাহারই সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়ে না।

সুবাদার সাহেব যে কক্ষে বসিয়া দরবার করেন, আমি সেই কক্ষে নীত হইলাম ; দেখিলাম, সুবাদারের আসন শূন্য। সুবাদারের দর্শনাশায় আমরা অর্দ্ধ-ঘণ্টার অধিক কাল সেই কক্ষে দণ্ডায়মান রহিলাম, কিন্তু সুবাদারের সাক্ষাৎ নাই ; সে সময় তিনি বোধ হয়, অন্দর-মহলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার কি আদেশ হইবে ভাবিয়া আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত-ভাবে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম তাঁহার আদেশ আমার পক্ষে অনুকূল হইবে না, তথাপি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম ; ফাঁসীই হউক, আর শূলই হউক, শেষ আদেশ প্রকাশ হইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ক্রমে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে সুবাদার একটি সচল গিরি-

শৃঙ্গের ন্যায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্রও দয়ার প্রত্যাশা নাই; একেই ত তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রূক্ষ, তাহার উপর আমার পলায়নে তিনি আমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানের অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহার বুদ্ধি তাঁহার দেহের অনুরূপ স্থূল ছিল, নিজের বিবেচনায় তিনি কোন কাজ করিতে পারিতেন না, মো-সাহেবেরাই তাঁহার কর্ণধার ছিল, তাঁহার চক্ষু দুটি অতি ক্ষুদ্র ও সম্পূর্ণ ভাব-সংস্পর্শশূন্য; সেই ক্ষুদ্র চক্ষে মিট্ মিট্ করিয়া যখন তিনি আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন, তখন আমার মনে হইল, আমি অতি দুর্দ্দান্ত বন্য বরাহের কবলে নিপতিত হইয়াছি।

বলা বাহুল্য, প্রথমে আমি কোন কথাই বলিলাম না, তখন আর আমার মনে কিছুমাত্র ভয় ছিল না,অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, আমি সে জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেই শত্রু-পুরীতে আমার পক্ষসমর্থন করে, এরূপ লোক একজনও ছিল না; স্থির করিলাম, মৃত্যুর পূর্ব্বেই ভয়ে মৃতবৎ হইব না, অসঙ্কোচে সুবাদারের সকল কথার জবাব করিব।

অবশেষে সুবাদার কথা কহিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে?"

আমি বলিলাম, "খোদাবন্দ, কি আর বলিব? আমাকে কেন যে এ ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া অনর্থক হয়রাণ করা হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; যদি আমাকে ব্রিটিস কন্সলের নিকট দরখাস্ত পেস করিবার হুকুম দেওয়া হইত—

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুবাদার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার বারো আনা হাসি ঘন গোঁফের মধ্যে

বাধিয়া গেল; হাসিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কি জান না, যে অপ-রাধে তুমি অভিযুক্ত, তাহা অত্যন্ত গুরুতর, কন্সল সাহেব তোমার কোনই উপকার করিতে পারেন নাই?"

সুবাদার সাহেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দেশীয় ভাষায় কথা বলিতে-ছিলেন, এতক্ষণ পরে সহসা তিনি ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; এই ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। আমার বোধ হইল, অতঃপর তিনি আমাকে যে সকল কথা বলিবেন, তাহা তাঁহার ভৃত্য-গণকে জানাইতে অনিচ্ছুক বলিয়াই ন ফরাসী ভাষায় কথা আরম্ভ করিলেন। আমার অনুমান হইল, ভিতরে কোন রহস্য আছে, কিন্তু সে রহস্য কি?

ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "গত বৎসর তুমি আমাদের রাজ্যে বিদ্রোহ-প্রচারের জন্য দশ হাজার রাইফেল ইউরোপ হইতে আমদানী করিয়াছ, এ কথা কি সত্য? মিথ্যাকথা বলিও না, যদি বল, তাহা হইলে আমার আদেশে এখনই তোমার জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে যে সকল কথা জানিবার জন্য আপনি ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা আর জানিতে পারিবেন না; প্রাণের ভয়ে আমি মিথ্যা বলিব না; সত্যই আমি এ দেশে রাইফেল আমদানী করিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্রোহ-প্রচার আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

সুবাদার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য কেহ কোন দেশে রাইফেল আমদানী করে না; বিদ্রোহ-প্রচার তোমার উদ্দেশ্য না হইলে কি জন্য তুমি এ দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছিলে?"

আমি বলিলাম, "ব্যবসার জন্য করিয়াছিলাম, ইহাতে আমি বিলক্ষণ দশ টাকা পাইয়াছি।"

সুবাদার বলিলেন, "সে কথা আমার অজ্ঞাত নহে, কেবল ব্যবসায় মাত্র উদ্দেশ্য হইলে এক রকম লাভের ব্যবসায় থাকিতে বন্দুকের আমদানী কেন করিবে? আমি জানি, প্যারিসে তুমি এই সকল বন্দুক ক্রয় করিয়াছিলে, এবং ডিউমার কোম্পানী তা এখানে জাহাজে চালান দিয়াছিল, তুমি কোন স্পেনদেশী সদাগরের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়াছিলে, সেই সদাগরের নামও আমার অজ্ঞাত নহে, কিন্তু আপাততঃ তাহার নাম প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।"

কেন আবশ্যক নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম, সুবাদার সাহেব এই সদাগরের নিকট অনেক টাকা উৎকোচ আদায় করিয়াছিলেন, এ কথা আমার অজ্ঞাত ছিল না এবং আমি যে ইহা জানি, সুবাদার তাহা নতেন।

সুবাদার অনেকক্ষণ প করিয়া রহিলেন, অবশেষে আমিই কথা কহিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার প্রতি কি দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে?"

সুবাদার বলিলেন, "তোমার তদ্বিরের উপর তাহা নির্ভর করে।"—তারপর নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত, তাহার তদ্বিরের জন্য কত টাকা দিতে পার?"

কয়েক দিন পূর্ব্বে উক্ত স্পেনদেশীয় সদাগরের নিকট আমি দেড় হাজার টাকা পাইয়াছিলাম, সে টাকা আমার কাছেই ছিল, কিন্তু এই সমস্ত টাকাই উৎকোচ প্রদান করা নানা কারণে সঙ্গত মনে হইল না সুতরাং আমি সুবাদারকে বলিলাম, "আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দিতে পারি, তাহাই লইয়া যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুবাদার সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ওরে কুকুর, ওরে বাঁদীর বাচ্ছা, তুই কি আমার অপমান

করিতে চাহিস্? তুই জানিস্, আমার হুকুমে এই মুহূর্ত্তে তোর মাথা যাইতে পারে?"

সুবাদার যে ভয়প্রদর্শন করিলেন, তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন, ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি তাঁহার কথায় কি উত্তর দিলাম, তাহা স্মরণ নাই; তবে যদি উৎকোচ দান করিয়া তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করা—সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিতে পারিতাম; কিন্তু সে সম্ভাবনা ছিল না: আমার বিশ্বাস, তিনি টাকাগুলিও লইতেন, আমার প্রাণও রক্ষা হইত না। ইউরোপীয়গণের প্রতি তিনি জাতক্রোধ ছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইউরোপীয়েরাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়,—তাহাদিগকে বধ করাই ধর্ম্ম। এরূপ লোকের নিকট দয়ার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুলতান পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ দেশে যে সকল রাইফেল আমদানী করিয়াছ, তাহা এখন কোথায় আছে? যদি বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে সত্য বল; মিথ্যা বলিলেই মরিবে।"

আমি যাঁহাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের নিকট এই অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, যদি কখনও বিপন্ন হই, যদি প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিব না; কেবল ভদ্রতার অনুরোধে এ অঙ্গীকার নহে, এই অঙ্গীকারের জন্য উপযুক্ত অর্থও পাইয়াছিলাম, বিশেষতঃ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে ব্যবসায়ের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, একবার দুর্নাম রটিলে ভবিষ্যতে এরূপ ব্যবসায়ে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইবার উপায় থাকে না। কারণ,

সকলেরই অবিশ্বাসভাজন হইতে হয়। অন্য দিকে মিথ্যাকথা বলিয়াও পরিত্রাণ নাই, এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি জানি না, অথবা উত্তর 'দতে বাধ্য নহি, এ কথা বলা না বলা সমান, এতকাল যাহাদের অর্থে উদর পূর্ণ করিলাম, প্রাণভয়ে কিরূপে তাহাদিগকে বিপন্ন করিব? অথচ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দেওয়াও সহজ নহে; অগত্যা আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সুবাদারের কথায় কোন উত্তর দিলাম না।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুবাদারের মুখকান্তি নিদাঘ-সায়াহ্নের মেঘের মত অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তাঁহার নয়নে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলাম; ক্রোধে তিনি ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন; আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম।

সুবাদার সাহেব তাঁহার স্থূল উরুদেশে সবেগে চপেটাঘাত করিয়া সরোষে বলিলেন, "শীঘ্র আমার কথার উত্তর দাও, রাইফেলগুলা কোথায় আছে, এখনই বল, নতুবা তোমার রক্ষা নাই।"

আমি হতাশভাবে বলিলাম, "সুবাদার সাহেব, যদি মেহেরবাণী করিয়া আমাকে একটু সময় দেন—"

সুবাদার আমার কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া অধীরভাবে বলিলেন, "ওরে বদ্‌মাইস, তুই কি কথার ছলে আমাকে ভুলাইতে চাহিস্? কেন সময় চাহিতেছিস্? আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সময় লইবার কোন আবশ্যক দেখি না। আমি সকল সংবাদই রাখি, কোন্ রাত্রে পিস্তল-বোঝাই জাহাজ বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল, কি কৌশলে সেই সকল বন্দুক এই নগরে আনীত হইয়াছিল, কাহাদের সহিত তোর ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, এ সকল কিছুই আমার অজ্ঞাত নহে; অন্যান্য ষড়্‌যন্ত্রকারীর অপরাধের বিচার পরে হইবে; সর্ব্বপ্রথমে

আমি তোর অপরাধের বিচার করিব। এখনও বল্, সেই সকল বন্দুক কোথায় আছে, না বলিলে তোর শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইব। তুই মনে করিস্ না, তোষামোদ-বাক্যে আমাকে ভুলাইয়া রাখিবি, আমি সেরূপ নির্ব্বোধ নহি, আমি আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর চাই, উত্তর না দিলে তোর মৃত্যু নিশ্চয়।"

আমার মনে হইল, আমি ত গিয়াছি, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখি। আমার হস্ত-পদ শৃঙ্খলিত নহে, ব্যাঘ্রের ন্যায় একলম্ফে সুবাদারের ঘাড়ে পড়িয়া বজ্রমুষ্টির আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করি। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম; বুঝিলাম, সুলতানের অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র উন্মত্ত প্রহরীরা নিষ্ঠুর-ভাবে আমার প্রাণবধ করিবে; হয় ত এখনও প্রাণের আশা আছে, কিন্তু এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য করিলে সে আশা বিসর্জ্জন করিতে হইবে; সুতরাং আমি সেরূপ দুঃসাহসের কার্য্য করিলাম না, কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুবাদার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ওরে কাফের, ওরে কুকুর, আমার প্রশ্নের উত্তর দে।"

আমি কম্পিত-স্বরে বলিলাম, "সুবাদার সাহেব, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। সকল কথাই যদি আপনার জানা থাকে, তাহা হইলে সে সকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি?"

সুবাদার যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু আমার কথায় তাঁহার ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বিস্‌মোল্লা!

এখনই আমার কথার উত্তর না দিলে আমার আদেশে প্রহরীরা তোর জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িবে।"

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলাম, "তবে তাহাই হউক, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

সুবাদার বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য ; কল্য প্রভাতে তোমার গর্দ্দান লওয়া হইবে, তাহার পর তোমার মৃতদেহ উটের পিঠে তুলিয়া রাজধানীর পথে পথে দেখাইয়া বেড়ান হইবে, দামামা-ধ্বনির দ্বারা ঘোষণা করা হইবে, ইহাই বিদ্রোহীর দণ্ড ; এই দণ্ড দেখিয়া বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, সুলতানের বিরুদ্ধে আর তাহারা ষড়্‌যন্ত্র করিবে না।"

সুবাদার সরোষে উঠিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন ; একজন নূতন সৈনিক আমাকে সেখান হইতে লইয়া চলিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আমাকে কোথায় যাইতে হইবে ?"

সৈনিক বলিল, "তোমাকে কাজির নিকট লইয়া যাইব, আমি এই আদেশ পাইয়াছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুলতান না যম ?

প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া আমি কাজি সাহেবের দরবারে নীত হইলাম। কাজির আকার-প্রকার সুবাদার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; লোকটি গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, পাত্‌লা; তাঁহার বয়স বোধ হয়, প্র ষাট্, সুদীর্ঘ শ্মশ্রুজাল শ্বেত-চামরের ন্যায় নাভি পর্য্যন্ত বিলম্বিত; চক্ষু দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী; লোকটি বুদ্ধিমান্ ও মিতভাষী; তাঁহার আকৃতি দেখিয়া ও দুই একটি কথা শুনিয়া নিতান্ত কঠিনহৃদয় বলিয়া বোধ হইল না; কিন্তু স্বয়ং সুবাদার যাহার প্রতি বিরূপ, কাজির নিকট সে কি উপকারের প্রত্যাশা করিবে ?

কাজি সাহেব আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া বেশ বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমাকে এমন দুর্ম্মতি কে দিল ? এই আবেরিয়া-রাজ্যে আসিয়া স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছ,—স্পানিস সদাগরের নিকট রাশি রাশি বন্দুক বিক্রয় করিতেছ, এ বড় অন্যায় কথা, তোমার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত, প্রাণদণ্ডই তাহার একমাত্র দণ্ড, কিন্তু আমি তোমার অপরাধের বিচার করিব না। সুলতান সাহেবের নিকট তোমাকে পাঠাইয়া দিব; তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে তোমার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা জানিতে পারিবে।"

কাজি সাহেবের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; আবেরিয়া-

রাজ্যে সুলতান স্বয়ং কোন অপরাধেরই বিচার করেন না, অতি গুরুতর অপরাধেও হয় সুবাদার, না হয় কাজি অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধীর প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। সুলতানের অনুজ্ঞা ভিন্ন কাজি সাহেব যে আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইতেছেন, ইহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না; কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কি কারণে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে? যে কারণেই হউক, বুঝিলাম, সুলতানের নিকট উপস্থিত হইলে আর আমার রক্ষা নাই; আমার অপরাধ প্রতিপন্ন না হইলেও আমি অতি ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইব আমার মনে অত্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া আমি কাজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমার বিচার না করিয়া সুলতানের নিকট আমাকে কেন পাঠাইতেছেন?"

কাজি সাহেব দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার বড় স্পর্দ্ধা দেখিতেছি, তুমি আমার কৈফিয়ৎ চাহ, সুলতানের নিকট তোমাকে কেন পাঠাইতেছি, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহা জানিতে পারিবে। তোমার সৌভাগ্য যে, সুবাদার স্বয়ং তোমার বিচার-ভার গ্রহণ করেন নাই। তিনি তোমার অপরাধের বিচার করিলে অগ্রে তোমার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্র দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া সেই ক্ষতে লবণ ও লঙ্কাচূর্ণ প্রদত্ত হইত, তাহার পর তোমার উভয় হস্ত ছেদন করিয়া বড়শীর দ্বারা তোমার উভয় চক্ষু উৎপাটিত করা হইত; খেয়াল হইলে তিনি তাহার পর তোমার কর্ণে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিতে পারিতেন; তাহা কিছুই তিনি করেন নাই।"

আবেরিয়া-রাজ্যের দণ্ডবিধি আইনের এই সকল বিধানের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; আমার মনে হইল, যখন

আমাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করা হইতেছে,তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে।

কাজি সাহেব আমাকে প্রহরিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন; প্রহরীরা ক্রোধ-কষায়িত-নেত্রে পুনঃ পুনঃ আমার দিকে চাহিতে লাগিল; বোধ হয়, আমাকে হত্যা করিতে না পাইয়া তাহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। স্থাণুর মত একস্থানে অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকায় আমার পদদ্বয় অবশ হইয়া উঠিল; সুতরাং আমি দুই এক পদ সরিয়া দাঁড়াইলাম; আমাকে সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াই একজন প্রহরী তাহার হস্তস্থিত বন্দুকের কুঁদা দ্বারা আমার পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিল। আমি অগত্যা এই অত্যাচার পরিপাক করিলাম, কিন্তু আরবী ভাষায় সেই প্রহরীটাকে বলিলাম, "এক দিন আমি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইব, তোমাকে এমন শাস্তি দিব যে, সে কথা চিরদিন তোমার মনে থাকিবে।"

প্রহরীটা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তোমার বড় দম্ভ, তোমাকে বিশ্বাস নাই; যাহাতে তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পার, অবিলম্বে তাহার উপায় করিতেছি।"

সর্দ্দার-প্রহরীর ইঙ্গিতে অন্য একজন প্রহরী কক্ষান্তর হইতে একটি লৌহশৃঙ্খল লইয়া আসিল এবং সেই শৃঙ্খল দ্বারা আমার উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া শৃঙ্খলের উভয় প্রান্ত এমন ভাবে আমার গলদেশে জড়াইয়া দিল যে, আমার হাত নামাইবার উপায় রহিল না।

অল্পক্ষণ পরে কাজি সাহেব সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন; আমাকে শৃঙ্খলিত দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন এবং সর্দ্দার প্রহরীকে এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্দ্দার-প্রহরী সবিনয়ে বলিল, "কাজি সাহেব, এই আসামী বড় বেতরিবৎ, আমাদের হাত হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল বলিয়া আমি উহাকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়াছিলাম, এজন্য সে আমাদের মারিতে উদ্যত হইয়াছিল; পাছে আবার পলায়নের চেষ্টা করে ভাবিয়া উহাকে শৃঙ্খলিত করিয়াছি।"

কাজি সাহেব এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। প্রহরিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

নানা পথ ঘুরিয়া, অনেক সুড়ঙ্গ, প্রাঙ্গণ ও দালান অতিক্রম করিয়া আমরা সুলতানের প্রাসাদাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে সুলতানের দপ্তরখানার অনেক উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল, এমন কি, অনেকে আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দুঃসময়ে কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহে না। আমার সুসময়ের বন্ধুরা এ সময় আমাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। আমি হাসিয়া মনে মনে বলিলাম, "ইহাদের যত ভালবাসা, মোল্লার যেন মুরগী পোষা।"

সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া আমরা একটি প্রকাণ্ড বারেন্দায় দণ্ডায়মান হইলাম; সুলতানের প্রাসাদরক্ষক প্রহরী আমাদিগকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া, একটি দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম এবং প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে আমাদের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কাজি সাহেবের কানে কানে কি বলিল। কাজি সাহেব তৎক্ষণাৎ প্রহরিগণকে

আমার হস্তের শৃঙ্খল অপসারিত করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে আমি অবিলম্বে শৃঙ্খলমুক্ত হইলাম। তথন কাজি সাহেব প্রহরিগণকে সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব-বর্ণিত কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, সেই কক্ষ হইতে আমরা অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষে উপস্থিত হইলাম; আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, এই শেযোক্ত কক্ষটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, পারস্যদেশীয় অতি স্থূল ও সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মূল্যবান্ গালিচায় কক্ষটি সুশোভিত; তাহার প্রত্যেক প্রাচীরে নানাপ্রকার অস্ত্র সজ্জিত দেখিলাম। কক্ষের একপ্রান্তে মণি-মুক্তা-খচিত ও বহুকারুকার্য্যপূর্ণ একখানি সুবর্ণময় কৌচে আবেরিয়ার মহাপ্রতাপশালী সুলতান উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক-বার তাঁহাকে দেখিয়াছি, সুতরাং দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারি-লাম এবং বাদশাহী প্রথায় আভূমি নত হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহাকে কুর্ণিস করিলাম।

সুলতান বয়সে প্রবীণ হইলেও তিনি যে সুপুরুষ, এ কথা তাঁহার কোন শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবে না, তাঁহার দেহে অসাধারণ শক্তি, শরীরটি এমন নিটোল যে, যেন কেহ প্রস্তর কুঁদিয়া সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছে। অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান-বংশে তাঁহার জন্ম, তিনি বংশানুক্রমে সুলতান। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়, তিনি একজন অতি অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি তেজস্বী, বলবান্, নিষ্ঠুর, নির্য্যাতনপ্রিয় ও অত্যন্ত চতুর; আবেরিয়া-রাজ্যের কলহপ্রিয়, অসং-যত, দুর্দ্দান্ত প্রজাবৃন্দকে শাসনাধীনে রাখিবার জন্য যে সকল দোষ ও গুণ থাকা আবশ্যক, তিনি সেই সকল দোষ-গুণের অধিকারী ছিলেন; তাঁহার কঠোর শাসনে বিদ্রোহী প্রজারা কোন দিন মাথা তুলিতে

পারে নাই, রাজ্যমধ্যে অশান্তি বিস্তার করিতেও সমর্থ হয় নাই; আব-শ্যক হইলে তিনি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলকেই অসঙ্কোচে হত্যা করিতেন, আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। অস্ত্র-ধারণ করিতে শিখিয়া এই প্রৌঢ়-বয়স পর্য্যন্ত তিনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং সমর-বিদ্যায় তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল ; সেনাপতির সকল কার্য্যে তিনি সুদক্ষ ছিলেন ; উজীর হইতে আরম্ভ করিয়া আবেরিয়া-রাজ্যের ক্ষুদ্রতম প্রজা পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেরূপ ভয় করিত, সেইরূপ ঘৃণাও করিত। আমি কুর্ণিস-শেষে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি একবার অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন ; বোধ হয়, আমার মনের ভাব কি, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিলেন ; তাহার পর তাঁহার সোফায় সোজা হইয়া বসিয়া দক্ষিণহস্তে দাড়ী নাড়িতে নাড়িতে নিতান্ত তাচ্ছিল্য-ভাবে আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাজি সাহেব, এই লোক-টার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে ?”—এমন ভাবে কথা বলিলেন, যেন আমার সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি জানেন না এবং আমি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গাদি অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ জীব নহি ।

কাজি সাহেব পুনর্ব্বার ভূমি স্পর্শ করিয়া কুর্ণিস করিলেন, তাহার পর সসম্ভ্রমে বলিলেন, “জাহাপনা ! সংপ্রতি আমি যে খৃষ্টান কুকুরের কথা শাহানশাহের দরবারে পেষ করিয়াছিলাম, এ সেই লোক, ফরাসী দেশ হইতে বন্দুক ক্রয় করিয়া এ হতভাগা আমাদের দেশে চালান দিয়াছিল এবং একজন স্পেনদেশীয় সদাগরের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়াছিল ; আমাদের দেশের কতকগুলা পার্ব্বত্য বিদ্রোহীকে অস্ত্র সরবরাহ করিবার অভিপ্রায়েই ইহাদের এই আয়োজন ; সুতরাং আমরা ইহাকেও বিদ্রোহী-দলভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে পারি ;

আমাদের দেশে বাস করিয়া যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচার করে, তাহারা কঠোর দণ্ড-লাভের যোগ্য, এই কাফের ভয়ানক ধূর্ত্ত, এ সরকারী গোয়েন্দার চক্ষে ধূলি দিয়া দেশে পলাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া এখানে আনীত হইয়াছে; হুজুর মালিক, ইহার প্রতি চূড়ান্ত দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলে দেশের বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে সাবধান হইবে।"

সুলতান কাজি সাহেবের প্রতি আরক্ত-নেত্রে চাহিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চোপরাও, আহাম্মুখ, উল্লুক, গাধ্বিকা বাচ্ছা, স্ত্রীলোকের মত বাচালতা করিতে কে বলিল? আমি কি তোর উপদেশ চাহিয়াছি?"

কাজি পুনর্ব্বার আভূমি নত হইয়া বারংবার উভয় হস্তে কুর্ণিস করিতে লাগিলেন, ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল; তাঁহার ভাব দেখিয়া এই ভয়ানক বিপদেও আমার হাসি আসিল। কাজি সাহেব তখন পলাইতে পাইলে বাঁচেন, কিন্তু তিনি সিংহ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন, সুলতানের অনুমতি ভিন্ন স্থান ত্যাগ করিবার উপায় নাই; অগত্যা হতবুদ্ধির মত দণ্ডায়মান রহিলেন।

সুলতান কাজি সাহেবের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া বজ্র-গম্ভীর-স্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওরে কাফের, তোর বিরুদ্ধে আমি এ কি শুনিতেছি? যদি এ সকল কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তোর প্রতি এমন কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিব যে, কোন খৃষ্টানকে কখনও তেমন দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। কে তোকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছে, বন্দুকগুলা কাহাকে দিয়াছিস্?"

সুবাদার সাহেব আমাকে ঠিক এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; যে কারণে আমি তাঁহাকে উত্তর প্রদান করি নাই, ঠিক সেই কারণেই

সুলতানকেও উত্তর দিতে পারিলাম না; কিন্তু বুঝিলাম, সুলতান ছাড়িবার পাত্র নহেন, উত্তর না পাইলে তিনি নিশ্চয় আমার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন; কি বলিব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল; আমি নির্ব্বাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।

সুলতান অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "ওরে বদবকৃত, তুই কি বধির হইয়াছিস? বেঁয়াদপ, সুলতানের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তুই কি আবশ্যক মনে করিস্ না?"

আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা, আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। আমি বুঝিতেছি, আমার কোন শত্রু সুলতানের নিকট আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা বলিয়াছে, বোধ হয়, আমার সর্ব্বনাশসাধনই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই আবেরিয়া-রাজ্যে সুবিচার আছে, আমার বিশ্বাস, আমি অবিচারে মারা পড়িব না; জাঁহাপনার সত্যানুরাগ ও অপক্ষপাতিতার কথা পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক জানে।"

একটা মিথ্যা ঢাকিতে গিয়া আর একটা মিথ্যাকথা বলিয়া ফেলিলাম; কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের জন্য এ সকল অসভ্য দেশে এরূপ ক্ষমতাশালীর তোষামোদ একান্ত আবশ্যক। আমি জানিতাম, সুলতানের নিকট আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না; যে স্পানিস সদাগরের নিকট বন্দুক বিক্রয় করিয়াছিলাম, তিনি কখনই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন না এবং সুবাদার সাহেব তাঁহার নিকট যেরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে সদাগরের অপরাধের কথা সুলতানের গোচর করিয়া ভবিষ্যতে উৎকোচ-লাভের পথ রুদ্ধ করিবেন, ইহাও সম্ভব মনে হইল না;

এই সকল কথা ভাবিয়াই সুলতানের নিকট সকল কথা অস্বীকার করিলাম।

সুলতান আমার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন এবং ক্রমাগত তাঁহার সুদীর্ঘ দাড়ীতে অঙ্গুলি-চালনা করিতে লাগিলেন। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, আমার রাজ্যে তুমি বন্দুক আমদানী কর নাই? যদি তুমি বাঁচিতে চাও, হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া যদি ইহলীলা সাঙ্গ করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে এখনও বলিতেছি, সমস্ত কথা আমার নিকট প্রকাশ কর।"

সুলতান এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট সত্যকথা প্রকাশ করিলে আমার কাঁধে মাথা থাকিবে না, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; সুতরাং আমি কোন কথাই বলিলাম না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সুলতান বলিলেন, "বাঁদীর বাচ্ছা, আমার কথার উত্তর দে?"

আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়াছি, নূতন কিছুই বলিবার নাই।"

আমার কথা শুনিয়া সুলতান কাজি সাহেবকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক নিম্নস্বরে তাঁহাকে কি বলিলেন। সুলতানের কথা শুনিয়া কাজি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। প্রায় দশ মিনিট কাল আমি একাকী সুলতানের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম, কিন্তু সেই সময় সুলতান আমাকে একটি কথাও বলিলেন না। অবশেষে আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বার খুলিয়া বোধ হইল, কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; পশ্চাতে চাহিয়া দেখা বেয়াদপি হইবে ভাবিয়া আমি সে দিকে চাহিলাম না, কিন্তু

আমি বুঝিতে পারিলাম, কেহ কাহাকেও টানিয়া আনিতেছে। দুই এক মিনিট পরে আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না; দেখিলাম, দুই জন প্রহরী একটি লোকের হস্ত-পদ শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে সুলতানের নিকট টানিয়া আনিতেছে। লোকটি আর কেহই নহেন, আমি যে স্পেনদেশীয় সদাগরের নিকট বন্দুক বিক্রয় করিয়াছিলাম, তিনি। সদাগরের অবস্থা দেখিয়া আমি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইলাম, সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি দেখিলাম, তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়, ভয়ে তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ, নিদারুণ প্রহারে তাঁহার কোন কোন অঙ্গ ফুলিয়া উঠিয়াছে।

সুলতানের ইঙ্গিতে প্রহরীরা সদাগরের শৃঙ্খল মুক্ত করিল, তখন সুলতান তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইবার জন্য আদেশ করিলেন। ভয়ে সদাগরের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল, তিনি সুলতানকে যথারীতি কুর্ণিস করিতেও বিস্মৃত হইলেন, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যান দেখিয়া দুই জন প্রহরী তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। প্রাণের ভয় যে আমার না ছিল, এরূপ নহে; কিন্তু আমার মনে হইল, মৃত্যুভয়ে এরূপ কাপুরুষতা-প্রদর্শন নিতান্ত অপদার্থের লক্ষণ। সুলতান অবজ্ঞা ও ঘৃণা-মিশ্রিত স্বরে সদাগরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওরে গর্দ্দভ, এ ভাবে তুই কাঁপিতেছিস্ কেন? ইহার পর কাঁপিবার যথেষ্ট অবসর পাইবি, এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার ঠিক উত্তর দে, কোন কথা গোপন করিলে আমার প্রহরীরা তোর সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবে।"—তাহার পর সুলতান আমার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া সদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটিকে চিনিস্ কি?"

সদাগর এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে পান নাই; সুলতানের কথায় আমার দিকে চাহিবামাত্র ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল; প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিয়া না রাখিলে বোধ হয়, তিনি সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। সদাগর একবারমাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়াই মস্তক অবনত করিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

সুলতান বজ্র-নির্ঘোষে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "শীঘ্র আমার কথার উত্তর দে, এই কুকুরটাকে চিনিস্ কি না?"

সদাগর একবার কাতর-দৃষ্টিতে সুলতানের দিকে চাহিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ মৃদু কম্পিত হইল, কিন্তু মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

সুলতান পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিলেন, "হারামজাদ্! শীঘ্র উত্তর দে।"

কিন্তু উত্তর মিলিল না।

সুলতান একজন প্রহরীকে আদেশ করিলেন, "এই বর্ব্বরটাকে লগুড়াঘাত কর্।"

প্রহরী তৎক্ষণাৎ সজোরে সদাগরের পৃষ্ঠে দণ্ডাঘাত করিল, সেই আঘাতে সদাগর ভূতলে নিপতিত হইলেন, সুলতান তাঁহাকে টানিয়া তুলিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম, ইহার পর সদাগর নিশ্চয়ই কোন কথা গোপনে সাহসী হইবেন না, প্রাণরক্ষার জন্য পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইল; সুলতান তৃতীয়বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, সদাগর স্খলিতস্বরে বলিলেন, "হাঁ জাহাপনা, আমি উহাকে চিনি।"

সুলতান এবার বলিলেন, "এই হতভাগ্য ইউরোপ হইতে বন্দুক আমদানী করিয়া তোমায় নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, তুমি তাহা অধিক

মূল্যে আমার কতকগুলা বিদ্রোহী প্রজার নিকট বিক্রয় করিয়া রাতা-রাতি ধনবান্ হইবার চেষ্টায় ছিলে, বিদ্রোহীদের সহায়তা করিতে-ছিলে, কেমন, এ কথা সত্য কি না ?"

ঘোড়াসাপের সম্মুখে শশকের যে অবস্থা হয়, সুলতানের সম্মুখে সদাগরের সেই অবস্থা হইল। সদাগর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলভাবে সুলতানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুলতান পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, "শীঘ্র আমার কথার উত্তর দাও।"

সদাগর বলিলেন, "খোদাবন্দ, আমি কোন বিদ্রোহীকে বন্দুক বিক্রয় করি নাই ; বিদ্রোহীর সহিত আমার সহানুভূতিও নাই।"

সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোপনে বন্দুক বিক্রয় করিয়াছ, এ কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছ না। যাহা হউক, সে কথা পরে হইবে, এখন বল, এই কাফেরটার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ, সত্য বলিবে, কোন কথা গোপন করিও না, যদি মিথ্যা বল, যদি কোন কথা গোপন কর, তাহা হইলে এখনই তোমার প্রাণ যাইবে।"

বুঝিলাম, এবার আর আমার অব্যাহতি নাই, এমন কাপুরুষ কি আমার অপরাধ গোপনের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে ? প্রাণরক্ষার জন্য সে এখনই সকল কথা প্রকাশ করিবে। আমার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল ! সদাগরের মুখ হইতে কি কথা বাহির হয়, শুনিবার জন্য আমি রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সদা-গর সাহেব নির্ব্বাক্ দণ্ডায়মান রহিলেন, সুলতানের নিকট একটি কথাও প্রকাশ করিলেন না। ভাবিলাম, পরমেশ্বর আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন !

সুলতান সদাগরকে নীরব দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,

প্রহরীকে তীব্রস্বরে বলিলেন, "বেয়াদপ কাফের আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে না স্থির করিয়াছে, উহাকে বাহিরে লইয়া যাও, যতক্ষণ সে কোন কথা না বলিতে চায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার এক একটি অঙ্গুলি কাটিয়া ফেল, তাহাতেও যদি এ নিরুত্তর থাকে, তাহা হইলে উহার দুখানি হাতই কাটিয়া দাও, তার পর সেই হাত দুখানা আমার সদর দেউড়ীতে ঝুলাইয়া রাখ, লোকে দেখুক, সুলতানের বিরুদ্ধে হাত তুলিলে সেই হাতের কি দুর্দ্দশা হয়।"

দুই জন প্রহরী সদাগরের দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, সদাগর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, মুখ তুলিয়া সুলতানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমার কসুর মাপ করিবেন, আমাকে প্রাণে মারিবেন না, আমি যাহা যাহা জানি, মেরী মায়ের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, সকলই খুলিয়া বলিব, কোন কথা গোপন করিব না।"

সুলতান অবিচলিত-স্বরে বলিলেন, "উত্তম, প্রহরী, উহার হাত ছাড়িয়া দাও।"

সদাগর আমার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "এই ইংরাজ ভদ্রলোকটি আমার কাছে বন্দুকগুলা বিক্রয় করিয়াছেন, এ দেশে বন্দুক বিক্রয় করিয়া যে বিশেষ লাভবান্ হওয়া যায়, পূর্ব্বে আমার এরূপ ধারণা ছিল না, ইনিই আমার কানে প্রথম মন্ত্র দেন, কোথায় কিরূপে বিক্রয় করিতে হইবে, সে পন্থাও বলিয়া দেন।"

সুলতান বলিলেন, "প্রহরিগণ, তোমরা এই কাফেরটাকে কারাগারে লইয়া যাও, আমার আর যে সকল কথা জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা পরে জিজ্ঞাসা করিব।"

সুলতানের আদেশে প্রহরীরা সদাগরকে লইয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সদাগর অদৃশ্য হইলে সুলতান আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। ব্যাঘ্রের মুখের হাসি কখনও দেখি নাই, দেখিলে বোধ হয়, একটা তুলনা মিলাইতে পারিতাম। সেই হাস্যে কতখানি ক্রূরতা, কতখানি নিষ্ঠুরতা, কতখানি পৈশাচিকতা ও কতখানি আত্ম-গ্লানিতা মিশ্রিত ছিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না; আমি শিহরিয়া উঠিলাম, তাঁহার সেই হাস্য বিদ্যুতের আকার ধারণ করিয়া অবিলম্বে আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

মুহূর্তে সেই হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে মিশাইয়া গেল, সুলতান আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, এই সদাগরটা প্রাণ-ভয়ে আমাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছে? সে বলিয়াছে, তুমি তাহাকে রাইফেল বিক্রয় করিয়াছ, সে ইহাও বলিয়াছে, তুমিই তাহাকে বিদ্রোহীদের নিকট রাইফেল বিক্রয়ের পরামর্শ দিয়াছ; তুমি যাহাই মনে কর, সে মিথ্যা কথা বলে নাই, তুমিই প্রাণভয়ে সত্য গোপন করিতেছ। মুণ্ডচ্ছেদনই তোমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড, তোমার প্রতি সে দণ্ডের বিধান করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, হয় ত ভবিষ্যতে আমি এই আদেশই প্রদান করিব, কিন্তু তাড়াতাড়ি তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া বিশেষ কোন লাভ দেখিতেছি না বলিয়া তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম না।"

সুলতান মৃত্তিকায় পদাঘাত করিবামাত্র রণবেশে সুসজ্জিত অস্ত্র-ধারী দ্বাদশজন সৈনিক-পুরুষ শ্রেণীবদ্ধভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সুলতান আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিবামাত্র সৈনিকদল আমাকে লইয়া সুলতানের কক্ষ পরিত্যাগ করিল এবং তাহারা আমাকে প্রাসাদ-বহির্ভাগে একটি

নূতন গারোদে লইয়া গেল। আমাকে গারোদে রাখিয়া সশব্দে লৌহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

গারোদে প্রবেশ করিয়া আমি দেখিলাম, সেখানে আরও দুই জন কয়েদী আছে। এই দুই জনের মধ্যে একজন ইহুদী দেখিলাম, তাহার দুইটি কানই ছিদ্র করা হইয়াছে এবং নাসিকা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে একটি লৌহশৃঙ্খল পূরিয়া সেই শৃঙ্খল লৌহস্তম্ভে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, তাহার অপরাধ এই যে, অন্য একজন লোক কোন অন্যায় কর্ম্ম করায় এই ইহুদীকে দোষী ভাবিয়া তাহার কয়েক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়, ইহুদী তাহা দিতে পারে নাই। যত দিন সে এই টাকা দিতে না পারিবে, তত দিন তাহাকে এই ভাবে হাজতে পচিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার আর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহুদীর সেই কদর্য্য মূর্ত্তি জীবনে কখনও আমি ভুলিব না।

আমি সভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া দ্বিতীয় কয়েদীর দিকে চাহিলাম, লোকটা জাতিতে গ্রীক। শুনিলাম, সে দুই বৎসর হইতে এই হাজতে আবদ্ধ আছে; কিন্তু তাহার অপরাধ কি, এ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ পায় নাই; দীর্ঘকাল হাজতে আবদ্ধ থাকায় লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, লোকটা এখন ভয়ানক উন্মাদ; পাগল গ্রীক মনে করিতেছে, কাপ্তেন হইয়া সে জাহাজ চালাইতেছে; জাহাজ চালাইবার সময় কাপ্তেন মাল্লাদিগকে যে সকল আদেশ প্রদান করেন, পাগলও সেই সকল কথা বলিতেছে। আমার মনে হইল, নাসা-কর্ণচ্ছেদন অপেক্ষা এই ভাবে উন্মত্ত হইয়া জীবনধারণ করা বহুগুণে শ্রেয়ঃ।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একখানি চ্যাটাই আমার সম্মুখে আনীত হইল, আদেশ পাইলাম, এই চ্যাটাইয়ে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে

পারি। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কানকাটা ইহুদীর বা গ্রীকের শয়নের জন্ম চ্যাটাই দেওয়া হয় নাই ; আমার প্রতি এতখানি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের কারণ কি, বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলাম ; কিন্তু তাহাই আমি মহামূল্য শয্যার ন্যায় গ্রহণ করিলাম। সেই কক্ষের মেজেটি এমন আবর্জ্জনাপূর্ণ ও সঁ্যাতসেতে যে, তাহার উপর অঙ্গ প্রসারিত করা আমার নিকট ন্যক্কারজনক বোধ হইল কিন্তু দিবা-রাত্রি গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান যায় না, আবার এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব।

এখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, সকাল হইতে একবারও বসিতে পাই নাই। চ্যাটাইখানার উপর বসিয়া পা-দুখানিকে বিশ্রাম দিলাম ; কত চিন্তা মনে আসিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই। সদাগরের কথাই সর্ব্বপ্রথমে মনে আসিল। লোকটার উপর আমার একটুও রাগ হয় নাই, তবে তাহার ব্যবহারে আমার মনে বড় ঘৃণা হইয়া-ছিল ; কিন্তু পৃথিবীর সকল লোকই যে নিজের প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ বাঁচাইবে, ইহা কে আশা করিতে পারে ? যাঁহারা মস্তকের উপর শাণিত তরবারি উদ্যত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে পারেন, শির দিলাম, কিন্তু গুপ্তকথা প্রকাশ করিলাম না, তাঁহারা আর যাহাই করুন, সদাগরী করেন না।

সমস্ত দিনটা বড়ই মনের কষ্টে কাটিল ; আমি সেই চ্যাটাই-খানার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম ; এমন ঝকমারির ব্যবসায়ে কেন গিয়াছিলাম ভাবিয়া মনে বড় অনুতাপ হইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একজন বাবুর্চ্চি আমাদিগকে কিছু খাবার দিয়া গেল। প্রাণে যতই ভয় থাক্, উদরে ক্ষুধার অভাব ছিল না ;

আমি উৎসুকভাবে আমার জন্য আনীত পেয়ালাটির দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাহাতে কয়েকটি সিদ্ধ খর্জ্জুর পড়িয়া আছে; অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরও বোধ হয়, তাহা খাইতে চাহে না। আমি তাহা স্পর্শ করিলাম না, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলাম। পৃথিবীর বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছি; অতি অপকৃষ্ট জাহাজের খালাসীগুলা যে আহার পায়, তাহাও ভক্ষণ করিয়াছি; ভারত-রাজধানী কলিকাতার লালবাজারে যে সকল নাবিক-ভবন আছে, তাহাদের একটিতে একদিন আহার করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপরূপ খাদ্য কখনও দেখি নাই। প্রত্যহই যদি এ প্রকার খাদ্য ভেট আসে, তাহা হইলে অনশন-ব্রতেই জীবন যাইবে।

রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়া গেল, সকালে আবার খাবার আসিল; সুখের বিষয়—এবার কিছু ভাত পাইলাম, কাঁটা-চামচ আর কোথায় পাইব, বাঙ্গালীর মত থাবায় থাবায় সেই ভাত উদরস্থ করিয়া ক্ষুধার জ্বালা কিঞ্চিৎ প্রশমন করিলাম।

আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই দিনই সুলতানের নিকট হইতে আমার তলপ হইবে; কিন্তু কোন খবর আসিল না; অগত্যা কারাকক্ষের সেই বন্ধু দুটিকে লইয়া মনের আনন্দে কালযাপন করিতে হইল। কানকাটা ইহুদী বড় একটা কথা কহিত না, সর্ব্বদাই বসিয়া বসিয়া মুক্তিলাভের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত; পাগল গ্রীক ক্রমাগতই জাহাজ চালাইতেছে, এক একবার অবাধ্য মাল্লাদের মারিবার জন্য ঘুসি তুলিতেছে। সন্ধ্যাকালে আবার সেই খর্জ্জুর সিদ্ধ আসিল। এবার ক্ষুধার তাড়নায় তাহা খাইতে হইল। আমি একবার বাহিরে যাইবার জন্য আমার অদূরবর্ত্তী প্রহরীর নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তাহারা বধির, সে

আমার সম্মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ঘৃণাভরে বলিল, কাফের যাহাতে যন্ত্রণা পাইয়া মরে, তাহাই তাহার দেখিবার ইচ্ছা। আমার মনে হইল, এক-লম্ফে তাহাকে ধরিয়া দেয়ালে ঠুকিয়া তাহার মাথাটা ভাঙ্গিয়া দিই ; কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিলাম। যদি আমার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতাম, তাহা হইলে আমার ভাগ্যে যে কি ঘটিত, অনুমান করা কঠিন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, সে দিন আমার কাঁধে মাথা থাকিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অদ্ভুত প্রস্তাব।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পর তিন দিনের মধ্যে আর সুলতান অথবা সুবাদার কাহারও কোন সংবাদ পাইলাম না; সময় সময় আমার মনে হইতে লাগিল, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কয়েদীর কথা প্রভুরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন। এই কারাপ্রকোষ্ঠ হইতে পুনর্ব্বার বাহিরে আসিবার আশা ক্রমেই সুদূর-পরাহত হইতেছিল; কিন্তু চতুর্থ দিন প্রভাতে সহসা কারাদ্বার উন্মোচিত হইল এবং কারাধ্যক্ষ ও যে প্রহরীটা কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার অপমান করিয়াছিল, তাহারা উভয়ে আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ফৌজদারের নিকট লইয়া চলিল।

এই ফৌজদার একটি মৌলবী, সুতরাং মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তিনি অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন; অনেক দিন তিনি আমাকে তাঁহার বন্ধুপর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আমি ভাগ্যদোষে আসামী; এ অবস্থায় তাঁহার নিকট শিষ্টাচারের প্রত্যাশা করিতে পারি না। যাহা হউক, পূর্ব্ব-পরিচয় স্মরণ করিয়া কিংবা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি আমার কারাজীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কারাগারে আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিয়া তিনি বিদ্রূপভরে বলিলেন, "কারাগারে তুমি কষ্টে আছ! সুবাদার সাহেব তোমার জন্য সেখানে পালঙ্ক ও টানাপাখার ব্যবস্থা করেন নাই, তোমার পানাহারের

বন্দোবস্ত করিতে রন্ধননিপুণ বাবুর্চ্চিদের সেখানে পাঠাইয়া দেন নাই, ইহা বড়ই অন্যায়!"

আমি মর্ম্মাহতভাবে বলিলাম, "আমি এখন বিপন্ন, এ অবস্থায় আমাকে এ ভাবে বিদ্রূপ করা আপনার মত পদস্থ জ্ঞানী ব্যক্তির শোভা পায় না। যদি আমি প্রকৃতই অপরাধী হই, তাহা হইলে আপনারা আমার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করুন। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

ফৌজদার বলিলেন, "যন্ত্রণা কি? তুমি সুলতানের অতিথিশালায় পরম যত্নে আছ; পানাহারের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নাই, ঠিক সময়ে সকল জিনিস পাইতেছ, এমন সুখে যে কদিন কাটাইতে পার, কাটাও। আমি শুনিলাম, সুলতান সাহেব তোমার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার দরবারে তোমাকে হাজির করিবার আদেশ প্রদত্ত হয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, 'সুলতানের সম্মুখে যাওয়া বড় সুখের বিষয় নহে, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তিনি পুনর্ব্বার আমার সহিত সাক্ষাৎ না করেন, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কোন রকমে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই মঙ্গল।' প্রকাশ্যে ফৌজদারকে বলিলাম, "সুলতান সাহেব আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম; ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিব, এত সাহস আমার নাই; তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা প্রজারঞ্জক নরপতির অসন্তোষভাজন হওয়া বড়ই কষ্টের কথা। সহৃদয়তায় পৃথিবীতে তাঁহার তুলনা নাই।"

আমি এই কথাগুলি বিদ্রূপচ্ছলে বলিলাম কি না, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ফৌজদার একবারে বক্রদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে

চাহিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তুমি গোপনে এ দেশে যে সকল রাইফেল আমদানী করিয়াছিলে, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া আমি সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে ফৌজদারের মুখের দিকে চাহিলাম, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্পেনীয় সদাগর ফর্ম্মাণ্ডেজ এখন কোথায়?"

ফৌজদার বলিলেন, "তোমার মত সেও কারাগারে পরমসুখে বাস করিতেছে; স্থলতান সাহেবের অনুগ্রহে এখনও তাহার কাঁধে মাথা আছে। কিন্তু আর কয়দিন তাহার পরমায়ু আছে, এ কথা বলা কঠিন।"

এবার আমি আমার আহারের কথা তুলিলাম, বলিলাম, "কারাগারে অনাহারে আমি বড় কষ্ট পাইতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কারাধ্যক্ষ মহাশয়কে এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব; আমাকে যাহা খাইতে দেওয়া হয়, তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করা কঠিন।"

আমার কথা শুনিয়া ফৌজদারের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সক্রোধে বলিলেন, "ওরে হারামজাদা, আমি কি তোর বাবুর্চ্চি যে, তোর আহারের বন্দোবস্ত করিব? তুই যে কারাগারে অনাহারে না থাকিয়া কিছু কিছু খাইতে পাইতেছিস্, এ জন্যই তোর অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দে; তোর খাইবার কষ্ট হইতেছে বলিয়া কারাগারের নিয়মভঙ্গ হইতে পারে না।"

ফৌজদারের আদেশানুসারে আমি পুনর্ব্বার কারাকক্ষে নীত হইলাম; আবার তিন দিন পর্য্যন্ত কারাগারে বাস করিলাম; এ কয়দিন প্রহরী ও পূর্ব্ববর্ণিত কয়েদিদ্বয় ভিন্ন আর কাহারও মুখ

দেখিতে পাই নাই; আমার খাদ্যদ্রব্যেরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না; প্রায় অনাহারে দীর্ঘকাল রুদ্ধ-গৃহে নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। এই ভাবে আর কয়েকদিন সেখানে থাকিতে হইলে সম্ভবতঃ আমিও সেই গ্রীক কয়েদীর মত পাগল হইয়া যাইতাম। ইতিমধ্যে একদিন শুনিতে পাইলাম, সুলতান রাজধানীতে নাই; আমার সহিত সাক্ষাতের পরদিনই তিনি সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বন্দরে গমন করিয়াছেন; কবে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহা জানিতে পারিলাম না। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ফৌজদার এ কথা আমার নিকট গোপন করিয়া আমাকে জানাইয়াছিলেন, সুলতান অসন্তুষ্ট হইয়াই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না। আমাকে এ ভাবে প্রতারিত করিবার কি আবশ্যক ছিল, বুঝিতে পারিলাম না।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে একজন প্রহরী কারাগারে আসিয়া জানাইল, আমাকে সুলতানের নিকট যাইতে হইবে। কারাগারে বাস আমার পক্ষে এমন কষ্টকর হইয়াছিল যে, বিশেষ আশঙ্কার কারণ থাকিলেও সুলতান-সন্দর্শনে যাত্রা করিতে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিলাম না; আমি তৎক্ষণাৎ প্রহরীর সহিত কারাকক্ষের বাহিরে আসিলাম; দেখিলাম, সেখানে সুবাদার আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সুলতান-সকাশে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্ববার যে কক্ষে সুলতানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবার সুলতানকে সেই কক্ষে দেখিতে পাইলাম না, অন্য একটি কক্ষে তিনি পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার অদূরে একখানি সুবর্ণনির্ম্মিত রেকাবিতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ছিল, তাহাই তিনি তুলিয়া লইয়া মধ্যে মধ্যে মুখে ফেলিতেছিলেন। আমাকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি সুবাদার সাহেবকে সেই কক্ষ-ত্যাগের

জন্য ইঙ্গিত করিলেন; উজীর সাহেব একখানি কাগজ লইয়া তাঁহার অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, ইঙ্গিতমাত্র তিনিও সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আমি ও সুলতান ভিন্ন সেই কক্ষে আর কেহই রহিল না; সম্ভব হইলে আমি সেই অবসরে সুলতানের প্রাণবধ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতাম; কিন্তু বুঝিলাম, সে চেষ্টা বৃথা, সুলতানের দেহরক্ষীরা এই কক্ষের অদূরেই কোথাও গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে, আমি পদমাত্র অগ্রসর হইলেই সুলতানের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ তাহারা আমাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করিবে।

কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না, সুলতান আমাকে এমন কি গোপনীয় কথা বলিবেন যে, উজীর ও সুবাদারের ন্যায় মহা সম্ভ্রান্ত পদস্থ কর্ম্মচারিদ্বয়কেও সরাইয়া দিলেন? তিনি যাহাই বলুন, তাহা অত্যন্ত গোপনীয় কথা, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আমার অদৃষ্টে যতদূর বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে, এখন আর অধিকতর বিপদের বড় আশঙ্কা ছিল না; সুতরাং মনে হইল, হয় ত সুলতানের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা আমার পক্ষে হিতকর হইবে। আমি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত-হৃদয়ে সুলতানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম।

প্রায় দুই মিনিট পরে সুলতান আমাকে বলিলেন, "কাফের, আমার অনুগ্রহে আজ পর্য্যন্ত তোমার কাঁধে মাথা আছে; আজ তোমাকে এখানে আনাইয়াছি, আমি জানিতে চাই, তুমি মুক্তি চাও, না মরিতে যাও?"

আমি সুলতানের এই প্রশ্নে ঈষৎ আশ্বস্ত হইলাম, এই কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত আমাকে মৃত্যুভয় দেখান হইতেছে, আজ সহসা এরূপ চাল বদলাইবার কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, আমি

সুলতানকে বলিলাম, "জাঁহাপনা, বাঁচিবার আশা থাকিলে কে মরিতে চায়? এ পৃথিবীতে দীন-দরিদ্র, অন্ধ, আতুর, ভিক্ষুক, এমন কি, দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণায় কাতর চিররোগীও মরিতে চায় না, প্রাণের মায়া ত্যাগ করা কঠিন। আমি আপনার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি; আমার বয়স অল্প, সংসারের সুখ-বাসনা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি বাঁচিতে চাই।"

সে দিন শুক্রবার; আমার সহিত সাক্ষাতের কিছুকাল পূর্ব্বে সুলতান জুম্মায় নমাজ করিতে গিয়াছিলেন,সুতরাং বোধ হয়, তাঁহার মনে ধর্ম্মের পলিতা তখনও একটু একটু জ্বলিতেছিল, তাই আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কাফের, তাই এমন কথা বলিতেছ; প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি কখনও মরিতে ভয় পায়? যে ধার্ম্মিক, মৃত্যুতেই তাহার লাভ, কারণ, তখন এই শোক দুঃখের পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করে, তবে তোমার মত কাফেরের কথা স্বতন্ত্র। যাহা হউক, তোমার সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য তোমাকে এখানে আনিতে হুকুম দিই নাই, তুমি এ আলোচনার যোগ্যও নহ। এখন আমি তোমাকে যাহা বলি, মন দিয়া শুন এবং আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, সরলভাবে তাহার জবাব দাও। আমাদের দেশের ভাষায় তুমি অনর্গল কথা কহিতে পার বটে, কিন্তু তুমি যে, ছদ্মবেশী বিদেশী, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবে না।"

আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা অন্যায় অনুমান করেন নাই।"

সুলতান বলিলেন, "তুমি ইংলণ্ডের লোক, প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে আমি সেই দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি ইংলণ্ডের লোক, এ কথা অস্বীকার করি না।"

সুলতান আজ এরূপ মোলায়েমভাবে এ সকল কথা বলিতেছেন কেন, ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলাম না,তাঁহার অভিপ্রায় কি, জানিবার জন্য অমার কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল।

সুলতান বলিলেন, “তোমাদের দেশ বড় মজার দেশ, অদ্ভুত রাজ্য, কিন্তু তোমাদের দেশে একটিও ধার্ম্মিক লোক নাই, সেখানকার সকলেই কাফের, ইহাই বড় দুঃখের কথা। যাহা হউক, যদি তুমি মুক্তিলাভ কর, তাহা হইলে কি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে?”

আমি সহর্ষে বলিলাম, “হাঁ, নিশ্চয়ই; জন্মভূমির মত স্থান পৃথিবীতে আর কোথায় আছে?”

সুলতান বলিলেন, “তুমি এখন আমার বন্দী, অতি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত; তুমি জান, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে এই দণ্ডে হস্তীর পদতলে ফেলিয়া চূর্ণ করিতে পারি, আমার আদেশমাত্র আমার কোন ভৃত্য এই মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণবধ করিতে পারে?”

আমি বলিলাম, “খোদাবন্দ, এ কথা আমি উত্তমরূপে জানি।”

সুলতান ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি উৎসাহভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উপযুক্ত মূল্য দিয়া আমার নিকট তুমি তোমার জীবন ও স্বাধীনতা ক্রয় করিবে?”

আমি বলিলাম, “খোদাবন্দ, আমি গরিবলোক, আমার স্বাধীনতা ক্রয়ের উপযুক্ত অর্থ আমার নাই, অর্থ-বিনিময়ে আমি স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিব না।”

সুলতান দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, “ওরে আহাম্মুখ, আমি তোর নিকট কি অর্থ চাহিয়াছি? আমার ভাণ্ডারে কি অর্থের

অভাব আছে? তোর পরিচয় আমি জানি, শুনিয়াছি, তুই প্রবঞ্চক লোক নহিস্, আজকাল ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।"

আমি বলিলাম, "সুলতানের প্রশংসায় আমি কৃতার্থ হইলাম; জাহাপনার কি হুকুম, জানিতে ইচ্ছা করি।"

সুলতান অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিলেন, "তুমি যে সাচ্চা আদ্‌মী, আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি, রাইফেল বিক্রয়ের ব্যাপারে তুমি নানরূপে উৎপীড়িত হইয়াও তোমার সহযোগিগণের নাম প্রকাশ কর নাই, অত্যাচারের ভয়ে তুমি বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর কি না, ইহা জানিবার জন্য আমি তোমাকে কয়েদ করিয়া নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছি।"

সুলতানের এই কথা শুনিয়া আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম. তাঁহার রাজ্যে গোপনে বন্দুক বিক্রয়ের অভিপ্রায়ে আমি যাহা যাহা করিয়াছিলাম, সে জন্য সুলতান কি সত্যই আমার উপর বিরক্ত হন নাই? তাহা হইলে এরূপ অভিনয়ের কারণ কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সুলতান বলিলেন, "তুমি গোপনে আমার রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতেছিলে, তোমার পলায়নে আমার রাজ্যের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট ছিল না, তথাপি তোমাকে কি জন্য ধরিয়া আনাইলাম, বলিতে পার কি?"

আমি বলিলাম, "আমাকে হত্যা করিয়া অন্যান্য অপরাধিগণের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবেন, এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

সুলতান হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, তাহার পর বলিলেন, "নির্ব্বোধ লোকের নিকট এইরূপ মনে হইবে বটে, কিন্তু আমার মনের ভাব অন্যরকম, অন্যের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। আমি সুলতান, কে কিরূপ

লোক, তাহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া তাহার হস্তে উপযুক্ত কার্য্যের ভার প্রদান করি ; আমি তোমার হস্তে যে কার্য্যের ভার প্রদান করিব,তুমি তাহাতে সম্পূর্ণ যোগ্য, যদি তোমার এই যোগ্যতার প্রমাণ না পাইতাম,তাহা হইলে এতক্ষণ তোমার ছিন্ন-মুণ্ড লোকে নগরের দেউড়ীতে ঝুলিতে দেখিত। এখন বল, এখন তুমি মুক্তি চাও,না মরিতে চাও ?"

আমি স্থলতানের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এবং হঠাৎ কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া বলিলাম, "খোদাবন্দের জন্য কি কার্য্য করিলে আমি মুক্তিলাভের অধিকারী হইব, জানিতে ইচ্ছা করি।"

স্থলতান কয়েক মিনিট কাল আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, সেই কক্ষমধ্যে চঞ্চলপদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তাহার পর আমার সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "এখনও তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার সময় হয় নাই, তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, তোমাদের ইংলণ্ডদেশে একটি লোক আছে, তাহাকে যেমন করিয়া হউক, আমার রাজধানীতে আনিতে হইবে ; সেই লোকটি আমার বন্ধু কি শত্রু, সে কথাও এখন তোমাকে বলিব না। যদি আমি স্বয়ং এ কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার সাহায্য চাহিতাম না, কিন্তু আল্লা জানেন, আমার দ্বারা সেই কার্য্য হইবার নহে ; নানা কারণে এই গুরুতর কার্য্যের ভার আমার কোন কর্ম্মচারীর হস্তেও সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি না। এই কাজটি যে সহজ, এরূপ মনে করিও না, কারণ, যে ব্যক্তিকে এখানে আনিতে হইবে, সে সাধারণ লোক নহে ; যদি তুমি এই চেষ্টায় সেখানে ধরা পড়, তাহা হইলে তোমাকে সেখানে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে ; কিন্তু এই ভয়ে যদি তুমি আমার আদেশপালনে অস্বীকার

কর, তাহা হইলে তোমার কাঁধে মাথা থাকিবে না; আমার যে কথা, সেই কাজ, এ কথা বোধ হয় তুমি জান।"

আমি জানিতাম, সুলতানের এই কথা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে, আমি বলিলাম, "সুলতান কি বলিতে চান, আমি এখান হইতে ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার কোন বিখ্যাত লোককে ছলে, বলে, কৌশলে এখানে লইয়া আসিব; এজন্য যে কিছু প্রবঞ্চনার সহায়তা-গ্রহণ আবশ্যক, তাহাতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না?"

সুলতান সহাস্যে বলিলেন, "বুদ্ধিমান্ ফিরিঙ্গী তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ; যদি তুমি বাঁচিতে চাও, যদি স্বদেশের মুখ পুনর্ব্বার দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, যদি তোমার জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা থাকে, তাহা হইলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও; আমার এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তোমার প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই! তুমি এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি সময়ান্তরে তোমাকে সকল কথা বলিব।"

সুলতান মৃত্তিকায় পদাঘাত করিবামাত্র একজন প্রহরী কুর্নিস করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সুলতানের ইঙ্গিতে সে আমাকে সঙ্গে লইয়া কারাগারে চলিল।

কারাগারে প্রবেশ করিয়া আমি আমার অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, আবেরিয়া-রাজধানীতে ঘাতক-হস্তে নিহত হইবার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্রও ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক অন্যকে এই ভীষণপ্রকৃতি নররাক্ষসের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি যে আত্মজীবন রক্ষা করিব, এরূপ দুষ্প্রবৃত্তিও আমার ছিল না, বিশেষতঃ সুলতান আমার হাতে যে কার্য্যের ভার দিতে চান, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, ইংলণ্ড হইতে কোন

সম্ভ্রান্তবংশীয় লোককে বলপূর্ব্বক বা কৌশলক্রমে আবেরিয়া-রাজ্যে লইয়া আসা সহজ কার্য্য নহে, আমার উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইলে আমি ইংরাজ-সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না, তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। না, আমি ইহা পারিব না, আমি জীবনে অনেক অপকার্য্য করিয়াছি, সে সকল কথা স্মরণ করিলে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। ইহার উপর পাপের ভার আর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না, অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা অতি ইতরের কার্য্য, আমি তত ইতর নহি ; মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম,এবার সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে স্পষ্টভাষায় বলিব, আমার দ্বারা এই কার্য্য হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবনের মূল্য।

রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু আমার চিন্তার বিরাম হইল না, সমস্ত রাত্রি আমি একবারও চক্ষু মুদিতে পারি নাই। প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে আমার সঙ্গী ইহুদী ও গ্রীক বন্দী দুজনের মুখের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল; একজন উন্মাদ, আর একজন বিকৃত-বদন। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার সঙ্কল্প শিথিল হইল; আমি মনে করিলাম. যদি সুলতানের প্রস্তাবে অসম্মত হই, তাহা হইলে এই কারাগারে এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় আমার প্রাণবিয়োগ হইবে, নির্দ্দয় সুলতানের আদেশে প্রথমে আমার নাসাকর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবে তাহার পর আমি এই কারারুদ্ধ উন্মত্তের ন্যায় উন্মত্ততা লাভ করিয়া অতি কষ্টে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এ নবীন বয়সে এত আশা-ভরসা লইয়া এমন সুন্দর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? আমারও সে ইচ্ছা হইল না, জীবনধারণের ইচ্ছা বড়ই বলবতী, তাই ভাবিলাম, সুলতানের প্রস্তাব অনুসারেই কার্য্য করিব। তুমি হয় ত আমাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়িয়াছি, যদি তুমিও সেই অবস্থায় নিপতিত হইতে, তাহা হইলে তোমার মনের ভাবও ঠিক এইরূপ হইত; এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত।

আমার জন্য সামান্য খাদ্যদ্রব্য আনীত হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম; মনে করিলাম, সুলতানের নিকট হইতে

শীঘ্রই কোন লোক আসিবে, কিন্তু একটু বেলা হইলে শুনিতে পাই-লাম, সুলতান নগরপ্রান্তে মৃগয়ায় গিয়াছেন, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।

বেলা প্রায় দুইটার সময় সুলতানের নিকট আমাকে লইয়া যাই-বার জন্য লোক আসিল। প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া সুলতান-সমক্ষে আমি উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, তিনি তখনও মৃগয়ার পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই; সেই পরিচ্ছদেই তিনি কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটি ওমরাহকে দণ্ডায়মান দেখিলাম; লোকটির মুখখানি শুকাইয়া আমচুরের মত হইয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সুলতান কোন কারণে তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইলে সুলতান সেই ওম-রাহটিকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন, ওমরাহ পশ্চাৎ হটিয়া কুর্নিশ করিতে করিতে সেই কক্ষ হইতে সরিয়া পড়িল, ব্যাঘ্রের পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ছাগশিশু যেরূপ নিশ্চিন্ত হয়, ওমরাহটিও বোধ হয়, এতক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সুলতান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দিকে চাহিলেন না, এমন কি, আমি যে সেই গৃহে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারিলেন কি না সন্দেহ, সেই অবস্থায় তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আর ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া আকর্ষণ করা প্রায় একই প্রকার বিপজ্জনক। যাহা হউক, অনেকক্ষণ পরে সুলতান তাঁহার তক্তে উপবেশন পূর্ব্বক এক গ্লাস সরবৎ খাইয়া ঠাণ্ডা হইলেন; তাঁহার তক্তের পাশে একখানি জলচৌকির উপর সুশীতল সুপেয় সর-বৎ তাঁহার জন্য সংরক্ষিত ছিল।

সরবৎ খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া সুলতান আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কা'ল তোমাকে যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে কি স্থির করিলে ? আমার প্রস্তাবে তুমি সম্মত আছ কি না, বল।"

আমি কি উত্তর দিব, ক্ষণকাল তাহা চিন্তা করিলাম; বুঝিলাম, আমি যাহা বলিব, তাহা নিশ্চয়ই সুলতানের প্রীতিকর হইবে না, তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিলাম, "জাঁহাপনা, এই বিস্তৃত রাজ্যে সকলেই জানে, সুলতান সাহেব স্পষ্ট কথা শুনিতে বড় ভালবাসেন।"

সুলতান তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু তাহার সহিত এই ব্যাপারের কি সম্বন্ধ ?"

আমি বলিলাম, "সম্বন্ধ বিশেষ কিছুই নাই; তবে আমার মনের কথা নির্ভয়ে বলিতে পারি কি না, বুঝিবার জন্যই আমার এ কথা বলা গত কল্য সুলতান বলিয়াছিলেন, খোদাবন্দ আমাকে সাদা আদ্‌মী মনে করেন।"

সুলতান মাথা নাড়িয়া আমার কথার অনুমোদন করিলেন।

আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা, যখন আমাকে সাদা আদ্‌মী মনে করিতেছেন, তখন আমি সাদা আদ্‌মীর মত কথা কহিলে কোন অপরাধ হইবে না ত ?"

সুলতান বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে, শীঘ্র বল।"

আমি বলিলাম, "সুলতানের প্রস্তাব শুনিয়া আমি এই বুঝিয়াছি যে আমাকে আমার স্বদেশে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সেখান হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বন্দি ছলে বলে বা কৌশলে এখানে আনিতে পারি, তাহা হইলেই আমি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব; কোন সাদা আদ্‌মীর পক্ষে এইরূপ গর্হিত কার্য্য কতদূর সম্ভব, তাহা কি জাঁহাপনা বিবেচনা করিয়াছেন ?"

সুলতান ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমি তোমাকে জীবন দান করিব,

"জাঁহাপনা, যখন আমাকে সাদা আদ্‌মী মনে করিতেছেন, তখন আমি সাদা আদ্‌মীর মত কথা কহিলে কোন অপরাধ হইবে না ত ?"

চোর সুলতান, ৮৬ পৃষ্ঠা] [বসুমতী প্রেস।

তাহার পরিবর্ত্তে তুমি আমার জন্য কিছু করিবে না, এ আশা তুমি কিরূপে করিতেছ ?”

আমি বলিলাম, “প্রাণ অপেক্ষা মান বড়, ইহা বোধ হয়, আপনি জানেন। ভাল লোকে কখনই প্রাণভয়ে মান নষ্ট করিতে রাজি হয় না।”

সুলতান কহিলেন, “ওরে কুকুর, আমার সাক্ষাতে তুই অমন কথা বলিতে সাহস করিস্ ?”

আমি বলিলাম, “সুলতান আমাকে অভয় দান না করিলে আমি এ কথা কখনই বলিতাম না, যদি আমি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বপ্রথমে জানা আবশ্যক, যে ব্যক্তিকে আমি এখানে লইয়া আসিব, তাহার কোন ক্ষতি হইবে কি না ?”

সুলতান কহিলেন, “দেখ, আমি এই রাজ্যের সুলতান, আমার মিথ্যাকথা কহিবার আবশ্যক নাই। আমি তোমাকে সত্য করিয়া কহিতেছি, তাহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আমি মহম্মদের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সর্ব্বময় পিতার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহার কোন ক্ষতি করিব না।”

সুলতানের কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সুলতানের কথায় অনায়াসে নির্ভর করিতে পারা যায়। তখন আমি বলিলাম, “কোন্ ব্যক্তিকে এখানে আনিতে হইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।”

সুলতান বলিলেন, “তাহার নাম অবশ্যই জানিতে পারিবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই, তুমি এই কাজ করিবে কি না ?”

আমি বলিলাম, “আপনার জন্য এই কার্য্য না করিলে যখন

আমার মুক্তিলাভের আশা নাই, তখন আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। ইচ্ছাক্রমে হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, আমাকে তাহা করিতেই হইবে।"

সুলতান বলিলেন, "তুমি শপথ করিয়া বল, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, কে তোমাকে এই কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না, কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিব না।"

সুলতান বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরের নামে শপথ কর।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়াই আমি এ কথা বলিতেছি।"

সুলতান বলিলেন, "উত্তম, তুমি স্বাধীনতা লাভ করিবে, আমার যাহা বক্তব্য, তোমাকে বলিতেছি।"

সুলতান উঠিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, দ্বার খুলিয়া অন্তকক্ষে কোন লোক আছে কি না দেখিলেন, বাহিরে একজনমাত্র প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, সুলতান তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি না লইয়া যদি কেহ এ দিকে আসে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিবে।" অনন্তর সুলতান দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার আসনে উপবেশন করিলেন; সুলতানের এই সাবধানতায় আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ীর আঘাত হইতে লাগিল।

সুলতান আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ কোন্ কথা জানিতে চাও?"

আমি বলিলাম,"যে ব্যক্তিকে এখানে আনিতে হইবে,সেই লোক-টির নাম জানিতে ইচ্ছা করি।"

সুলতান হাসিয়া বলিলেন, "সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক, একটি সুন্দরী যুবতী।"

সুলতানের কথা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি দুই হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। হা পর-মেশ্বর! কি দুষ্কর্ম্ম-সাধনের জন্যই না আমি এই দুর্ব্বৃত্তের নিকট প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছি! সুলতান আমার এই বিব্রত-ভাব লক্ষ্য করি-লেন, তাঁহার মুখে পৈশাচিক হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই সুন্দরীর নাম?"

সুলতান বলিলেন,"এই যুবতী ডিউক অফ বাম্‌বরোর কন্যা—লেডী অলিভিয়া বেল হামটন।"

এই নাম শুনিয়া আমি অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, ডিউক অফ বাম্‌বরোর কন্যাকে আবেরিয়া রাজ্যে লইয়া আসা স্বপ্নাতীত ব্যাপার! এ কথা আমি একবার কল্পনা করিতেও পারি নাই; ইংল-ণ্ডের মহাসম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি কুমারীকে হরণ করিয়া এখানে লইয়া আসিব, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে ব্যাঘ্রের মুখে সমর্পণ করিব, ইহা কি সম্ভব, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? যে ব্যক্তি আমার নিকট এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহস করে, সে মার্জ্জনার পাত্র নহে; যদি আমার হস্তদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তেই সুলতানকে আক্রমণ পূর্ব্বক গলা টিপিয়া মারিতাম।

আমি হতাশভাবে বলিলাম, "সুলতান, আমার দ্বারা এই কার্য্য হইবে না, আমার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; লেডী অলিভিয়াকে আমি অনেক দিন পূর্ব্বে জানিতাম।"

সুলতান বলিলেন, "এখন আর অপেক্ষা করিয়া ফল কি? তুমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছ, আর তোমার ফিরিবার উপায় নাই।"

আমি আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া বলিলাম, "আমার ফিরিবার উপায় না থাক্. আমার মরিবার অধিকার আছে, আপনি আমাকে শূলে দিন, অস্ত্রাঘাতে আমার প্রত্যেক অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করুন, আপনার যেরূপে ইচ্ছা আমাকে বধ করুন, আমি এই কার্য্য করিব না।"

সুলতান ধীরস্বরে বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করিয়া যে অঙ্গীকার পালন না করে,প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত না হয়,সে কুকুরের অধম।"

আমি বলিলাম, "ছলে, বলে, কৌশলে এই মহা-সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমারীকে হরণ করিয়া আনিতে না পারিলে যদি আমি কুকুরের অধম হই, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, আমি তাহা কোন মতে পারিব না। আপনি আমাকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়াই চূর্ণ করুন, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেই ভাবে আমার প্রাণবধ করুন, আমি তাহাতে আপত্তি করিব না, এই অঙ্গীকার হইতে আমাকে মুক্তিদান করুন।"

সুলতান বলিলেন, "মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে তোমাকে অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ করি নাই, এই কাজ তোমাকে করিতেই হইবে। তুমি এত ভয় পাইতেছ কেন? আমি ত তোমাকে শপথ করিয়া বলিয়াছি, আমি তাহার কোন ক্ষতি করিব না; ক্ষতি দূরে থাক্, আমি তাহার মঙ্গলই করিব, তাহাকে মহা সুখে রাখিব, সে আমার প্রধান বেগম হইবে।"

আমি বলিলাম, "আপনার ত বেগমের অভাব নাই, তবে এরূপ ইচ্ছা কেন করিতেছেন?"

সুলতান বলিলেন, "আমি সুলতান, আমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিব। ~~[illegible] উজীরকে বক্‌শিস দিব।~~ [illegible]। আর তুমি যদি এই কার্য্য উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও সুখের সীমা থাকিবে না, তোমাকে অগণ্য অর্থ প্রদান করিব। স্বদেশ হইতে তুমি যখন আমার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবে, তখন তুমি আমার নিকট এরূপ সম্মান লাভ করিবে যে, আবেরিয়া-রাজ্যে কেহ কখন সেরূপ সম্মানের অধিকারী হয় নাই।"

আমি কেবল মাথা নাড়িলাম, লেডী অলিভিয়া সুলতানের বেগম হইবে, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কথা আর কি হইতে পারে? আমি সেই অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, মহাসম্ভ্রান্তবংশের কুলকন্যাকে হরণ করিয়া আনিব, ইহাই বা কিরূপ সম্ভব?

সুলতান আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি খৃষ্টান; খৃষ্টানের অঙ্গীকারের মূল্য আজ বুঝিতে পারিলাম। উত্তম, যদি তুমি এই কার্য্য না কর, তাহা হইলে অন্যের সাহায্যে আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব, আমার আশা কখনও অপূর্ণ থাকিবে না; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমাকে যেরূপ যন্ত্রণা দিয়া বধ করিব, আমার রাজ্যে সে ভাবে আর কেহ কখনও নিহত হয় নাই।"

আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম, বুঝিলাম, আমি এই কার্য্যে সম্মত না হইলেও সুলতান বিপুল অর্থ-ব্যয়ে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবেন, তবে কৃতকার্য্য হইবেন কি না, অনুমান করা কঠিন; কিন্তু আমি এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া তিনি যে আমাকে বধ করিবেন, তাঁহার এ উক্তি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। পক্ষান্তরে, যদি আমি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে

ষ্যতে কোন না কোন উপায়ে লেডী অলিভিয়াকে রক্ষা করিলেও করিতে পারি। এই সকল ভাবিয়া আমি ভগ্নস্বরে বলিলাম, "আমি কাপুরুষ, আমি নরাধম, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।"

সুলতান খুসী হইয়া বলিলেন, "এবার তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা বলিয়াছ, আমার কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না, আমি যে তোমাকে এই কার্য্যের ভার দিতেছি, এজন্য তোমার গৌরব অনুভব করা উচিত, কারণ, তোমাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্বাস না করিলে এমন কঠিন ভার কখনই তোমার হস্তে সমর্পণ করিতাম না। আগামী কল্য প্রত্যূষে তুমি এখান হইতে যাত্রা করিবে, তোমাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করা হইবে, তুমি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া আমার কোন অনুচরের নিকট আরও অধিক অর্থ পাইবে, তুমি দরিদ্র, অল্পকালের মধ্যেই তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে। আমি স্বীকার করি, তোমাকে যে কার্য্যের ভার প্রদান করিতেছি, তাহা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, কিন্তু পৃথিবীতে অতি সহজে ও বিনা পরিশ্রমে কে কবে ধনবান্ হইয়াছে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেডী অলিভিয়াকে আমি কি উপায়ে এখানে আনিব?"

সুলতান বলিলেন, "কিরূপে তাহাকে এখানে আনিবে, তাহা তুমিই জান, তোমার স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে আমি তাহাকে চাই, তোমার সহিত আমার এই চুক্তি,যেরূপে পার,তাহাকে লইয়া আসিও; এজন্য দশ বিশ লক্ষ টাকা খরচ হইলেও তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব, তবে চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বত্রই যে ফললাভ হয়, এরূপ নহে।"

সুলতান বলিলেন, "সে কথা আমি শুনিতে চাই না, কার্য্যোদ্ধার না করিলে তোমার মুক্তি নাই, তুমি মনে করিও না যে, কোন কৌশলে ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া আমার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যদি তুমি আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা কর, তাহা হইলে তোমার স্বদেশে গিয়া আমার লোক তোমাকে হত্যা করিয়া আসিবে; তোমার গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমার নিযুক্ত দুই জন লোক তোমার স্বদেশেও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ তোমার অনুসরণ করিবে।"

বুঝিলাম, সুলতানের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতির পক্ষে এই কার্য্য কিছুমাত্র কঠিন নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া কোন লাভ নাই, সুতরাং আমি নীরব রহিলাম। সুলতান ভূতলে পদাঘাত করিবামাত্র একজন প্রহরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সুলতানের ইঙ্গিতে সে আমার হস্তের শৃঙ্খল মুক্ত করিল। তখন সুলতান আমাকে বলিলেন, "আমার এই প্রহরীর সঙ্গে এখন তুমি যাও, তোমাকে আর কারাগারে যাইতে হইবে না, তোমার বাসের জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে, আজ সেই স্থানে বাস কর, কা'ল প্রভাতেই স্বদেশে যাত্রা করিও।"

প্রহরীর সহিত আমি ভিন্ন পথে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় গমন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমার স্বদেশযাত্রা।

আমার জন্য যে বাসাটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা তেমন বৃহৎ না হইলেও সেই অট্টালিকাটি দেশীয় প্রথায় সুসজ্জিত; অট্টালিকার কক্ষগুলি সুপ্রশস্ত, দ্বার-জানালাগুলিও বৃহৎ। দীর্ঘকাল কারাগৃহে বাস করিয়া আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, কারা-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মুক্ত আলোক ও বায়ু-হিল্লোলে যেন নব-জীবন লাভ করিলাম; কারাগারে অবস্থানকালে একদিনও আমার স্নান হয় নাই, আমি আমার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শীতল জলে স্নান করিলাম; আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হইল।

আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেই কক্ষের এক-প্রান্তে আমার জিনিসপত্রগুলি সমস্তই প্যাকবন্দী হইয়া পড়িয়া আছে। প্যাক খুলিয়া দেখিলাম, আমার একটি জিনিসও অপহৃত হয় নাই, আমার পোঁটরির মধ্যে কিছু তামাক ও তামাক খাইবার পাইপ ছিল; তামাকখোরেরা তামাক খাইতে না পাইলে তাহার যে কিরূপ কষ্ট হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে কথা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। কয় দিন পর্য্যন্ত তামাক খাইতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া উঠিয়াছিল; আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধূমপান করিলাম; এক ছিলিম তামাক শেষ করিয়া আর এক ছিলিম তামাক সাজিতেছি, এমন সময় একজন প্রহরী আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে সংবাদ দিল, সুবাদার

সাহেব আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রহরীর কথা শুনিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। সুবাদার বোধ হয়, আমার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমি সুলতানের সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হইয়াছি, সেই জন্যই বোধ হয়, আমার এত সম্মান। আমার নিকটে আসিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনায় তিনি দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান। বন্দী অবস্থায় তিনি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এত অল্পদিনে তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই; তথাপি আমি প্রহরীকে বলিলাম, "সুবেদারকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস।"

সুবাদার প্রহরীর সহিত আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "সেলাম আলেকাম্।"

আমিও মুসলমানী প্রথায় অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলাম, "আলেকম্ সেলাম।"

আমি সুবাদারকে বসিতে অনুরোধ করিলে তিনি আমার সম্মুখে চৌকির উপর উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা বলিলেন না, সুতরাং আমিই প্রথমে তাঁহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

সুবাদার বলিলেন, "বন্ধু! কোন বিশেষ কারণে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখন বড় পরিশ্রান্ত, আপনাকে বিরক্ত করিলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। রাজসরকারের ভৃত্যেরা আপনার যে সকল টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল, তাহা আপনাকে ফেরৎ দিতে আসিয়াছি।"

সুবাদার একটা টাকার থলি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখি-

লেন, থলিটি টাকায় পরিপূর্ণ; তাহারা আমার যে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা এই থলিতে ছিল; আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার টাকা ফেরৎ দিবার ছলে সুবাদার কোন বিশেষ কারণে আমাকে উৎকোচ দিতে আসিয়াছেন। কিন্তু সুবাদারের ন্যায় পদাস্থ কর্ম্মচারী কি জন্য আমাকে উৎকোচ-প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া টাকার তোড়া হইতে আমার প্রাপ্য টাকাগুলি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট টাকা তাঁহাকে ফেরৎ দিলাম।

সুবাদার সেই টাকার তোড়ার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "আপনি কি এই অধীনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন? আমি যে টাকা আনিয়াছি, তাহাতে যদি আপনার মনস্তুষ্টি না হয়, তাহা হইলে আমি আরও অধিক টাকা আনিয়া দিতেছি।"

সুবাদারের কথা শুনিয়া আমি বিস্ময় গোপন করিতে পারিলাম না, কয়েকদিন পূর্ব্বে যে আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল, আমাকে নানাভাবে উৎপীড়িত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, সে আজ সহসা কেন আমাকে উৎকোচ-প্রদানে উদ্যত হইল? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি বলিলাম, আপনার আর কি বলিবার আছে, বলিতে পারেন, আমার অবসর বড় অল্প।"

সুবাদার বলিলেন, "আহম্মদ নামক একটা ক্রতদাস বন্দুকের কুঁদা দিয়া আপনাকে আঘাত করিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া আমি বড় মর্ম্মাহত হইয়াছি এবং আদেশ করিয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাড় বাহির না হয়, ততক্ষণ তাহার পদতলে মুদ্গর আঘাত করা হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখিতেছি, আমার প্রতি আপনার বহুৎ দয়া, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, আপনি যে আমার প্রতি হঠাৎ এত

সদয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝিবার জন্যও আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। আমি অধিকক্ষণ আপনার সহিত আলাপ করিতে পারিতেছি না. আমার অনেক কাজ আছে, আর সত্যকথা বলিতে কি, আপনার মত দুর্জ্জনের সহবাসে অধিকক্ষণ থাকিতেও প্রবৃত্তি নাই।"

আমার কথা শুনিয়া সুবাদার সাহেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, ক্ষুব্ধস্বরে আমাকে বলিলেন, "আপনি এ বন্দার প্রতি অন্যায় রাগ করিবেন না। আপনার ন্যায় পুরুষের সহিত যদি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি, তবে সেজন্য আমাকে দায়ী করিবেন না, আমি হুকুমের চাকর মাত্র, যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিলাম, সেইরূপ কাজ করিয়াছি, বন্ধুত্বের সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই, আমার এই ত্রুটি দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। আপনার ন্যায় বন্ধুর উপকারের জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত আছি, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই অবিলম্বে পালন করিব; আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,"সুবাদার সাহেব, আমার কারাগারে অবস্থানকালে আপনি আমাকে যে খর্জ্জুরগুলি আহারের জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই খর্জ্জুরগুলি অবিলম্বে আমাকে পাঠাইয়া দেন, বিশেষ আবশ্যক আছে।"

আমার কথা শুনিয়া, আমি সত্য বলিতেছি কি পরিহাস করিতেছি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সুবাদার সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু আমার মুখ তখন বড় গম্ভীর, মুখে পরিহাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না, তাই তিনি উঠিয়া গিয়া দ্বারপ্রান্তস্থ প্রহরীকে কতকগুলি শুষ্ক খর্জ্জুর আনিবার আদেশ

দিলেন, তাহার পর আমার নিকটে আসিয়া আমার পদপ্রান্তে নতজানুভাবে বসিয়া পড়িয়া অত্যন্ত কাতরভাবে বলিলেন, "আমি বড় বিপন্ন, এই বিপদ্ হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারে, এমন লোক এ রাজ্যে আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই। সংপ্রতি সুলতান সাহেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন, নগরবাসিগণের নিকট হইতে বিশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া এক সপ্তাহমধ্যে রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইবে; যদি আমি ইহাতে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে অকর্ম্মণ্য-বোধে তিনি আমাকে পদচ্যুত করিয়া অন্যলোককে সুবাদারীতে নিযুক্ত করিবেন; এই রাজ্যে আমার অনেক শত্রু, আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য [illegible]রা সর্ব্বদাই নানারূপ [illegible]চ। করিতেছে। যদি আমি একবার পদচ্যুত হই, তাহা হইলে আমার নিগ্রহের সীমা থাকিবে না। যদি আমার সাধ্য হইত, তাহা হইলে ঘর হই[illegible] এ বিশ লক্ষ টাকা রাজকোষে পাঠাইয়া আমি চাকরী বজায় রাখিতাম; কিন্তু আমার এত টাকা দিবার সাধ্য নাই, প্রজাদের অবস্থাও এমন সচ্ছল নহে যে, তাহাদের নিকট হইতে এই টাকা আদায় করিয়া দিই; এই টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় আমি এক শত সম্ভ্রান্ত প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া বেত্রাঘাতে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়াছি, এই রাজ্যের বহুসংখ্যক ইহুদী সদাগরের হাতে জলন্ত গুল রাখিয়াছি, কয়েক জনের নাক-কান কাটিয়া দিয়াছি, তথাপি এ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহারা বলে, তাহাদিগকে হত্যা করিলেও এ টাকা তাহাদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে না। আমি জানি, সুলতান সাহেবকে আপনি কোন অনুরোধ করিলে সে অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করিবেন না, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুলতান সাহেবকে বলিয়া দএ বিপ

হইতে আমাকে উদ্ধার করুন; আপনি অনুরোধ করিলে তিনি এ টাকার জন্য আর আমাকে পীড়াপীড়ি করিবেন না। আমার চাকরীটিও বজায় থাকিবে।"

এতক্ষণ পরে সুবাদারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আমি তাহাকে কোন আশা-ভরসা দিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে প্রহরী এক পাত্র শুষ্ক খর্জ্জুর লইয়া আসিল; দেখিলাম, কারাগারে আমাকে যে প্রকার খর্জ্জূর খাইতে দেওয়া হইত, এগুলি তাহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, তাহাতে রস-কসের নামমাত্র নাই, যেন এক একটি লোষ্ট্রখণ্ড!

আমি সুবাদারকে বলিলাম, "সুবাদার সাহেব, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক দিন পূর্ব্বে কারাগারে আমি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করিলে আপনি আদেশ দিয়াছিলেন, খৃষ্টান কুক্কুরের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত খাদ্য। আমি এ কথা সুলতানের গোচর করিব। আপনি লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিতে পারিলে সুলতান আপনাকে পুরস্কৃত করিবেন।"

আমার কথা শুনিয়া সুবাদার ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারি, যদি আপনি এই খর্জ্জূরগুলি আহার করেন।"

আমার কথা শুনিয়া সুবাদারের মুখ শুকাইয়া গেল; তিনি এরূপ কদর্য্য খাদ্যে অভ্যস্ত নহেন, পোলাও-কালিয়াও মুখে রোচে না, নীরস শুষ্ক খর্জ্জুর কিরূপে তিনি গলাধঃকরণ করিবেন? তিনি পুনঃ

পুনঃ সবিনয়ে এই কঠিন পরীক্ষার দায় হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করি'লেন, কিন্তু আমি তাঁহার কাতরতায় কর্ণপাত করিলাম না; দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "যতক্ষণ এই খর্জ্জুরগুলি না খাইতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আপনার কোন কথা শুনিব না; আমার কথা না রাখিলে সুলতানকে বলিয়া আপনার সর্ব্বনাশ-সাধন করিব।"—তখন সুবাদার উঠিয়া অগত্যা খর্জ্জুর চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে দুই একটি খর্জ্জূর গলাধঃকরণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার মুখভঙ্গি দেখিয়া অতি কষ্টে আমি হাস্য সংবরণ করিলাম। তিনি দুইটি মাত্র খর্জ্জূর চর্ব্বণ করিয়াই গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমি আপনার আদেশে দুইটি খর্জ্জূর ভক্ষণ করিয়াছি, আর অধিক পারিব না, আমার দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম, "বন্ধু, তাহা হইতেছে না, ঐ এক বাটি খর্জ্জূরই খাইতে হইবে।"

সুবাদার অগত্যা আরও দুই৷ চর্ব্বণ করিলেন, তাহার পর বাটিটি সরাইয়া রাখিলেন।

আমি বলিলাম, "বাটি সরাইয়া রাখিলে চলিবে না, বাটিতে যদি একটি খর্জ্জূরও পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আজই আমি সুলতান সাহেবকে বলিয়া আপনাকে পদচ্যুত করিব।"

সুবাদার অনিচ্ছাক্রমে আর দুইটি খর্জ্জূর তুলিয়া লইয়া মুখে পূরিলেন; এবার তাঁহার চক্ষু দুটি কপালে উঠিল, ললাটের ঘাম গোঁপের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল, তাঁহার রমনের উপক্রম হইল।

লোকটার কষ্ট দেখিয়া আমার দয়া হইল, আমি বলিলাম, "সুবাদার সাহেব, কয়েদীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, বোধ হয়,

এতক্ষণে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিবেন না, এই আশায় আমি আপনার প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, আমার গোস্তাকি মাপ করিবেন, তবে আপনি যে আশায় এখানে আসিয়াছিলেন, আমি সে আশা পূর্ণ করিতে পারিব না, সুলতানের রাজকার্য্যে আমার হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা নাই। আপনার জন্য আমি তাঁহাকে কোন অনুরোধ করিতে পারিব না। আপনি এখন যাইতে পারেন।"

সুবাদার অত্যন্ত বিষণ্ণ-চিত্তে প্রস্থান করিলেন, কয়েক মিনিট পরে আমার জন্য খাদ্যদ্রব্য আনীত হইল, এবার আর শুষ্ক খর্জ্জুর নহে; সুলতানের বাবুর্চ্চিখানায় যে সকল উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আমার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন এক বোতল সাম্পেনও পাইলাম। মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে সুরা অস্পৃশ্য, সুতরাং সুলতানের প্রাসাদে সাম্পেন কিরূপে আসিল, বুঝিতে পারিলাম না; তবে সুলতান ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সাম্পেনের প্রেমে মুগ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সাম্পেনের বোতলটি আমার নিকট এক বোতল অমৃতের ন্যায় বোধ হইল, আমি মহানন্দে পরিতৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিলাম; কিন্তু সুলতানের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া আমার মন অনুতাপে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আমি স্বদেশবাসিনী একটি মহা-সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সুলতানের নিকট লইয়া আসিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়াতেই পূর্ব্বোক্ত সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছি ভাবিয়া নিজের উপর বড় ধিক্কার জন্মিল।

আহারান্তে পাইপ টানিতে টানিতে আমি পূর্ব্বকথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। লেডী অলিভিয়ার নিকট আমি অপরিচিত নহি; বাল্য-

কালে যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম, সেই সময় অলিভিয়ার ভ্রাতা আমার সহপাঠী ছিলেন, সেই সূত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম, সেই সময় অলিভিয়ার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, আমার সেই বন্ধুটি এখন আর জীবিত নাই, একবার শীকার করিতে গিয়া বন্দুকের গুলীতে তিনি আহত হন, সেই আঘাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। বন্ধুর মৃত্যুর পর আমি আর অলিভিয়ার পিতৃ-ভবনে পদার্পণ করি নাই, এই পরিবার সম্বন্ধে কোন সংবাদও রাখি নাই ; কিন্তু এত দিন পরেও বোধ হয় অলিভিয়া আমাকে চিনিতে পারিবেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর সুলতানের নিকট পুনর্ব্বার আমার তলপ হইল। আমি পথপ্রদর্শকের সহিত সুলতানের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা একটি বিস্তীর্ণতর কক্ষে নীত হইলাম ; এই কক্ষটি প্রাচ্যদেশীয় প্রথায় সুসজ্জিত। দেখিলাম, সুলতান তাকিয়া-বালিস ঠেস দিয়া গদীর উপর বসিয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড ঝাড়ে বহুসংখ্যক বাতী জ্বলিতেছে, সেই বাতীর আলোকে কক্ষটি আলোকিত।

আমার পথপ্রদর্শক দ্বারপ্রান্ত হইতেই বিদায় লইয়াছিল, আমি একাকী সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এবার আমার বড় আদর। সুলতান সাদরে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার অদূরে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন ; বলা বাহুল্য, উজীরকেও তিনি এই সম্মানে আপ্যায়িত করেন না ; আজ আমার সম্মান উজীরের অপেক্ষাও অধিক।

সুলতান আমাকে বলিলেন, "আমি উজীরকে বলিয়া দিয়াছি, সে আজ রাত্রেই তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া আসিবে, তুমি স্বদেশে গিয়া আমার লোকের নিকট লক্ষ টাকা পাইবে, আমি

আশা করি, এই পুরস্কার তোমার কার্য্যের হিসাবে অল্প হইবে না।"

আমি বলিলাম, "জ াহাপনা! আপনি আমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতে এ সমস্ত টাকাই ব্যয় হইবে; কিন্তু আমি আপনার নিকট আর্থিক পুরস্কার প্রার্থনা করি না; আমি আত্ম-প্রাণের বিনিময়ে যে ভীষণ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে কথা স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। আপনার নিকট আর্থিক পুরস্কার লইয়া আমার সেই অমার্জ্জনীয় অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।"

সুলতান হাসিয়া বলিলেন, "আমার সে সকল কথা শুনিবার আবশ্যক নাই, আমি সেই সুন্দরীকে এখানে চাই, যত অর্থব্যয় হয়, তাহাতে আপত্তি নাই, এজন্য যদি তোমাকে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে হয়, সে কথা আমার গোচর করা অনাবশ্যক। তোমাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইতেছি, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তোমার নিস্তার নাই; এখন তুমি যাইতে পার, মেহেরবান্ আল্লা তোমার চেষ্টা সফল করুন।"

সুলতানের ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর মনুষ্যের সংস্রবে যত অল্পক্ষণ থাকা যায়, ততই ভাল মনে করিয়া আমি উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সুলতানের করতালিতে একজন প্রহরী সেই কক্ষে উপস্থিত হইল, আমি বাসায় চলিলাম।

সেই রাত্রে উজীর মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, আবেরিয়া-রাজ্যে এই উজীরটি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য কর্ম্মচারী এবং সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বাসী; লোকটিকে দেখিলেও শ্রদ্ধা হয়। উজীর আমাকে পাঁচ হাজার টাকার গিনি প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি দয়া করিয়া

এগুলি গণিয়া লউন।" কিন্তু আমি তাহা না শুনিয়াই তোড়া সমেত গিনিগুলি এক পাশে রাখিয়া দিলাম।

উজীর বলিলেন, "সুলতান আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া আপনি আর এক লক্ষ টাকা পাইবেন। যাহার নিকট হইতে এই টাকা পাইবেন, তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছি।" উজীর তাঁহার জামার পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে আমি অশ্বারোহণে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সুলতানের একজন অশ্বারোহী প্রহরী আমার বডি-গার্ড হইয়া চলিল। সেই দিন রাত্রিকালে আমরা পথিপ্রান্তস্থ চটিতে উপস্থিত হইলাম। কয়েক দিন পূর্ব্বে এই চটিতেই সুলতানের প্রহরীরা আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল,সেই দিন ও এই দিনে কত প্রভেদ! আজ সুলতানের প্রহরীরা আমারই ভৃত্যের ন্যায় আমার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিতে লাগিল। সেই চটিতে রাত্রিটা কাটাইয়া পরদিন প্রত্যুষে পুনর্ব্বার সেখান হইতে যাত্রা করিলাম এবং সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দুই দিন বাস করিয়া আমি একখানি ইংলণ্ডগামী জাহাজে স্বদেশযাত্রা করিলাম।

আমার এই স্বদেশযাত্রায় কি ফল হইবে,—তাহা অনুমান করা অসম্ভব; ভবিষ্যতের অন্ধকারগর্ভে তাহা লুক্কায়িত আছে।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লেডী অলিভিয়া।

নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে আমি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলাম। এবার যে কি কুক্ষণে জাহাজে পা দিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু পদে পদে বিপদ্ গিয়াছে; একাধিকবার জাহাজ সমুদ্রে ডুবু ডুবু হইয়াছে, জাহাজ উপসাগরে প্রবেশ করিলে ঝটিকা আরম্ভ হইল; সমুদ্র-তরঙ্গ পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ হইরা উঠিল, তাহার উপর আমাদের শুভ্র জাহাজখানি ক্ষুদ্র একখানি ঝিণুকের মত ভাসিতে লাগিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল, এইবার ভরা ডুবিবে! তাহাও বোধ হয় ভাল ছিল, যদি ডুবিয়া মরিতাম, তাহা হইলে ভবিষ্যতের দুঃখ, কষ্ট, অন্তর্ব্বেদনা ও নিরাশা সহ্য করিতে হইত না।

সমুদ্রে ডুবিয়া মরা অদৃষ্টে নাই, সুতরাং বাঁচিলাম; ক্রমে জাহাজ ইংলণ্ডের অদূরবর্ত্তী এডিষ্টোনের আলোক-মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল, এই আলোক-মন্দিরটি যেন ইংলণ্ডের প্রহরী একচক্ষু দানবের চক্ষু! একঘণ্টা পরে প্লাই-মাউথের বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিল।

বাতাসের বেগ তখনও মন্দীভূত হয় নাই, মধ্যে মধ্যে এক এক পসলা বৃষ্টি হইতেছিল; দূরে চাহিয়া দেখিলাম, এজ্‌কুম ও ষ্টাডেনের গিরিশৃঙ্গ কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন, তাহা মেঘও হইতে পারে।

আমি তখন নিজের চিন্তায় বিভোর, জাহাজ হইতে নামিব কি, কত আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, এখন ঠিক করিয়া বলা কঠিন তখন নবেম্বর মাস আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, প্রবল শীতের তখন

আরম্ভ মাত্র, অল্প অল্প তুষার জমিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, তাহা অনেকটা শীতকালের কুজ্ঝটিকার মত; সেই শীতল বায়ু গাত্র-বস্ত্রের ভিতর দিয়া অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তাহা তত অসহ্য নহে। জাহাজের উপর এরূপ প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল যে, ভদ্রলোকেরা টুপী, ও মহিলারা ঘাগরা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, টুপী উড়িলে রক্ষা আছে, কিন্তু ঘাগরা উড়িলে মহিলার সম্মান রক্ষা হওয়া কঠিন।

আমার ত মনে হয়, পৃথিবীতে লণ্ডনের মত সহর আর নাই, ফরাসী-রাজধানী পারিস খুব স্ফূর্ত্তির সহর, মার্কিণ-রাজধানী নিউইয়র্কে জীবন্ত ভাব ও নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের এই প্রচীনা সমুদ্র-রাজধানী লণ্ডন সহরের এরূপ মাধুর্য্য আছে যে, অন্য কোন রাজধানীতে গিয়া তাহা অনুভব করিতে পারি না। আমি প্লাইমাউথ হইতে সিসিল নামক আমার একটি বন্ধুকে আমার জন্য হোটেলে একটি ঘর ভাড়া লইতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, আমি জাহাজ হইতে নামিয়া যথানির্দ্দিষ্ট হোটেলে চলিলাম।

জাহাজেই আমি আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং আমার ক্ষুধা ছিল না, হোটেলে আসিয়া কিছুই চাহিলাম না; আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিলাম।

বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতে পৃথিবীতে সন্ধ্যার ছায়া পড়িল, আমি চুপ করিয়া আমার সেই ঘরটিতে আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, মনে করিলাম, খানিক ঘুরিয়া আসিতে হইবে; আমার গুটি-কয়েক জিনিস কিনিবার আবশ্যক ছিল। বেলা চারিটার পর আমি পোষাক পরিয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। অনেক দিন পরে স্বদেশে আসিয়াছি, লণ্ডনের কোন কোন স্থানের দৃশ্য রূপান্তরিত বলিয়া বোধ

হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, সন্ধ্যাকালে নদীতীরে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছে। আমি নদীতীর হইতে ট্রাফালগার স্কোয়ার ও হে-মার্কেটের ভিতর দিয়া পিকাডিলিতে উপস্থিত হইলাম। আমার মত ভবঘূরের নিকট ভ্রমণের পক্ষে পৃথিবীটাই অতিক্ষুদ্র মনে হয়, সুতরাং লণ্ডন সহর যে কত ক্ষুদ্র মনে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বেড়াইতে বেড়াইতে আমি বার্লিংটন হাউসের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় আমার একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনেক দিন পরে এই বন্ধুটির সহিত সাক্ষাৎ হইল ; ভারতবর্ষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়।

আমাকে দেখিয়াই বন্ধুটি সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি নিশ্চয় মিঃ গিব্‌সন।"

আমি বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া বলিলাম, "লেস্‌বি, তুমি এখানে! এখানে তোমাকে হঠাৎ দেখিতে পাইব, এ কথা একবারও মনে হয় নাই ; এ সহরে কত দিন আসিয়াছ?"

বন্ধু বলিলেন, "মাসখানেক হইবে, বলিভিয়া হইতে এখানে আসিয়াছি, তুমি এখন কোথায় যাইতেছ?"

আমি বলিলাম, "এই একটা জিনিস কিনিতে যাইব, তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে চল।"

বন্ধু বলিলেন, "রাজি আছি, কিন্তু তোমার কাজ শেষ হইলে, আমার ক্লাবে গিয়া তোমাকে খাইতে হইবে, আহারাদি শেষ করিয়া আমরা দুই জনে থিয়াটার দেখিতে যাইব ; অনেক দিন পরে দেখা, তুমি যে দশমিনিটের মধ্যে আমার হাত ছাড়াইয়া পলাইবে, তাহা কিছুতেই হইবে না।"

আমি বলিলাম, "তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল না,

কিন্তু আজ আমি বড় পরিশ্রান্ত, তাহার উপর কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখ, এ অবস্থায় আজ থিয়েটারে যাওয়া বাদ রাখিলে হয় না ?"

বন্ধু বলিলেন, "তুমিও যেমন, কা'ল বাঁচিব কি মরিব কে জানে! আমোদ বাসি হইতে দেওয়া উচিত নহে ; তুমি আমার মতই জোয়ান, আমার পোষাক তোমার গায়ে বেথাপ দেখাইবে না, আর তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ বলিতেছ, এ বাজে আপত্তি, কিছু কাল থিয়েটার দেখিলেই তোমার শ্রান্তি দূর হইবে।"

দেখিলাম, বন্ধু নিতান্ত নাছোড়বান্দা ; আমিও পোষাক কিনিতে বাহির হইয়াছি, যাহা হয় একটা করা যাইবে, এই মনে করিয়া আমরা উভয়ে একটি পরিচ্ছদালয়ে প্রবেশ করিলাম ; এই দোকানে পূর্ব্বেও আমি কয়েকবার আসিয়াছি ; এ দোকানের ম্যানেজার একটি বৃদ্ধ, মস্তকে একগাছিও চুল নাই, মস্তকটি সুপক্ব সাদা বেলের মত। আমাকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সেই বৃদ্ধ সহাস্যে বলিল, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনাকে অনেক দিন দেখি নাই, আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড় সুখী হইলাম, কোন জিনিসের বরাত আছে কি ?"

আমি বলিলাম, "আমি দূরদেশে গিয়াছিলাম, জাহাজ হইতে নামিয়া এই প্রথম তোমার দোকানে আসিতেছি।"

ম্যানেজার বলিল," আপনাকে দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কিরূপে বুঝিলে ?"

ম্যানেজার বলিল, "আপনার পোষাকের ছাঁট দেখিয়াই তাহা বুঝিয়াছি, আপনি যে ছাঁটের পোষাক পরিয়া আসিয়াছেন, এখানে দুই বৎসর পূর্ব্বে ঐ ছাঁটের চলন ছিল, এখন এত পুরাতন হইয়া গিয়াছে যে, পল্লীগ্রামের লোকেও ও ছাঁট আর পছন্দ করে না,

এমন ছাঁটের পোষাক পরিয়া আপনি পথে বাহির হইয়াছেন! কি সর্ব্বনাশ!"

পোষাকের দোকানের ম্যানেজার সাহেব আমার পোষাকের ছাঁট দেখিয়া মূর্চ্ছা যায় আর কি! আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম, "ভয় নাই, আমি আজই এই সেকেলে ছাঁটের পোষাক ছাড়িয়া ফেলিব, তুমি আমাকে একটা ভাল পোষাক বাছিয়া দাও।"

দোকানের কাজ শেষ করিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করা গেল, সেই গাড়ীতে বন্ধুর সহিত তাঁহার বাসায় চলিলাম; বন্ধুর বাসা হইতে হোটেলে ফিরিয়া যথাসময়ে ক্লাবে উপস্থিত হইলাম। সেখানে সুন্দর আহারের আয়োজন ছিল, পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষুধা প্রবল হইয়াছিল; এতক্ষণ পরে উজ্জ্বলে মধুরে মিলন হইল, আমি পরিতৃপ্ত হইলাম।

আহারান্তে বন্ধু বলিলেন, "আমি সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারের দুই-খানি টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছি, টিকিট দুখানা নষ্ট করিবে না ত? থিয়েটার তোমার কেমন লাগে?"

আমি বলিলাম, "ছোকরা বয়সে থিয়েটার খুব ভালই লাগে; কিন্তু অনেক দিন থিয়েটার দেখা হয় নাই, আমি যখন রাইওতে ছিলাম, সেই সময় আমার শেষ থিয়েটার দেখা, সে সময় বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, থিয়েটার দেখিতে গিয়া একটি স্ত্রীলোক একটি পুরুষের বুকে ছুরী মারে, তাহার পর নিজে গলায় ছুরী দিয়া মরে, স্ত্রীলোকটি সুন্দরী।"

বন্ধু বলিলেন, "সৌন্দর্য্যের মধ্যেই এই রকম রক্তারক্তি অধিক, ও সকল কথা থাক্, এখন চল, বাহির হইয়া পড়ি, গাড়ী লইবার আবশ্যক নাই, বেশী দূর যাইতে হইবে না।"

পদব্রজে চলিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, লোকে লোকারণ্য; অতি কষ্টে দুই-খানি খালি চেয়ার সংগ্রহ করিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িলাম; তখনও যবনিকা উত্তোলিত হয় নাই; কয়েক মিনিট পরে, ঐক্যতানিক বাদ্য থামিলে সুনীল যবনিকা উত্তোলিত হইল। যে দিকে "বক্স" ছিল, সেই দিকে চাহিয়া দর্শকগণের মধ্যে বড় ব্যস্ততার ভাব লক্ষ্য করিলাম. "বক্সের" দর্শকগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বক্সে কি রাজপরিবারের কেউ আসিলেন?"

বন্ধু বলিলেন, "রাজপরিবারের আসন অন্য দিকে; বোধ হয়, কোন মার্ক্‌ইস কি ডিউকের পরিবার থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন।"

সেই অভ্যাগতা মহিলাগণের মধ্যে একটি সুন্দরীকে দেখিয়া আমি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না, এমন সুন্দরী জীবনে আর কখনও দেখি নাই, যেন শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তরে খোদিত অনিন্দ্যসুন্দর দেবী-মূর্ত্তি। এই সুন্দরীর পার্শ্বেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম, ইনিই যুবতীর পিতা।

আমি বন্ধুকে বলিলাম, "এই যুবতীর মুখখানি আমার অপরিচিত নহে।"

বন্ধু বলিলেন, "পরিচিত হওয়াই সম্ভব; ইংলণ্ডে এমন সুন্দরী আর নাই।"

আমি বলিলাম, "কে বল দেখি?"

বন্ধু বলিলেন, লেডী অলিভিয়া বেল হ্যাম্‌টন্।"

হঠাৎ যেন বিনা মেঘে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মস্তকের

মধ্যে বন্ বন্ করিয়া উঠিল, কর্ণমূলে সাঁ সাঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম, রঙ্গমঞ্চের সেই উজ্জ্বল আলোক আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন অপসৃত হইল ; অতি কষ্টে আমি চেয়ারের উপর বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইলাম। সৌভাগ্য বশতঃ বন্ধু আমার এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন না, তিনি তখন অত্যন্ত লোলুপ-দৃষ্টিতে অভিনেত্রীগণের দিকে চাহিতেছিলেন।

আমি আত্মসংবরণ করিয়া আর একবার বক্সের দিকে চাহিলাম ; সেই সুন্দরীকে আবার দেখি পাইলাম ; সেইরূপ জ্যোতি দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না, তাহাতে চক্ষু ধাঁধিয়া যায় না, চক্ষু শীতল হয় ; মুখখানিতে কোথাও বিন্দুমাত্র খুঁত নাই, কণ্ঠদেশে বহুমূল্য হীরকখচিত নেকলেস্, কিন্তু এই অলঙ্কারে সুন্দরীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের গৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই ; সহস্র সহস্র দর্শকের দৃষ্টি সেই সুন্দরীর মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইলেও দেখিলাম, তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ, দর্শকগণের দিকে তিনি একবারও চাহিতেছিলেন না।

এই অতুলনীয় সুন্দরী মহাসম্ভ্রান্ত ডিউকের প্রাণাধিকা কন্যাকে হরণ করিয়া আবেরিয়া-রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য আমি ইংলণ্ডে আসিয়াছি। আমার আক্ষেপের সীমা রহিল না।

থিয়েটারে কোন্ নাটকের অভিনয় হইতেছে, সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম, ভাবিতে লাগিলাম, কি কৌশলে এই ভীষণ কার্য্য সাধন করিব। আমার চেষ্টায় কি ফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ; হয় ত এই চেষ্টায় ডুবিতে হইবে, না হয় আবেরিয়া-রাজ্যের সুলতানের হস্তে প্রাণ যাইবে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, এক অঙ্কের পর আর এক অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় একই ভাবে

বসিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু সিগারেট সেবনের জন্য আমাকে বাহিরে লইয়া চলিলেন। খোলা বারান্দায় গিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বন্ধু বলিলেন, "কেমন অভিনয় দেখিতেছ?"

আমি বলিলাম, "অতি চমৎকার; কিন্তু লেডী অলিভিয়াকে দেখিয়া থিয়েটার দেখাও ভুলিয়া গিয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে লেডী অলিভিয়ার সহিত আমার পরিচয় ছিল, তখন তিনি বালিকা বলিলেই হয়, তাঁহার ভ্রাতা আমার সহপাঠী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর আমি কোন দিন ডিউকের বাড়ী যাই নাই, তাহার পর অলিভিয়াকেও আর দেখিতে পাই নাই; অলিভিয়া সম্বন্ধে কোন খবর রাখ কি?"

বন্ধু বলিলেন, "বিশব খবর কিছুই রাখি না, তবে ইংলণ্ডে সুন্দরী-মহলে তাঁহার বড় মান, এ দেশে এমন সুন্দরী আর নাই, ডিউকের ঐ একমাত্র কন্যা, পিতার মৃত্যুর পর অলিভিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবেন, তপস্যার বল না থাকিলে এমন সুন্দরী অদৃষ্টে মেলে না। সুন্দরী খুব ভাল শীকারী, শীকারে এমন অব্যর্থ লক্ষ্য অনেক পুরুষেরও দেখা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুন্দরী কোথায় শীকার করেন?"

বন্ধু বলিলেন, "লেষ্টার সায়রে বার্ডিনহল নামক তাঁহাদের একটি বাড়ী আছে, মৃগয়া করিবার ইচ্ছা হইলে লেডী অলিভিয়া সেই বাড়ীতে যান, সেখান হইতে মৃগয়ার ক্ষেত্র দূর নহে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বন্ধুকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেডী অলিভিয়ার বিবাহের কোন কথাবার্ত্তা চলিতেছে কি না, শুনিয়াছ কি?"

বন্ধু বলিলেন, "না, বিশেষ কিছু শুনি নাই, তবে শুনিয়াছি, পুরুষজাতির উপর তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই; ইংলণ্ডের অতি

সম্ভ্রান্ত বংশের শত শত লর্ড অলিভিয়ার পাণিগ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও অলিভিয়ার মনে ধরে নাই; তাঁহার মনের ভাব কি, আমাদের মত ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের তাহা জানিবার উপায় নাই, জানিয়াও লাভ নাই; তবে মধ্যে বড় একটা মজার গুজব উঠিয়াছিল; তুমি জান কি না বলিতে পারি না, জুবিলীর সময় আবেরিয়ার সুলতান রাজ-দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল, সে লেডী অলিভিয়াকে দেখিয়া একবারে উন্মত্ত। বৃদ্ধ ডিউকের নিকট বিবাহেরও প্রস্তাব করিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া ডিউক রাগিয়াই অস্থির, শেষে সুলতান ডিউকের ভয়ে দেশে পলাইয়া যায়, কথাটা কতদূর সত্য, ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু সুলতানের লোভ দেখিয়া হাসি পায়, লোকটার অনেক বেগম আছে, তথাপি ইংরাজের মেয়ের উপর এত লোভ কেন, কে বলিবে?"

এ সম্বন্ধে আমি যাহা যাহা বলিতে পারিতাম, তাহা শুনিলে বন্ধু বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও ভয়ে কণ্টকিত হইতেন, কিন্তু সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে, এমন কি, প্রিয়-বন্ধুর নিকটেও নহে; সুতরাং এ কথা লইয়া আর আলোচনা করিলাম না; প্রায় আধ ডজন সিগারেট ভস্মীভূত করিয়া রঙ্গমঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং নূতন একটি অঙ্কের অভিনয় চলিতেছে।

লেডী অলিভিয়া তখনও বক্সে বসিয়া ছিলেন, কিন্তু ডিউককে পাশে দেখিলাম না; ডিউকের পরিবর্ত্তে একটি দীর্ঘ-দেহ বলবান্ ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারীকে অলিভিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিলাম; সেই সৈনিক যুবকটি তখন অলিভিয়ার সহিত গল্প করিতেছিলেন, অলিভিয়ার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, গল্পে তাঁহার তেমন মন ছিল না।

আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকটা কে হে?"

বন্ধু বলিলেন, "উহাঁকে চেন না কি? উনি লর্ড কার্‌বরো, উনি এখন সখের সৈনিক দলের সেনাপতি, ঘোড়-দৌড়ে উহাঁর প্রতিপত্তি; লর্ড কার্‌বরোর ঘোড়া দুই একটি বড় বড় বাজি মারিয়াছে।"

অভিনয় চলিতেছিল, সুতরাং আর অধিক কথা হইল না, অল্পক্ষণ পরে লর্ড কার্‌বরো প্রস্থান করিলেন, ডিউক তাঁহার আসনে আসিয়া বসিলেন। থিয়েটার দেখিতে দেখিতে আমি মনে মনে মৎলব আঁটিতে লাগিলাম। স্থির করিলাম, অলিভিয়া যে অঞ্চলে মৃগয়া করিতে যান, আমিও সেই স্থানে মৃগয়ায় যাইব, তাহার পর ঘটনাচক্রে যাহা হয় হইবে।

সত্য বটে, মৃগয়াকার্য্য ব্যয়সাধ্য, ভাল ভাল ঘোড়া কিনিতে হয়, শীকারের পরিচ্ছদও মূল্যবান্, কিন্তু সুলতানের মেহেরবাণীতে আমার অর্থের অভাব ছিল না, আবশ্যক হইলে সুলতানের নিকট আরও অধিক টাকা পাইব, সে আশাও ছিল।

আমাকে নীরব দেখিয়া বন্ধু বলিলেন, "হঠাৎ এত গম্ভীর হইলে কেন?"

আমি বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া শীকার করেন শুনিয়া আমার মনেও শীকারের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, অনেক দিন বন্দুক ধরি নাই, ইতিমধ্যে একদিন শীকারে যাইব ভাবিতেছি।"

বন্ধু বলিলেন, "এ খুব ভাল কথা, দিন আর কাটে না, চল, একদিন দুজনে শীকারে যাওয়া যাক্, লেদারহেডে একজন অশ্ব-ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার জানা-শুনা আছে; তাহার আস্তাবল হইতে ভাল দেখিয়া গোটা দুই ঘোড়া কিনিলেই চলিবে, যদি তোমার মত

হয়, তাহা হইলে সকালেই তাহাকে টেলিগ্রাম করিব, কা'ল অপরাহ্ণে সেখানে যাওয়া যাইবে।"

বন্ধুর প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল না; সুতরাং সেইরূপ ব্যবস্থাই করা হইল। থিয়েটার শেষ হইলে, বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া হোটেলে ফিরিলাম; কিন্তু রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না, অলিভিয়ার সুন্দর মুখখানি পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। এই সুন্দরী যুবতীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু কিরূপে যে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম, কুজ্ঝটিকায় চরাচর আচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর শীত, কিন্তু শীতের ভয়ে চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, পথে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ডিউক অফ বাম্‌বরোর সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দাসদাসীরা উঠিয়া গৃহ পরিষ্কার করিতেছে, দ্বার-জানালাগুলি সমস্তই বন্ধ, এই অট্টালিকার কোন্ কক্ষে অলিভিয়া আছেন, জানিতে বড় আগ্রহ হইল, কিন্তু সে আগ্রহ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম না। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে পাছে কেহ কিছু মনে করে, এই ভয়ে আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু বাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি রহিল, ইতিমধ্যে একটি দ্বার খুলিয়া লেডী অলিভিয়া বাহিরে আসিলেন এবং একটি পরিচারকের সহিত দুই একটি কথা কহিয়া প্রাতভ্রমণে বাহির হইলেন।

আমি দেখিলাম, লেডী অলিভিয়ার সহিত আলাপ করিবার এই উত্তম অবসর। সত্য বটে, আমি ডিউক-পরিবারে অপরিচিত নহি, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ নাই, আমার কথা লেডী অলিভিয়ার স্মরণ আছে কি না, বলিতে পারি না; এ অবস্থায় হঠাৎ পথিমধ্যে কি করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করি, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি কোন কথায় অলিভিয়া বিরক্ত হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর তাঁহার সংস্রবে আসিবার

উপায় থাকিবে না, অথচ এই সুযোগও ত্যাগ করা যায় না, অলিভিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলে আমি তাঁহার অনুসরণ না করিয়া তিনি যে দিকে যাইতেছিলেন, সেই দিকেই চলিলাম এবং কিছু কাল পরেই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

চলিতে চলিতে যেন সাক্ষাৎ হইয়াছে, এই ভাবে আমি টুপী খুলিয়া অলিভিয়াকে বলিলাম, "আমার অশিষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি কি লেডী অলিভিয়া বেল হাম্‌টন নহেন?"

আমার কথা শুনিয়া অলিভিয়া চলিতে চলিতে থামিলেন, বিস্ফারিত-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর মধুর-স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমারই এ নাম; আমার নিকট আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে?"

আমি বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া আমাকে বোধ হয় চিনিতে পারিতেছেন না, আর চিনিবেন বা কিরূপে? অনেক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আমার আকৃতির বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আপনার ভাই গ্রেনভিল আমার পরম বন্ধু ছিলেন। ব্রাম্‌লে-দুর্গের সন্নিহিত হ্রদে একবার আমি আপনাদের সঙ্গে নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, এখনও মনে পড়িতেছে, আপনি ও আমি একখানি ছোট ডিঙ্গীতে চড়িয়াছিলাম, ডিঙ্গীখানি ডুবাইবার জন্য আপনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

অলিভিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মিঃ গিব্‌সন্?"

আমি বলিলাম, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, পথিমধ্যে আপনার সহিত আলাপ করিলাম, কিছু মনে করিবেন না।"

অলিভিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, এতকাল আপনি কোথায়

ছিলেন? বহুদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, আপনার সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাই নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি ভবঘুরের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত সকল দেশেই ঘুরিয়াছি, কা'লইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দেশে এখন কত দিন থাকিবেন?"

আমি বলিলাম, "সে কথা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, এক মাসের মধ্যেই অন্যত্র যাইতে পারি, আবার এক বৎসরও থাকিতে পারি, কিছুই স্থির নাই। একবার শীকারে বাহির হইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু যে রকম কুয়াসা হইতেছে, তাহাতে মৃগয়ায় বাহির হইয়া বিশেষ লাভ নাই।"

অলিভিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক।"

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না, পথে দাঁড়াইয়া এ ভাবে অধিকক্ষণ আলাপ করা শিষ্টাচারসঙ্গত নহে মনে বুঝিয়া আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। দেখিলাম, কুমারী অলিভিয়াকে বাল্যকালে যেমন দেখিয়াছিলাম, এখন তিনি ঠিক সেরূপ নাই, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যৌবনের ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য বাল্যের চঞ্চলতা ও হাস্য-কৌতুকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

অনেক দূর বেড়াইয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম এবং আহারাদির পর পাইপ টানিতে টানিতে খবরের কাগজ দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু লেসৃবি পক্ষিপালক-নির্ম্মিত একটি জমকাল কোটে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রুসিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউকের মত আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, তিনি অশ্ব-বিক্রেতার

নিকট টেলিগ্রামের উত্তর পাইয়াছেন, চারিটি ভাল ঘোড়া আছে, যে কোন দুইটি আমরা লইতে পারি।

কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা দুই বন্ধুতে ওয়াটালু ষ্টেসন হইতে রেলপথে লেদারহেডে যাত্রা করিলাম। অশ্ব-বিক্রেতা মিঃ ম্যান-ফিল্ড আমাদিগকে তাঁহার আস্তাবল দেখাইলেন। আমরা ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করিলাম, তাহার পর অনেক মূল্য দিয়া একযোড়া অশ্ব ক্রয় করিলাম।

সেই দিন রাত্রে বন্ধুর সহিত একটি হোটেলে আহারে বসিয়া গল্প করিতে করিতে সহসা আবেরিয়া-রাজ্যের সেই ভীষণ কারাগারের কথা আমার মনে পড়িল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম, সহসা আমি অন্য-মনস্ক হইলাম, সুলতানের নিকট যে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া-ছিলাম, সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, আমার প্রকৃতি সহসা বড় গম্ভীর হইল।

আমার ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বন্ধু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ তোমার কি হইল? তুমি পেচকের মত গম্ভীর হইয়া উঠিলে কেন?

আমি বলিলাম, "কথায় কথায় আমার পূর্ব্বকথা মনে পড়িয়া গিয়াছে, সে স্মৃতি বড় অপ্রীতিকর, তাহা কিরূপ দুঃসহ, সে কথা ঈশ্বরই জানেন। আমার মত ভবঘুরে লোক পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে নানা স্থানে নানা বিপদে পড়ে, পরে সুখের সময় সে কথা স্মরণ হইলে হঠাৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, আমারও তাহাই হইয়াছে।"

বন্ধু বলিলেন, "না, তুমি হঠাৎ দমিয়া গিয়া সকল আমোদ নষ্ট করিলে; এখন দুই এক গ্লাস স্যাম্পেন খাও, উৎসাহ ও প্রফুল্লতা আবার আসিবে, সংসারে দুঃখ-বিপদ্ অনেক, তাহার উপর যদি

দুঃখময় পূর্ব্বকথা ভাবিয়া কাহিল হইতে হয়, তবে জীবনধারণ কঠিন হইয়া উঠে।”

আমি বলিলাম, “এ সকল কথার আলোচনায় আর কাজ নাই, আজ একটু সকালে সকালে শয়ন করা যাউক, কা’ল অনেক কাজ আছে।”

বন্ধুর নিকট রাত্রির মত বিদায় লইয়া আমি একটি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না, আমি আমার শয়ন-কক্ষের বাতায়ন খুলিয়া দিলাম, উন্মুক্ত বাতায়নপথে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় উজ্জ্বল দীপালোক দেখিতে পাইলাম, এই অট্টালিকাটি ডিউক অফ্ বাম্‌বরোর পল্লী-ভবন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মৃগয়া।

পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুবর লেস্‌বির সহিত অশ্বারোহণে শীকারে বাহির হইলাম। আমরা যে অরণ্যে মৃগয়ায় চলিলাম, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, অশ্বারোহণে প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় আমি চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, যদি লেডী অলিভিয়াকে দেখিতে পাই, কারণ, তিনিও যে আজ শীকারে আসিবেন, এ সন্ধান পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। কিয়ৎকাল পরে লর্ড কার্‌বরোর সঙ্গে অশ্বারোহণে লেডী অলিভিয়া দেখা দিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে একদল শীকারী কুকুর।

আমি লেস্‌বিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অলিভিয়ার দিকে অশ্বচালন করিলাম। সে দিন রাত্রে থিয়েটারে তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু আজ অশ্বপৃষ্ঠে শীকারের বেশে তাঁহাকে সজ্জিত দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইলাম। তিনি যে অশ্বারোহণে এমন সুনিপুণ, না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্মিতমুখে অভিবাদন করিলাম।

লেডী অলিভিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনি যে এখানে শীকার করিতে আসিবেন, এরূপ আমার ধারণা ছিল না।"

আমি বলিলাম, "এ অঞ্চলে শীকারের অভিপ্রায়ে আমি ও আমার বন্ধু বার্লি রোডে রিট্রীড নামক বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছি।"

অলিভিয়া বলিলেন, "বটে! কর্ণেল বিভার্লি পূর্ব্বে এই বাড়ীতে বাস করিতেন, তিনি আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার পিতা ডিউক ভাল আছেন ত?"

অলিভিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিনি ভালই আছেন; তিনিও শীকারে আসিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে শীকার মিলিবার আশা আছে কি?"

অলিভিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমরা ত যখন আসি, তখনই কিছু কিছু পাই মিঃ গিব্‌সন, আপনার ঘোড়াটি অতি উৎকৃষ্ট।"

আমি বলিলাম, "আমার ঘোড়ার চেহারাটি মন্দ নয়। কিন্তু বোধ হইতেছে, আপনার ঘোড়াটি অধিক কষ্টসহ, বোধ হয়, এটি ঘোড়দৌড়ের বাজি মারিতে পারে।"

অলিভিয়া আমার কথা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিলেন, তিনি আদর করিয়া তাঁহার ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আমার এই ঘোড়াটিকে আমি বড়ই ভালবাসি, আমার জন্মতিথি উপলক্ষে আমার পিতা এটি আমাকে উপহার দিয়াছিলেন, এরূপ ঘোড়া আমাদের আস্তাবলে আর একটিও নাই; ঐ যে বাবা আসিতেছেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ ফিরাইলাম, দেখিলাম, ডিউক অশ্বারোহণে আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি আমার দিকে একবার চাহিয়া তাঁহার কন্যাকে বলিলেন, "অলিভিয়া, আর এখানে বিলম্ব করিলে চলিতেছে না, এখনই শীকারের সন্ধানে ছুটিতে হইবে।"

অলিভিয়া বলিলেন, "চলুন, আমি প্রস্তুত আছি। বাবা, আপনি মিঃ গিব্‌সন্‌কে কি চিনিতে পারিতেছেন না? পূর্ব্বে ইনি কতবার আমাদের বাড়ী গিয়াছেন; বেচারা গ্রেন্‌ভিলের সঙ্গে উঁহার বড় বন্ধুত্ব ছিল, উভয়ে কলেজে এক সঙ্গে পড়িতেন।"

বৃদ্ধ ডিউক আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে পারি নাই, অনেক দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি বহুদিন হইতেই দেশ-ছাড়া, এক সপ্তাহ-মাত্র ইংলণ্ডে আসিয়াছি।"

ডিউক বলিলেন, "আপনারা আমাদের এখানে শীকার করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আশা করি, এখানে মনের মত শীকার মিলিবে। মিঃ গিব্‌সন্‌, আপনি যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন আমার পল্লী-ভবনে আপনার অভ্যর্থনা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি, সোমবার রাত্রে আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ থাকিল; অলিভিয়ার মা আপনাকে দেখিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে।"

আমি বলিলাম, "আপনার সহৃদয়তায় আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু আমি এখানে একাকী আসি নাই, আমার একটি বন্ধু সঙ্গে আছেন।"

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহাকে কি আমি চিনি?"

আমি বলিলাম, "তিনি সেনাপতি লেস্‌বির পুত্র মিঃ লেস্‌বি।"

ডিউক বলিলেন, "সেনাপতি লেস্‌বির সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, আপনি তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন, সোমবার রাত্রি আটটার সময়, মনে থাকিবে ত?"

আমি সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া ডিউক ও অলিভিয়ার নিকট তখন-কার মত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক লেসবির নিকট উপস্থিত হইলাম। লেস্‌বি কিছু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন।

লেস্‌বি আমাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তোমার রকম কি?

ডিউক-পরিবারের সহিত তোমার এরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা সে দিন থিয়েটার দেখিতে গিয়া আমাকে ত বল নাই ?"

আমি বলিলাম, "এই পরিবারের সহিত পূর্ব্বে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, মধ্যে অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, সম্প্রতি আবার পরিচয় করিয়া লইয়াছি। অলিভিয়া সম্বন্ধে তোমাকে যখন নানা কথা জজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাঁহারা আমার একরূপ অপরিচিতই ছিলেন।"

আমাদের কথা শেষ হইতে না হইতে লেডী অলিভিয়ার কুকুরগুলি শীকারের সন্ধানে ছুটিল, লেডী অলিভিয়া ও তাঁহার পিতা উভয়েই ঘোড়া ছুটাইলেন। আমরা অন্যদিকে অশ্বপরিচালন করিলাম। আমার ঘোড়াটির বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক হয় নাই, সে অত্যন্ত তেজী; আমাকে সে পিঠে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর নদীর ধারে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে দেখিতে পাইলাম, প্রায় ত্রিশ গজ দূরে ডিউক ও লেডী অলিভিয়া অশ্বারোহণে ছুটিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে নদীটি পার হইলেন, আমিও সেই ভাবে নদ৷ পার হইবার জন্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সহসা একখণ্ড প্রস্তরে বাধিয়া আমার ঘোড়ার পা মচ্‌কাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে জলে পড়িলাম।

আমার তেমন গুরুতর আঘাত না লাগিলেও আমার পোষাক সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত হইল; আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহণ করিলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যে রংটনের অরণ্যে উপস্থিত হইলাম। আমার অনেক পূর্ব্বেই লেডী অলিভিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

অলিভিয়া আমার দুরবস্থা দেখিয়া সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এরূপ দুরবস্থা দেখিতেছি কেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘোড়ার পিঠ হইতে জলে পড়িলাম।

চোর সুলতান, ১২৪ পৃষ্ঠা]

[বসুমতী প্রেস।

আমি বলিলাম, "নদীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম।"

লৌড অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহত হন নাই ত?"

আমি বলিলাম, "না, কেবল ভিজিয়াছি।"

সেখানে আর অধিক কথা হইল না, লেস্‌বির সঙ্গে শীকারের স্থানে ঘুরিতে লাগিলাম; অনেক চেষ্টায় কিছু কিছু শীকার মিলিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লেস্‌বিকে দেখিতে পাইলাম না। শীকার শেষ করিয়া ডিউক ও অলিভিয়া তাঁহাদের পল্লী ভবনে প্রস্থান করিলেন, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লেস্‌বির অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম, লেস্‌বি তখনও প্রত্যাগমন করেন নাই; আমি তাঁহার অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইলাম; সন্ধ্যার পর আমার এই উৎকণ্ঠা ভয়ে পরিণত হইল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই লেস্‌বিকে ফিরিতে দেখিলাম; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, কর্দ্দমে তাঁহার মস্তক হইতে পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন, তাঁহার টুপীটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, মুখে স্থানে স্থানে ছড়িয়া গিয়াছিল এবং এক পায়ে জুতা ছিল না।

লেস্‌বির দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, কয়েকটি খ্যাঁক-শিয়ালী শীকার করিতে গিয়া তাঁহার এই অবস্থা। খ্যাঁকশিয়ালীগুলা একটি কর্দ্দমপূর্ণ গর্ত্তের পাশেই ঝোপের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছিল, বন্ধু তাহাদের শীকার করিতে গিয়া ঘোড়া-সমেত সেই মহাপঙ্কে নিপতিত হন।

সেদিন রাত্রে দুই বন্ধুতে পান-ভোজনে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করা গেল, পরদিন প্রভাতে ঘন কুজ্‌ঝটিকা হওয়ায় আর শীকারে বাহির হইতে পারিলাম না। লেস্‌বি অত্যন্ত চঞ্চল, তিনি বাসায় চুপ

করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, আমাকে বাসায় ফেলিয়া নগরে বেড়াইতে চলিলেন।

আমি বাসায় একাকী বসিয়া বসিয়া কি করিব, স্থির করিতে পারিলাম না; অশ্বারোহণে বা গাড়ীতে বাহির হইব, তাহার সম্ভাবনা ছিল না, পথে ভয়ানক বরফ জমিয়া গিয়াছিল, দুঃখের কথা বলিব কি, সে দিন আহারটিও ভাল হইল না। অপরাহ্ণকালে আমার ঘোড়ার সহিস আসিয়া বলিল, "ঘোড়ার এককানি পা মচ্‌কাইয়া যাওয়ায় সে পা নাড়িতে পারিতেছে না।"

"আজিকার দিনটা বড় খারাপ যাইতেছে" বলিয়া আমি ঘোড়ার আহত পা দেখিতে চলিলাম; দেখিলাম, আঘাত গুরুতর হয় নাই; তাহার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিলাম।

আস্তাবল হইতে ঘরে ফিরিয়া চা-পানের পর দীপালোকে একখানি পুস্তক পাঠক রিতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দুই জন বিদেশী ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র আমার মনে কেমন সন্দেহের ছায়াপাত হইল, ইহারা ত সুলতানের গুপ্তচর নহে? যাহা হউক, সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য তাহাদিগকে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলাম।

মিনিট দুই পরে দুইটি দীর্ঘকায় মূর যুবক তাহাদের স্বদেশীয় পরিচ্ছদে আমার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে অভিবাদন করিল; তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সুলতানের কথা আমার মনে হইল, সেইভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

আমার ভৃত্য সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি চাও?"

মূরদ্বয়ের মধ্যে যাহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক, সে তাহার সুদীর্ঘ রঙ্গিন দাড়ীতে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া বলিল, "আমরা কিছুই চাহি না; যিনি আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার আদেশের কথা আপনাকে স্মরণ করাইতে আসিয়াছি।"

আমি বিব্রতভাবে বলিলাম, "তোমার কথা কি, খুলিয়া বল, আমি তোমাদের অভিপ্রায় কি, ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

উত্তর পাইলাম, "আমার প্রভু আপনার হস্তে কি ভার প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই?"

আমি বলিলাম, "তোমরা কি আবেরিয়ার সুলতানের গুপ্তচর?"

মূর সেলাম করিয়া বলিল, "আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন, তাঁহার আদেশেই আমরা আপনার কাছে আসিয়াছি।"

আমি অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, "তিনি আমার হস্তে যে ভার সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতে অনেক বিলম্ব হইবে; কিন্তু যদি তোমরা যখন তখন, যেখানে সেখানে এই ভাবে আমাকে বিরক্ত কর এবং লোকে যদি তোমাদের মত দুই জন বিদেশীকে গোপনে আমার সহিত আলাপ করিতে দেখে, তাহা হইলে কার্য্যোদ্ধার করা কঠিন হইবে, আমার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর জনরব শুনিতে পাইবে, তাহা হইলে অগত্যা আমাকে এই ভার পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

প্রথমোক্ত মূর পুনর্ব্বার সেলাম করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমাদের উপর আপনি বিরক্ত হইবেন না; আমরা আমাদের মনিবের আদেশ-পালনে বাধ্য; তাঁহার আদেশেই আপনার অনুসরণ করিয়াছি এবং তিনি

যে আদেশ করিবেন, তাহা যত কঠিন হউক, তাহা আমাদিগকে পালন করিতেই হইবে,আপনার রাগ দেখিয়া আমাদের ভয় পাইলে চলিবে না।”

এই আগন্তুক মূর দুই জনের কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হইল; যদিও তাহারা সম্ভ্রমের সহিত কথা বলিতেছিল, তথাপি তাহাদের কথার ভাবে বুঝিতে পারিলাম, স্থলতানের ইঙ্গিতে আমার প্রাণবধেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না। স্থলতানের কারাগারের ভীষণ দৃশ্য আমার মনে সমুদিত হইল; স্বীকার করি, আমি সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছি এখন আমার সুখের কোন অভাব নাই, চতুর্দ্দিকে আনন্দ, বিলাস ও উপভোগের বহু উপকরণ থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর হোটেলে আহার করিতেছি, ডিউকের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি, স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যাইতেছি; তথাপি এই মূর দস্যুদ্বয় স্থলতানের ইঙ্গিতে যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন স্থানে আমাকে হত্যা করিতে পারে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় আমি কি করিব? স্থলতানের আদেশ পালন করা সময়সাধ্য; কিন্তু তিনি যেরূপ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আমার সুযোগ ও স্থবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিছু বিলম্ব করিবেন, তাহার সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহার গুপ্তচরেরা এত শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হইত না। নানা কথা চিন্তা করিয়া আমি এই মূরদ্বয়কে রূঢ়-কথা বলিলাম না, কিন্তু তাহারা যে যেখানে সেখানে যখন তখন আমার সন্ধানে যাইবে, ছায়ার ন্যায় আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা অসহ্য।

আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে তোমরা কোথায় আছ?”

বয়োবৃদ্ধ মূরটি পুনর্ব্বার সেলাম করিয়া বলিল, "আমরা গ্রামের মধ্যে আছি। আমরা গরিব লোক, সহরে থাকিবার মত পয়সা কোথায় পাইব? পল্লীগ্রামে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইয়া অতি কষ্টে সেখানে বাস করিতেছি।"

এ কথা সত্য বলিয়া মনে হইল না, হইতে পারে, তাহারা দরিদ্র; কিন্তু সুলতান যে কার্য্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই কার্য্যের আংশিক ভার লইয়া তাহারা যে ভগ্ন কুটীরে অর্দ্ধাহারে কালযাপন করিতেছে, এরূপ অনুমান করা কঠিন।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দিন হইতে তোমরা আমার উপর নজর রাখিয়াছ

মূর বলিল, "হুজুর এমন কথা বলিবেন না, আপনার উপর নজর রাখিব কেন? তবে আপনি আমাদের প্রভু সুলতানের কোন গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছেন, কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে আপনি যাহাতে কোনরূপে বিপন্ন না হন, যাহাতে আমাদের মনিবের কাজ শীঘ্র শেষ হয়, এই অভিপ্রায়ে আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি মাত্র।"

বুঝিলাম, আমার মঙ্গলের জন্য অনেক দিন হইতেই তাহারা আমাকে চৌকি দিতেছে, এত দিন যে পথে ঘাটে আমার বুকে ছোরা বসাইয়া দেয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

ক্ষণকাল পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের আর কোন কথা বলিবার আছে? যদি তোমাদের কথা শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখন যাইতে পার। আমি আজ বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও।"

আমার কথা শুনিয়া মূরেরা পুনর্ব্বার আমাকে সেলাম করিয়া আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল; যাইবার সময় বলিয়া গেল,

"সুলতানের আদেশ শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করা চাই। এ কথা আপনার স্মরণ না থাকিলে পুনর্ব্বার হয় ত আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে; আপনি কি করিতেছেন না করিতেছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে।"

মূরদ্বয় প্রস্থান করিলে, আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি করি? স্বীকার করি, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য কোন অপকার্য্য করিতে আমার বিশেষ কুণ্ঠা ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও আমার বাল্যবন্ধুর ভগিনীকে প্রাণের দায়ে এই নরপিশাচের কবলে নিক্ষেপ করা আমি একবারও যুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই, এরূপ কল্পনাও আমার নিকট দুঃসহ।

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমি গৃহকক্ষে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে উপবেশন করিলাম; নিদারুণ আত্মগ্লানিতে আমার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা।

ক্রমে সোমবার আসিল। সেই দিন সন্ধ্যার পর ডিউকের গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, আমি ও লেস্‌বি উভয়ে আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একখানি টম্‌টমে ডিউকের পল্লীভবনে যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়াছিল ; ঘন কুজ্‌ঝটিকায় সমস্ত প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন, এক হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না, কিন্তু বন্ধু লেস্‌বি সেই কুজ্‌ঝটিকার ভিতর দিয়া দ্রুত টম্‌টম চালাইতে লাগিলেন, আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডিউকের পল্লীভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম।

ইংলণ্ডে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অসংখ্য পল্লীভবন আছে, কিন্তু একটি অনুচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের উপর এই পল্লীভবনটি নির্ম্মিত। ইহার পদপ্রান্তে একটি সঙ্কীর্ণকায়া গিরি-তরঙ্গিণী, তাহার কুলু কুলু ধ্বনি বায়ু-প্রবাহে অবিরাম কর্ণে প্রবেশ করে, নিকটে ও দূরে প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী, সেই নিবিড় অরণ্যানী এই ভবনের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

যদি আমি শত বৎসর কাল জীবিত থাকি, তাহা হইলেও সেই সায়াহ্নের কথা কোন দিন বিস্মৃত হইব না। নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়া আর কখন এমন লজ্জা ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করি নাই ; আজ যিনি আমাকে মিত্রজ্ঞানে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে তস্করের ন্যায় অপহরণ করিবার

ভার গ্রহণ করিয়াছি, বৃদ্ধ ডিউকের জীবন বিষময় করিতে উদ্যত হই য়াছি। এ কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে, কষ্টে, লজ্জায় আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল; আমার মনে হইল, সুলতানের এই গর্হিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার কারাগারে অনাহারে দারুণ কষ্টে আমার প্রাণ বহির্গত হওয়াও ভাল ছিল। নানা চিন্তায় আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল, মনে হইল, মৃত্যু বিধাতার বিধান, একদিন না একদিন মরিতেই হইবে, তবে আর কেন এই এই দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়া মরি? অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক। এই ভয়ঙ্কর অন্যায় কার্য্য করিয়া আমি আমার জীবন কলঙ্কিত করিব না। চিরকালের জন্য সুনাম নষ্ট করিব না।

ডিউকের দ্বারপ্রান্তে টম্‌টম্ হইতে নামিয়া ভৃত্যের সাক্ষাৎ পাই-লাম, সে আমাদিগকে মহাসম্ভ্রমে সুন্দর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে লইয়া গেল; সেই কক্ষে ডিউক-পত্নী ও অলিভিয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অনেক দিন পরে ডিউক-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, দেখিলাম, তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে, গুরুতর পুত্র-শোকে তাঁহার অকাল-বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার চুলগুলি প্রায় সমস্তই পাকিয়া গিয়াছে। ডিউক-পত্নী সাদরে আমাদের অভ্য-র্থনা করিলেন, সস্নেহে আমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহার পুত্র আমার পরম বন্ধু ছিল, কথায় কথায় তিনি মৃত পুত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে আমার কষ্ট হইতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে ডিউক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এক জন প্রজা কোন দরকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ায় যথাকালে তিনি আমাদের অভ্যর্থনায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া

দুঃখ প্রকাশ করিলেন। প্রায় পনের মিনিট কাল নানা কথাবার্ত্তার পর আমরা ভোজনগৃহে চলিলাম। ডিউক-পত্নী ও আমি অগ্রে চলিলাম, আমাদের পশ্চাতে লেস্‌বি ও অলিভিয়া, সর্ব্বপশ্চাতে স্বয়ং ডিউক, তাঁহার সঙ্গে আর একটি লেডী ছিলেন, এই মহিলাটিকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাঁহার পরিচয়ও এখন আমার স্মরণ নাই।

আমরা যে কক্ষে ভোজনে বসিলাম, সেই কক্ষটি অতি বৃহৎ। সেই কক্ষে বহুলোক একত্রে ভোজন করিতে পারে, কক্ষটি সুচারুরূপে সজ্জিত।

যে সকল মূল্যবান্ গৃহ-সজ্জার উপকরণে সেই কক্ষটি সজ্জিত ছিল, তাহার মূল্য-বিনিময়ে অনেক গৃহস্থের কয়েক পুরুষ ধরিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আহারের আয়োজন অতি পরিপাটী হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গল্প ও হাস্যামোদ চলিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে আমরা ড্রয়িং-রুমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, লেডী অলিভিয়া গান করিতে লাগিলেন, তাঁহার গলা যেমন মিষ্ট, গানটিও সেইরূপ সুন্দর। আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু আমার মনের অশান্তি দূর হইল না, দুইটি গান গাহিয়া অলিভিয়া পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিলেন, সহাস্যে আমাকে বলিলেন, “মিঃ গিব্‌সন্, আপনি একটি গান করুন; আপনি গান করিতে পারেন না বলিলে শুনিব না, আমি জানি, আপনি বেশ ভাল গান করেন, গ্রেনভিল সর্ব্বদাই আপনার গানের প্রশংসা করিত, অনেক দিন আপনার গান শুনা হয় নাই।”

কি করিব, লেডীর আবদার অগ্রাহ্য করা যায় না, বিশেষতঃ

সুগায়ক বলিয়া আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতিও ছিল, আমি একটি বিখ্যাত প্রেমের গান ধরিলাম। কেমন গাহিলাম, বলিতে পারি না, বোধ হয়, ভাল গাহিতে পারি নাই, কারণ, আমি মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতে-ছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আমার নিকট নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত প্রতীয়মান হইতেছিল, এক একবার মনে হইতেছিল, আর এ কপটতা সহ্য হয় না, এখনই বাসায় ফিরিয়া গিয়া বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করাই আমার কপটতার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। ইহা সত্যই আমার মনের কথা, যদি আমার কথা শুনিয়া আমাকে ঘৃণা কর, তাহাতেও দুঃখিত হইব না, আমি ভদ্রলোকের ঘৃণাকর পাত্র ভিন্ন আর কি!

ক্রমে আমাদের বিদায় লইবার সময় আসিল; টম্‌টম্ প্রস্তুত হইলে, ডিউক-পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া আমরা টম্‌টমে উঠি-লাম। পথে চলিতে চলিতে বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তুমি মধ্যে মধ্যে এত অন্যমনস্ক হইতেছিলে কেন? দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটিয়াছে না কি?"

আমি শুষ্ক হাস্যে উত্তর করিলাম, "মানুষের দুশ্চিন্তা কোন্ সময়ে নাই? আমার মনের যন্ত্রণা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে।"

লেস্‌বি বলিলেন, "আমি তোমার বন্ধু. বন্ধুর নিকটেও তাহা গোপন রাখিবে?"

আমি বিমর্ষভাবে বলিলাম, "তোমার মত বন্ধুকেও তাহা বলি-বার নহে।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া লেস্‌বি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বিষয়ে আমি তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি কি?"

আমি বলিলাম, "পার, কিন্তু তাহা করিবে কি?"

বন্ধু বলিলেন, "কি করিতে হইবে, বল।"

আমি বলিলাম, "আমাকে গুলী করিয়া মারিতে পার?"

আমার কথা শুনিয়া বন্ধু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি ক্ষেপিয়াছ না কি, এখানে যখন আসি, তখন তুমি ত বেশ প্রফুল্ল ছিলে, হঠাৎ তোমার এরূপ ভাবান্তর হইল কেন, হঠাৎ লেডা অলিভিয়ার প্রেমে পড়িয়া যাও নাই ত?"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "যাহার হৃদয়ে দিবানিশি নরকের আগুন জ্বলিতেছে, তাহার প্রেমে পড়িবার অবসর কোথায়? তুমি বলিতেছ, হঠাৎ আমার ভাবান্তর হইয়াছে, কিন্তু এ কথা সত্য নহে, আমার এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘকাল হইতেই সহ্য করিতেছি, শত কার্য্যে নানা প্রকার আমোদে মনকে বিক্ষিপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যাহা হউক, এ সকল কথার আলোচনা করিতেও কষ্ট হয়, চল, এখন তাড়াতাড়ি বাসায় যাই।"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বন্ধু ঘোড়ার পিঠে চাবুকের আঘাত করিলেন, ঘোড়া যেন বায়ুবেগে টম্‌টম্ লইয়া উড়িয়া চলিল অল্পক্ষণের মধ্যেই বাসায় আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আমি ধূমপান করিতে বসিলাম এবং চিন্তাভার লাঘব করিবার জন্য একখানি উপন্যাস-পাঠে মনোনিবেশ করিলাম; কিন্তু গুরুতর চিন্তায় যাহার হৃদয় আচ্ছন্ন, পাঠ তাহার ভাল লাগে না; আমি পুস্তক ফেলিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি টা। বাজিল, কিন্তু আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সেই সময় লেস্‌বি একবার উঠিয়াছিলেন, তিনি আমার কক্ষে আসিয়া তত রাত্রেও

আমাকে অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে ঘুরিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও তুমি শয়ন কর নাই, তোমার হইয়াছে কি ?"

আমি বলিলাম, "ঘুম আসিতেছে না, কি করিব, চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া থাকা কষ্টকর, তাই এই ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

বন্ধু বলিলেন, "তোমার খেয়ালের অন্ত নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, সমস্ত রাত্রি এ ভাবে জাগিলে অসুস্থ হইয়া পড়িবে, বিছানায় শুইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাক, শীঘ্রই নিদ্রা আসিবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি নিদ্রা যাইবার জন্য তপস্যা করিতেছি।"

"তবে তপস্যাই কর" বলিয়া বন্ধু শয়ন করিতে চলিলেন, আমি রাত্রি প্রায় চারিটার সময় ক্লান্তদেহে শয্যায় শয়ন করিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

এই ঘটনার পর একমাসের মধ্যেই ডিউক-পরিবারের সহিত আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইল। তাঁহার সহিত আমার যতই আত্মীয়তা বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই আমার গুপ্ত সঙ্কল্পসিদ্ধি কঠিনতর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সুলতানের গুপ্তচরেরা যে দিবারাত্রি ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তাহারা কোথায় বাস করে, বিস্তর চেষ্টাতেও তাহা জানিতে পারিলাম না; এই ভাবে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তচর।

একদিন লেস্‌বির সহিত আমি মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, মৃগয়া-শেষে লেস্‌বি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলে আমি একাকী অশ্বারোহণে মৃগয়া-ক্ষেত্র হইতে বাসায় ফিরিলাম, বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, আমি অন্যমনস্কভাবে মন্থরগমনে চলিতে লাগিলাম।

আমার বাসা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে একটি জঙ্গল ছিল, এই জঙ্গলের নিকট দিয়া আমাকে আসিতে হইল। এই জঙ্গলটির কাছে সন্ধ্যাকালে কেহই যাইত না, সেখানে দস্যুভয় আছে বলিয়া জনসাধারণের ধারণা ছিল; অনেকের বিশ্বাস ছিল, সেই স্থানটি ভূতের আড্ডা; অনেক দিন পূর্ব্বে বেদে-জাতীয় একটি স্ত্রীলোক সেই স্থানে তাহার ভ্রাতার হস্তে নিহত হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়, সেই স্ত্রীলোকটির প্রেতাত্মা রাত্রিকালে সেখানে লোককে ভয় দেখাইত; এই সকল কারণে সন্ধ্যার পর সে স্থানে জন-সমাগম হইত না। আমি সে কথা জানিতাম, কিন্তু তৎপ্রতি কোন আস্থা স্থাপন করি নাই।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আমি ক্লান্তদেহে ধীরে ধীরে অশ্ব-চালন করিতেছিলাম; এমন সময় সেই জঙ্গলের ভিতর হইতে একটি দীর্ঘকায় মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আমাকে ঘোড়া থামাইতে ইঙ্গিত করিল। আমি নিতান্ত কাপুরুষ লোক নহি, কিন্তু সেই সায়ংকালে সেই নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে সহসা

দেখিয়া আমার মনে ঈষৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, চন্দ্রের মৃদু আলোক কুজ্‌ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া অরণ্য ও প্রান্তর চুম্বন করিতেছিল, সেই মৃদু আলোকে আমি প্রথমে সেই লোকটিকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু সে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি চিনিলাম, সে সেই পূর্ব্ববর্ণিত মূর গুপ্তচর।

আমি বিরক্তভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমার কাছে কি জন্য আসিয়াছ?"

গুপ্তচর সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুরের সঙ্গে দুই একটি কথা আছে।"

আমি বলিলাম, "আলাপ করিবার জন্ত তুমি বাছিয়া বাছিয়া অতি চমৎকার জায়গা বাহির করিয়াছ; এখন কি বলিবে, তাড়াতাড়ি বল, শুনি।"

গুপ্তচর বলিল, "আমার প্রভু স্থলতান সাহেবের নিকট হইতে আজ সংবাদ পাইয়াছি, আল্লা তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার সম্বন্ধে তিনি কিছু কি লিখিয়াছেন? কি লিখিয়াছেন, বল।"

মূর বলিল, "তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, আপনি যে ভাবে কাজ চালাইতেছেন, তাহা তিনি সন্তোষজনক মনে করেন না; স্থলতান সাহেব বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন, যদি আপনি তাড়াতাড়ি কার্য্যোদ্ধার না করেন, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে না।"

আমি অনুতপ্ত-স্বরে বলিলাম, "কি ঝকমারিতেই পড়িয়াছি, কেন এমন জঘন্ত কাজের ভার লইয়াছিলাম?"

কথাটি আমি সেই মৃর গুপ্তচরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, ইহা আমার স্বগত উক্তি, কিন্তু তাহা গুপ্তচরের কর্ণে প্রবেশ করিল, সে বলিল, "হুজুর অনর্থক অনুতাপ করিতেছেন, আপনি যদি এই কাজের ভার না লইতেন, তাহা হইলে কি দেশে আসিয়া এ ভাবে স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে পারিতেন? সুলতানের কারাগারেই তাহা হইলে মহা যন্ত্রণায় আপনার জীবন শেষ হইত।"

গুপ্তচরের কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইল; আমি সুলতানের নিকট যে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা পূর্ণ করিতে না পারিলে পুনর্ব্বার আমাকে সুলতানের কারাগারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে; তাহা কি আমার পক্ষে সম্ভব? আমার ভয় ও দুশ্চিন্তা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল, আমি ঘোড়ার পিঠে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া গুপ্তচর জিজ্ঞাসা করিল, "সুলতানকে আমি কি জানাইব বলুন, অবিলম্বে তাঁহার পত্রের উত্তর দিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাঁহার নিমিত্ত আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি না, কিন্তু এ সকল কাজে অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক্ নষ্ট হয়, তিনি এরূপ ব্যস্ত হইলে চলিবে না।"

গুপ্তচর বলিল, "আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সুলতান সাহেবকে ঠিক তাহাই লিখিব, আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিব না। আপনি কার্য্যোদ্ধার করিয়া যখন সুলতান সাহেবকে খুসী করিবেন, তখন এ গরিবের কথাটা স্মরণ রাখিবেন; আমার স্বপক্ষে তখন সুলতান সাহেবকে দুই চারি কথা বলিতে ভুলিবেন না।"

লোকটার কথা শুনিয়া আমি হাড়ে চটিলাম, ইচ্ছা হইতেছিল,

তাহার পিঠে ঘা কতক চাবুক বসাইয়া দিই ; কিন্তু কষ্টে সেই ইচ্ছা দমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; মনে কর, যদি আমার দ্বারা এই কার্য্য হইয়া না উঠে, তাহা হইলে কি হইবে ?"

গুপ্তচর বলিল, "স্বয়ং সুলতান সে কথার উত্তর দিতে পারেন ; আমি তাঁহার হুকুমের চাকর—তিনি আমাকে যাহা আদেশ দিবেন, আমি তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিব।"

আমি বলিলাম, "মনে কর, আমি সুলতানের আদেশ-পালনে অসমর্থ হইলাম, এ অবস্থায় তুমি কি করিবে ? একদিন গুপ্তভাবে আমাকে আক্রমণ করিয়া কি আমার গলায় ছুরি দিবে ?"

গুপ্তচর দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "না, তাহার বোধ হয় আবশ্যক হইবে না, আল্লা করুন, আমাকে যেন এমন নির্দ্দয়ের কাজ কখনও করিতে না হয়। আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ; সুলতানের পত্র পাইয়া আজ আপনার বাসায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, কিন্তু পাছে অন্য কেহ আমাকে সেখানে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমি এই নির্জ্জন স্থানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, অন্যায় করি নাই। যাহা হউক, এখন আমি চলিলাম, আল্লা আপনার মঙ্গল করুন, এ অধীনকে আপনি স্মরণ রাখিবেন।"

মূর গুপ্তচর আমাকে সেলাম করিয়া অরণ্যান্তরালে অদৃশ্য হইল, আমিও আমার বাসার দিকে অশ্বচালন করিলাম। বাসায় ফিরিয়া শ্রান্ত-দেহে শয্যায় নিপতিত হইলাম বটে, কিন্তু আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না ; কি করিয়া সুলতানের কার্য্যোদ্ধার করিব, কি করিয়াই বা অলিভিয়াকে আবেরিয়ায় লইয়া যাইব, এই সকল চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিতে লাগিল। সুলতানের নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া

আসিয়াছি, যদি আমি কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব; যদি সেখানে আমাকে ফিরিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে কোনরূপেই আমার প্রাণরক্ষা হইবে না, সুলতানের আদেশে তাঁহার অনুচরেরা অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া আমার প্রাণ বধ করিবে; যদি আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, আবেরিয়া-রাজ্যে না যাই, তাহা হইলেও আমার পরিত্রাণ নাই। সুলতানের অনেক গুপ্তচর প্রতিনিয়ত আমার গতিবিধির সন্ধানে ফিরিতেছে; ক্রুদ্ধ সুলতানের আদেশমাত্র তাহারা গোপনে আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে; দেশান্তরে পলায়ন করিয়াও যে আত্মরক্ষা করিতে পারিব, তাহারও বিশেষ সম্ভাবনা দেখিলাম না, আমি যেখানেই যাই, সেইখানেই ইহারা ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিবে। স্বীকার করি, আত্মহত্যা করিয়া এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করা কঠিন নহে, কিন্তু জীবন বড় মধুময়, সাধ করিয়া আত্মঘাতী হইতে কাহার ইচ্ছা হয়? যদি কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে কেন আত্মহত্যা করিব? আমি গভীর দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

এখন আমি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ডিউকের গৃহে বেড়াইতে যাই; এই পরিবারের সকলের সহিত আমার যথেষ্ট আত্মীয়তা হইল, ডিউক আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। একদিন ডিউক কথা-প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রি ষ্ট্রীটে তুমি আর কয় দিন থাকিবে?"

আমি বলিলাম, "এই বাড়ীর মালিক শীঘ্রই তাঁহার বাড়ীতে আসিবেন বলিয়া নোটিস দিয়াছেন, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও আর

অধিক দিন এ বাড়ীতে থাকিবার সুবিধা হইবে না, বোধ হয়, চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এ বাসা ছাড়িয়া দিতে হইবে।”

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার পর কি করিবে মনে করিয়াছ ?”

আমি বলিলাম,“এখন পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই, হয় ত কিছু দিনের জন্য বিদেশেও যাইতে পারি, কোন একটা কাজ লইয়া থাকিতেই হইবে ; আমি এক স্থানে চুপ-চাপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।”

ডিউক বলিলেন, “অলিভিয়া তোমাকে বলিয়াছে কি না জানি না, আমরা নায়েঞ্জা নামক জাহাজে আগামী শুক্রবার ভূমধ্য-সাগরে সমুদ্র-যাত্রায় বাহির হইব ; যদি তোমার বিশেষ কোন কাজ না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে আমরা পরম সুখী হইব। বিদেশযাত্রাকালে দুই একজন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকিলে সময়টা বেশ আনন্দে কাটে, আমরা জাহাজে জিব্রাল্টর পর্য্যন্ত যাইব, সেখানে আমার একটি বন্ধু সেনাপতির কার্য্য করেন, কয়েক দিন তাঁহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া আমরা সরেণ্টো পর্য্যন্ত যাইব, সেখান হইতে নীলনদে জলভ্রমণ করিবার ইচ্ছা আছে, সম্ভবতঃ আমরা কায়রো পর্য্যন্ত যাইতে পারি।”

ডিউক সপরিবারে জিব্রাল্টর পর্য্যন্ত যাইবেন, এ কথা শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, তাহা ভয়ে কি আনন্দে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ; আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল ; মনে হইল, আমি যে কার্য্যের ভার লইয়াছি,হয় ত আমা দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে। কারণ, জিব্রাল্টর হইতে আবেরিয়া অধিক পথ নহে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া অলিভিয়াকে কোন কৌশলে সুলতানের গুপ্তচরের

হাতে সমর্পণ করাও বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে ; কিন্তু প্রাণভয়ে যদি আমাকে এই অপকার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে আমি কখনই আপ-নাকে ক্ষমা করিতে পারিব না, যত দিন আমি জীবিত থাকিব, নিদারুণ আত্মগ্লানিতে অহর্নিশি দগ্ধ হইব।

আমাকে নীরব দেখিয়া ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভাবিতেছ কি ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না ?"

আমি বলিলাম, "আমার মত নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে বিদেশযাত্রার এমন সুবিধা কখনও ত্যাগ করিতে পারে না, তবে একটা কথা আছে, আমি আপনাদের ভারস্বরূপ হইব কি না, তাহাই ভাবিতেছি।"

ডিউক বলিলেন, "তোমার সে কথা ভাবিবার আবশ্যক নাই, তুমি আমাদের সঙ্গী হইলে আমরা সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করিব ; এখানে তোমার যে সকল কাজকর্ম্ম আছে, তাহা শুক্রবারের মধ্যে শেষ করিয়া লইতে পারিবে ত ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহা নিশ্চয় পারিব ; দেশে দেশে ভ্রমণ করাই যাহার পেশা, সে দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই দেশান্তরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

ডিউক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার যাওয়াই স্থির ; চল, আমার স্ত্রীকন্যাকে এই সুসংবাদ দিয়া আসি, তাঁহারা অন্য ঘরে আছেন।"

ডিউকের সঙ্গে আমি কক্ষান্তরে চলিলাম, আমার পা টলিতে লাগিল, অন্তর্যামী জানেন, অলিভিয়ার সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প অন্তরে পোষণ করিয়া সহাস্য-মুখে তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আমার মনে কি দারুণ অনুশোচনার উদয় হইল।

বৃদ্ধ ডিউক তাঁহার কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিবসন

আমাদের সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রায় সম্মত হইয়াছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিলে বেশ আমোদে দিন কাটিবে। কি বল অলিভিয়া?"

অলিভিয়া প্রফুল্ল-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, সহাস্যে বলিলেন, "উনি আমাদের সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া খুব সুখী হইলাম, উনি বোধ হয়, বহুবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন।"

আমি ব'ললাম, "হাঁ, সমুদ্রই আমার ঘর-বাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আপনার সমুদ্রভ্রমণের অভ্যাস আছে ত?"

অলিভিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি সমুদ্রে কোন অসুবিধা বোধ করি না। তবে আমার মা অতি অল্পেই সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হইয়া পড়েন, প্রথম কয়েক দিন তিনি কেবিন হইতে বাহিরে আসিতে পারেন না।"

ডিউক-পত্নী কন্যার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "অলিভিয়া, সত্যই বলিয়াছ, জাহাজ একটু দুলিলেই আমি সমুদ্র পীড়ায় অস্থির হই, এক সপ্তাহ কাল আমি শয্যা ত্যাগ করিতে পারি না।"

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি ডিউক-পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, বাতাস প্রবল, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। আমি কিয়ৎকাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু বৃষ্টি থামিল না, আরও বেগে বৃষ্টি আসিল, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, এমন ভয়ানক অন্ধকার যে, এক হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘন ঘন বিজলী ছুটিতে লাগিল, সেই চঞ্চল আলোক রজনীর ভীষণতা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল, কড় কড় বজ্রনাদে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল।

ডিউক বারান্দায় আসিয়া আমাকে বলিলেন, "এমন ভয়ানক রাত্রে কি করিয়া বাসায় যাইবে, আজ রাত্রির মত এখানেই থাক।"

আমি বলিলাম, "আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমি মেঘ দেখিয়া ওয়াটারপ্রুফ কোট সঙ্গে আনিয়াছি, ভিজিবার বড় আশঙ্কা নাই, যদি ঘোড়াটা পথ দেখিয়া গাড়ী লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বাসায় যাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।"

আমাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া ডিউক তাঁহার গৃহে সে রাত্রি বাস করিবার জন্য আমাকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। আমি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেই টম্‌-টমে উঠিলাম; ম্যাকিন্‌-টোসে আমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল, তাহার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে কড়-কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, অদূরে বজ্রাঘাত হইলে যেরূপ মেঘ-গর্জ্জন হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ; সেই শব্দে ভয় পাইয়া আমার ঘোড়া চম্‌কাইয়া উঠিল, তাহার পর তীরবেগে বিপথে ছুটিল; যদি আমি তাহাকে সংযত করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে টম্‌টম্ হইতে পড়িয়া সাংঘাতিক আহত হইতাম, সন্দেহ নাই। পথে প্রায় একহাত জল জমিয়াছিল, সেই জলের উপর দিয়া সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া কোনরূপে বাসায় গিয়া উঠিলাম। আমার সহিস ডিক্‌সন্ বলিল, "আজ আপনি খুব বাঁচিয়া গিয়াছেন, ঘোড়াটাকে যদি আর একটু থামাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে গাড়ী-সমেত সাঁকোর নীচে গিয়া পড়িতেন, গাড়ীখান ত যাইতই, আমাদেরও হাড় গুঁড়া হইত।"

আমি গাড়ী হইতে নামিলে ডিক্‌সন্ ঘোড়া ও গাড়ী আস্তাবলে লইয়া গেল, আমি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম, কত চিন্তাই যে আমার মনে উদয় হইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই, চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গে আমার হৃদয় আন্দোলিত ও

আলোড়িত হইতে লাগিল ; একবার মনে হইল, সকালে ডিউককে লিখিয়া পাঠাইব, আমি তাঁহার সহিত সমুদ্র-যাত্রা করিতে পারিব না, আমাকে অন্য কার্য্যে স্থানান্তরে যাইতে হইবে ; আবার ভাবিলাম, যখন কথা দিয়াছি, তখন কিরূপে তাহা প্রত্যাহার করিব ? আমার ব্যবহারে তাঁহারা কি মনে করিবেন ? বাহিরে যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, ঝটিকা, মেঘ ও অন্ধকার, আমার অন্তরেও সেইরূপ ভয়ানক দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল, অন্ধকার ভিন্ন কোন দিকেই একবিন্দু আলোক দেখিতে পাইলাম না ; রাত্রি-প্রভাতে হয় ত পুনর্ব্বার প্রকৃতির মুখে হাসি দেখা যাইবে, আকাশ নির্ম্মল হইবে, মেঘ ও ঝটিকার চিহ্নমাত্র থাকিবে না, কিন্তু আমার অন্তরাকাশ এই জীবনে কোন দিন মেঘ-নির্ম্মুক্ত হইবে কি না, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন তাহা কে বলিবে ?

এই ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে আমার নিদ্রা-কর্ষণ হইল, চেয়ারে বসিয়াই আমি তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইলাম এবং সেই অবস্থায় একটি অতি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলাম ; আমার বোধ হইল, যেন আমি আবেরিয়ায় স্থলতানের প্রাসাদে নীত হইয়াছি এবং স্থলতান সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি ; আমার উভয় হাত পশ্চাদ্ভাগে শৃঙ্খলাবদ্ধ, দুই জন সশস্ত্র প্রহরী আমার দুই পাশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং আমার সম্মুখে স্থলতান তাহার গদীতে উপবেশন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য করিতেছেন, সেই হাস্য সহৃদয়তা-বর্জ্জিত, ক্রূরতা-মাখা। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, স্থন্দরী অলিভিয়া নতজানু-ভাবে উপবেশন করিয়া যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে স্থলতানের নিকট আমার ও তাঁহার নিজের জন্য করুণা-ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার উভয় চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া প্রস্ফুটিত শতদলতুল্য স্থন্দর গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে ; দুঃখে, ক্ষোভে ও অপমানে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ-

প্রায়, তিনি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছেন না, বাষ্পবেগে ঘন ঘন কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছে। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া আমার মন ক্রোধে ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইল, যদি আমার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে শৃঙ্খলা-বদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আমি এক লম্ফে সুলতানের উপর নিপতিত হইয়া আমার হস্তের শৃঙ্খলের আঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিতাম ; কিন্তু আমার সে শক্তি ছিল না, আমি অসহায়-ভাবে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলাম, "মা বসুন্ধরা তুমি বিদীর্ণ হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি।"

অলিভিয়ার অনুনয়-বিনয়, কাতরতা ও অশ্রু সমস্তই বৃথা হইল, সুলতান তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন ; তখন অলিভিয়া কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরাল হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া নিজের বক্ষঃস্থলে তাহা সমূলে প্রোথিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণহীন দেহ আমার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল।

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, তৎক্ষণাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম, ইহা সত্য নহে, স্বপ্নমাত্র ; সেই ভীষণ স্বপ্নদর্শনে ঘর্ম্মধারায় আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে, আমি উঠিয়া ব্যাকুলভাবে কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

— —

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিদেশে।

পরদিন হইতে আমাদের সমুদ্র-যাত্রার আয়োজন হইল, আমি গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম, যে সকল সামগ্রী সঙ্গে লইবার আবশ্যক, তাহা প্যাক-বন্দী করিলাম; অবশেষে যথাসময়ে লেস্‌বির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

লেস্‌বি আমার বহুদিনের বন্ধু, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আমার মনে বড় কষ্ট হইল; তিনি বলিলেন, "ভাই, তোমার বড়ই সৌভাগ্য, তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া আমার মনে হিংসা হইতেছে, যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইতাম; বোধ হয়, এমন লোক কেহ নাই, যাহার এমন সুযোগ ছাড়িতে ইচ্ছা হয়; সুন্দরী অলিভিয়ার সহিত এক জাহাজে দীর্ঘকাল বাস করা পরম ভাগ্যের কথা, তুমি যে কিরূপ ভাগ্যবান্, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছ না।"

আমি তাঁহার এ কথার কোন উত্তর দিলাম না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিলাম। যদি লেস্‌বি আমার মনের কথা জানিতেন, আমি দিবা-নিশি কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, যদি তাহা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই এ কথা লইয়া আমার সহিত পরিহাস করিতেন না; কিন্তু আমার মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে।

শনিবার অপরাহ্ণে আমি নায়েগ্রা জাহাজের আরোহী হইলাম;

ডিউক আমার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে জাহাজে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে তখন আসিতে পারেন নাই, কতকগুলি কার্য্য শেষ করিয়া পরে আমাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, আমি অল্পদিনের মধ্যেই ডিউকের যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম; তিনি যে কিরূপ অপাত্রে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনা করিবারও শক্তি ছিল না; যিনি আমাকে এরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহার সহিত কিরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিব, এ কথা চিন্তা করিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম।

ডিউক জাহাজে আরোহণ করিলে, তাঁহার সহিত দুই একটি কথা-বার্ত্তার পর আমি আমার কেবিনে প্রবেশ করিয়া জিনিস-পত্রগুলি যথাস্থানে গোছাইয়া রাখিলাম; আমার জন্য যে কেবিনটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যেমন সুপ্রশস্ত, সেইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

যথাসময়ে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল, আমি লেডী অলিভিয়ার সঙ্গে রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া ইংলণ্ডের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। জাহাজ ছাড়িলে প্লাইমাউথের বন্দর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল; আমি নিশ্চল পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া অলিভিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্‌, আজ আপনাকে এত গম্ভীর ও অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন?"

আমি বলিলাম, "দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে আসিয়াছিলাম, এই অল্পদিন-মধ্যেই স্বদেশ ত্যাগ করিতে একটু কষ্ট হইতেছে, আবার কত দিন পরে মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিব, যে ভাবে দেশত্যাগ করিতেছি, ঠিক সেই ভাবেই ফিরিতে পারিব কি না, তাহা কে বলিতে পারে? ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সে অন্ধকার ভেদ করিয়া কিছুই দেখিবার উপায় নাই।"

অলিভিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "আপনি বড় স্বদেশভক্ত, তথাপি বিদেশেই চিরজীবন বাস করিতে ভালবাসেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, সত্যই আমার জীবনের অধিকাংশ কাল দেশ-বিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে কাটিয়া গেল; বেদের দল যেমন একস্থানে অধিক দিন থাকিতে পারে না, আমার অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ, একস্থানে আমি একমাস স্থির হইয়া থাকিতে পারি না; অন্য কোথাও যাইতে না পাইলে অস্থির হইয়া উঠি। ভবঘুরেদের স্বভাবই এইরূপ; আপনি যদি কিছু দিন দেশে দেশে ভ্রমণ করেন, তাহা হইলে দশদিন আপনি একস্থানে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহা এক রকম রোগ বলিলেও চলে।"

অলিভিয়া আমাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রোগের কি কোন ঔষধ নাই?"

আমি বলিলাম, "না, এ রোগ জীবনের সঙ্গী, না মরিলে ইহার হাত ছাড়াইবার উপায় নাই।"

অলিভিয়া বলিলেন, "আশা করি, জাহাজের উপর আপনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিবেন না; অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যই সকল রোগের গোড়া। যদি আপনি প্রফুল্লভাবে আমাদের সঙ্গে মেশামেশি না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার উপর রাগ করিব।"

এই জাহাজে অন্যান্য আরোহীরও অভাব ছিল না, কিন্তু আমরা একটু তফাৎ তফাৎ থাকিতাম, আমাদের আহারের টেবিলও স্বতন্ত্র। যখন অলিভিয়া তাঁহার সুদৃশ্য মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া খানার টেবিলে আসিয়া বসিতেন, তখন জাহাজের আরোহিগণের দৃষ্টি তাঁহার সুন্দর মুখে আবদ্ধ হইত, কেহই সহজে

দৃষ্টি ফিরাইতে পারিত না। কোনও সুন্দরী যুবতীর মুখের দিকে এই ভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা অত্যন্ত অশিষ্টতা ও রূঢ়তাব্যঞ্জক; কিন্তু অলিভিয়া প্রসন্নমনে আরোহিগণের এই রূঢ়তা মার্জ্জনা করিতেন, ইহাতে তিনি একদিনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। যে সকল সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতী ইউরোপের রাজপরিবারবর্গের সহিত সর্ব্বদা অকুণ্ঠিতভাবে মিশিয়া থাকেন, জনসাধারণের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিপাতে তাঁহারা বিচলিত হন না, অস্বচ্ছন্দতাও বোধ করেন না।

প্লাইমাউথের নিস্তরঙ্গ জলরাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজ ক্রমে উপসাগরে পড়িল; তখন জাহাজ তরঙ্গাঘাতে ভয়ঙ্কর দুলিতে আরম্ভ করিল; ডিউক-পত্নী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

লেডী অলিভিয়া বলিলেন, "মা এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়া গিয়াছে, তিনি বিছানা হইতে মাথা তুলিতে পারিতেছেন না; সমুদ্র-পীড়ায় স্যাম্পেন উপকারী বলিয়া আমি তাঁহাকে খানিকটা স্যাম্পেন খাওয়াইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র উপকার পাইলেন না; ডাক্তার বলিতেছিলেন, ব্রোমাইডে উপকার হইতে পারে, কিন্তু স্যাম্পেনের উপর ব্রোমাইড পড়িলে ফল পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।"

ডিউক ডেকের উপর আমার কাছেই বসিয়াছিলেন, তিনি অলিভিয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি। তবে আমি যে তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না।"

যে কয়েকদিন জাহাজ অত্যন্ত দুলিয়াছিল, সে কয়দিন জাহাজের

অধিকাংশ আরোহীই সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মহা মন্ত্রণায় সময় কাটাইতে লাগিল। আমি দীর্ঘকাল সমুদ্রে বাস করিয়াছি,—আমার মাথার উপর দিয়া অনেক ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে, সমুদ্র-পীড়া আমার নিকট ঘেসিতে পারিত না।

সমুদ্র-যাত্রার তৃতীয় দিনে ডিউক ধূমপানের কামরায় বসিয়া লুই-ষট্ খেলিতেছিলেন, লেডী অলিভিয়া তাঁহার মাতার কেবিনে বসিয়া মাতাকে একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন, আমি জাহাজের নবপরিচিত কর্ম্মচারীর নিকটে বসিয়া তাহার গল্প শুনিতেছিলাম; কথায় কথায় সেই কর্ম্মচারীটি আমাকে বলিলেন, "আপনি বোধ হয়, অনেক জাহাজ দেখিয়াছেন, কিন্তু আমাদের এই জাহাজ সম্পূর্ণ নূতন, ইহার কলগুলিতে একটু বিশেষত্ব আছে, আপনি ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে জাহাজের সকল অংশ ভাল করিয়া দেখিতে পারেন।"

আমার হাতে তখন বিশেষ কোন কাজ ছিল না, কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া জাহাজের বিভিন্ন অংশগুলি দেখিবার জন্য আমার মনে একটু কৌতূহলের সঞ্চার হইল; আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার সঙ্গে ঘূরিয়া ঘূরিয়া জাহাজের বিভিন্ন অংশ দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর তৃতীয় শ্রেণীর আরোহারা যেখানে থাকে, ঘূরিতে ঘূরিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম; সেই স্থানে আসিয়া হঠাৎ আমার মাথা ঘূরিয়া উঠিল, যেন আর আমার চলিবার শক্তি রহিল না। আমি সভয়ে দেখিলাম, যে দুইজন মূর গুপ্তচর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার বাসায় গিয়াছিল, তাহারা উভয়েই এক প্রান্তে শয়ন করিয়া আছে; তাহাদের একজন তখন নিদ্রা যাইতেছিল, যে লোকটি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল, সে জাগিয়া-

ছিল ; আমাকে দেখিবামাত্র সে যে আমাকে চিনিতে পারিল, তাহা তাহার ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, আমাকে না চিনিবারও কোন কারণ ছিল না। আমি যে নায়েগ্রা জাহাজে বিদেশ-যাত্রা করিয়াছি, এ কথা তাহারা কিরূপে জানিল? এ কথা লইয়া আমরা কোন আন্দোলন করি নাই এবং সম্ভবতঃ ডিউকও দুই একজন বন্ধু ভিন্ন অন্যের নিকট এ কথা প্রকাশ করেন নাই। আমার নিজের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা ছিল না এবং লেডী অলিভিয়া যদি এ জাহাজে না থাকিতেন, তাহা হইলে সেই মূরদ্বয়কে দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইতাম না। বুঝিলাম, তাহারা আমাদেরই অনুসরণ করিয়াছে ; ইহার শেষ ফল কি হইবে, কে বলিতে পারে?

মূরদ্বয় সেই জাহাজেও আমাদের অনুসরণ করিয়াছে দেখিয়া আমি বড় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম ; দিবা-রাত্রি সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা ঘুরিতেছে, ইহা জানিতে পারিলে বোধ হয়, কোন ব্যক্তিই সুস্থচিত্তে কালযাপন করিতে পারেন না। অনেক চিন্তার পর আমি স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হউক, এই মূর দুইটার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

জাহাজ যখন লিস্‌বন নগরের সমীপবর্ত্তী হইল, সেই সময় সমুদ্র প্রশান্ত হওয়ায় জাহাজের আন্দোলন থামিয়া গেল ; সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া এ কয়দিন যাঁহারা শয্যাগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। জাহাজ যতই ভূমধ্য-সাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, শীতের প্রাচুর্য্য ততই মন্দীভূত হইল ; বেশ গরম পড়িতেছে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম ; শীতের জড়তা দূর হইলে জাহাজের আরোহিগণের মধ্যে নানাপ্রকার খেলা আরম্ভ হইল। অলিভিয়াও মধ্যে মধ্যে সেই সকল ক্রীড়ায় যোগদান

করিতেন ; যদিও তিনি মহাসম্ভ্রান্ত ডিউকের কন্যা, তথাপি তিনি সময়ে সময়ে জাহাজের সাধারণ আরোহিগণের সহিত মিশিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না, মনুষ্য-প্রকৃতির যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, পদমর্য্যাদা বা বংশমর্য্যাদার অনুরোধে তাহা ত্যাগ করা বড় কঠিন। সেই জাহাজে আরও কয়েকজন যুবতী দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কেহই অলিভিয়ার ন্যায় সুন্দরী নহেন ; জাহাজের সকল আরোহীই অলিভিয়ার রূপের পক্ষপাতী হওয়ায় সেই সকল যুবতীর গাত্রদাহ বড় অল্প হয় নাই।

আমরা ক্রমেই জিব্রাল্টরের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, কিন্তু সুলতানের নিকট যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলাম, তখন পর্য্যন্ত তাহা পূর্ণ করিবার কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না। মূর গুপ্তচরদ্বয় কোন দিন কোন প্রকারে আমাদের শান্তিভঙ্গ করে নাই, তবে অনেক সময়ই তাহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিত, সেই দৃষ্টি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টির ন্যায় ; তাহাদের সেই দৃষ্টিতে আমি সময়ে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

যথাসময়ে জাহাজ জিব্রাল্টর বন্দরে নঙ্গর করিল ; জিব্রাল্টরের ইংরাজ সেনাপতি ডিউকের বন্ধু। তিনি ডিউক ও তাঁহার পরিবারবর্গের অভ্যর্থনার নিমিত্ত তাঁহার নিজের একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমারে আমাদের জাহাজে আসিলেন, ডিউক সেনাপতি মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, ডিউক যে কয়েক দিন জিব্রাল্টরে বন্ধুর গৃহে অবস্থান করিবেন, সে কয়দিন আমি কোন হোটেলে আশ্রয় লইব। বন্ধুর বন্ধু-গৃহে অতিথিরূপে বাস করা আমার তেমন সঙ্গত মনে হইল না, কিন্তু অতিথিপরায়ণ সেনাপতি মহাশয় আমার এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহার গৃহে আতিথ্য-গ্রহ-

পের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; অগত্যা আমাকে তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল।

সেনাপতি সহাস্যে অলিভিয়াকে বলিলেন, "অলিভিয়া, তুমি স্মরণ রাখিও, জিব্রাল্টরে আমার ক্ষমতা অপ্রতিহত ; স্ত্রী ভিন্ন এখানে কেহই আমার ক্ষমতা অস্বীকার করে না ; এখন চল, আমরা বাসায় যাই।" তাহার পর তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্‌, আমার পরিচারককে আপনার লগেজগুলি দেখাইয়া দিন, সে ডিউকের লগেজের সঙ্গে সেগুলি আমার বাড়ী লইয়া যাইবে।"

সেনাপতি পরিচারকের হস্তে আমার লগেজগুলির ভার সমর্পণ করিলে, আমরা সদলবলে সেনাপতির সহিত চলিলাম।

সেনাপতির ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানিতে উঠিয়া জাহাজের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলাম, স্থলতানের মূর গুপ্তচরদ্বয় একখানি বোটে চড়িয়া তীরে নামিতেছে ; তাহারা কি উদ্দেশ্যে জিব্রাল্টরে নামিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহাদিগকে জিব্রাল্টরে অবতরণ করিতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল ; তাহাদের অভিসন্ধি যে ভাল নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

ষ্টীমার হইতে তীরে অবতরণ করিয়া সরকারী গাড়ীতে আমরা গবর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে যাত্রা করিলাম। জিব্রাল্টর আমার নিকট অপরিচিত স্থান নহে ; এখানে আমি কয়েকবার আসিয়াছি এবং এখানকার অনেকের সহিত আমার বন্ধুত্বও আছে, এবার আমি প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের অতিথি, এ কথা শ্রবণ করিলে তাঁহারা কি মনে করিবেন, বুঝিতে পারিলাম না।

অলিভিয়া স্বীয় রূপ-জ্যোতিতে নায়েঞ্জা জাহাজের পুরুষ আরোহি-

গণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ; প্রধান সেনাপতির বাসভবনে আসিয়াও দেখিলাম, তাঁহার এডিকং ও সেক্রেটারীর দল অলিভিয়ার মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। জিব্রাণ্টরে আসিয়া আমরা সকলে দল বাঁধিয়া স্থানীয় দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখিতে লাগিলাম। একদিন গবর্ণমেণ্টের প্রাসাদে বল-নাচ হইল, সেনা-নিবাসেও একদিন আমরা নিমন্ত্রণ পাইলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর আমরা গবর্ণমেণ্ট হাউসের সন্নিহিত উপবনে উপবেশন পূর্ব্বক বায়ু-সেবন করিতেছিলাম, অলিভিয়া ফুলরাণী-বেশে আমার অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। সে দিন বড় গরম, অলিভিয়া একখানি পাখা লইয়া তাহা ধীরে ধীরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমাকে বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্‌, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি সরলভাবে তাহার উত্তর দিবেন ত ?"

আমি বলিলাম, "ইহাতে আর আপত্তি কি ? আপনার জিজ্ঞাস্য কি, বলুন।"

অলিভিয়া বলিলেন, "আপনি আমার উপর রাগ করিয়াছেন কেন, বলুন।"

আমি তাঁহার প্রশ্নে বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া, আমি আপনার উপর রাগ করিয়াছি, এরূপ অসম্ভব কথা কেন আপনার মনে হইল, বরং এক এক সময় আমারই মনে হয়, আপনি হয় ত কোন কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

অলিভিয়া বলিলেন, "আপনার ইহা সম্পূর্ণ ভুল, আপনার উপর অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমরা উভয়েই উভয়কে ভুল বুঝিয়াছি। আমাদের ভ্রম দূর হইয়াছে ; আসুন, আমরা সন্ধি-স্থাপন করি।"

আমার কথায় অলিভিয়া মৃদু হাসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন, আমি তাঁহার সহিত করকম্পন করিলাম। সে দিনও প্রাসাদে বল-নাচের আয়োজন ছিল; দুই একটি কথার পর আমরা বল-রুমে প্রবেশ করিলাম।

পরদিন একখানি যুদ্ধ-জাহাজে আমরা আহারাদি শেষ করিয়া সেই সেনাপতির ক্ষুদ্র ষ্টীমারে তীরে অবতরণ করিলাম; সেই দিন রাত্রে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে ডিনারের আয়োজন হইয়াছিল।

আমার ন্যায় ভ্রমণপ্রিয় ব্যক্তি দিবারাত্রি যে লাট-প্রাসাদে অবস্থান করিবে, ইহা সম্ভব নহে; পরদিন প্রভাতে আমি লাটপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পুরাতন বন্ধুগণের সন্ধানে চলিলাম।

ধনজন-পূর্ণ বহু সুরম্য অট্টালিকা-সুশোভিত প্রধান রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে এই ক্ষুদ্র নগরের মনোহারিণী শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, পূর্ব্বে এখানে আমার যে সকল বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহাদের কথা একে একে আমার মনে পড়িতে লাগিল; আমার সেই সকল পুরাতন বন্ধু এখন কোথায়? আমার পরম বন্ধু জ্যাক স্নিকার্ডস্ আফগান-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ডিক্ মানিল বাণিজ্য উপলক্ষে দূর-দেশে গিয়াছেন, হ্যারি ডরণফিল্ড কুইন্সলাণ্ডে মেষের ব্যবসায় করিতেছেন এবং টম্ গুর্ণে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটি ধনাঢ্যের কন্যা বিবাহ করিয়া পরম সুখে গৃহস্থালী করিতেছেন।—সংসারের নিয়মই এইরূপ; নানাজাতীয় পক্ষী রাত্রিকালে এক বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রভাতে তাহারা নানা দিগ্দেশে উড়িয়া যায়। মানুষও এ বিষয়ে অনেকটা পাখীর মত।

আমি আমার একটি বন্ধুর কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইব, এমন সময় মনে হইল, যেন কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে। কেন এইরূপ মনে

হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ফিরিয়া চাহিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কেবল দেখিলাম, একটি অল্পবয়স্ক মূর-বালক উভয় হস্তে একটি কমলা-লেবু ধরিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতেছে। আমি আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া দেখিতে পাইলাম, সেই বালকটি আমার অনুসরণ করিতেছে। আমি তৎপ্রতি লক্ষ্যপাত না করিয়া বন্ধুর আফিসে প্রবেশ করিলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র বন্ধু চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন, আমার এই বন্ধুটির নাম মিঃ ম্যাক্সওয়েল।

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, গিব্সন্, তুমি এখানে! আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি এখন ইংলণ্ডে আছ, জঙ্গলে জঙ্গলে মনের আনন্দে শীকার করিয়া বেড়াইতেছ আর বন্ধুগণের সহিত খানা খাইতেছ।"

আমি ম্যাক্সওয়েলের করকম্পন করিয়া বলিলাম, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে, এই ভাবে আমার দিন কাটিতেছিল বটে, কিন্তু জীবনটা অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া উঠায় কয়েকটি বন্ধুর সহিত কয়েক দিন হইল, ভূমধ্য-সাগরে বেড়াইতে আসিয়াছি ; তাঁহাদের সঙ্গে শীঘ্রই দেশভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা আছে।"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "তাহা হইলে এত দিনেও তোমার সেই পুরাতন দেশভ্রমণের রোগ সারে নাই। তুমি শেষবার যখন এখান হইতে যাও, সেই সময় আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলে, আর কখনও এ অঞ্চলে ফিরিবে না। মানুষের কাজ কথায়—সকল সময় ঠিক থাকে না। যাহা হউক, তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম ; কিন্তু এখানে আসিয়া কোথায় উঠিয়াছ ? আমাদের মায়া কাটাইয়াছ না কি ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ম্যাক্সওয়েল, তুমি আমাকে গালি দিতেছ কেন? তোমাদের দয়া-মায়া কখনও কাটাইতে পারিব না, তবে দায়ে পড়িয়া এবার আমাকে লাট-সাহেবের অতিথি হইতে হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের প্রাসাদে ডচেস্ ও ডিউক প্রভৃতি আভিজাত-গণের সহিত বাস করিতেছি।"

ম্যাক্সওয়েল হাসিয়া বলিলেন, "বড় লোকের দলে যে খুব মেশা-মিশি করিতেছ ; বোধ হয়, কোন মৎলব আছে। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছ না কি?"

আমি বন্ধুর এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "দেখ ম্যাক্সওয়েল, তোমার নিকট আমার একটি অনুরোধ আছে, তুমি তাহা রক্ষা করিবে কি?"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "আমার সাধ্য হইলে অবশ্যই তাহারা রক্ষা করিব, কি করিতে হইবে, বল।"

আমি বলিলাম, "মুসা হোসেন ও তাহার ভাই ইব্রাহিমকে তোমার মনে আছে কি?"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "এমন এক জোড়া রাস্কেল পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ, তাহাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, তাহাদের কাছে কি তোমার দরকার আছে?"

আমি বলিলাম, "তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি সুলতানের কোপে পড়িয়াছিলাম ; সুলতান আমাকে তাঁহার কারা-গারে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার কবল হইতে আমার মুক্তিলাভের কোন আশা ছিল না, অনেক কষ্টে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাকে তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিতে হই-য়াছে, তাঁহার জন্য আমাকে একটি বড় কঠিন কাজ করিতে হইবে,

কাজটি কেবল কঠিন নহে, দুষ্কর্ম্মও বটে ; প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমাকে অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইয়াছে।"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "তুমি স্বদেশে ফিরিয়া দুই হাতে টাকা উড়াইতেছিলে, তাহা শুনিয়াছি, সেই টাকা যে কোথা হইতে আসিত, তাহা এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি ; আমার কথায় রাগ করিও না, তোমার মনের কি কথা, খুলিয়া বল।"

আমি বলিলাম, "সুলতানের নিকট আমি যে অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, তদনুসারে কাজ করি কি না, দেখিবার জন্য সুলতান দুই জন গুপ্তচরকে আমার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন ; তাহারা ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে ; বহু চেষ্টাতেও আমি তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতেছি না।"

ম্যাক্সওয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কি এখানে পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণ করিয়াছে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমরা যে জাহাজে আসিয়াছি, সেই জাহাজেই তাহারাও জিব্রাল্টর আসিয়াছে ; তাহাদের অভিপ্রায় কি, অনুমান করিতে পারিতেছি না।"

ম্যাক্সওয়েল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখ গিব্-সন্, তুমি সুলতানের নিকট কিরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছ, তাহা আমার জানিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ, কাজটি দুষ্কর্ম্ম, আমার বোধ হয়, তুমি এখন পর্য্যন্ত সেই কার্য্য-সাধনে সমর্থ হও নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার অনুমান যথার্থ, আমি এখন পর্য্যন্ত কৃত-কার্য্য হইতে পারি নাই ; আমার জীবনে এমন এক সময় ছিল, যখন কোন কার্য্যেই আমি কুণ্ঠা বোধ করিতাম না, এখনও যে আমি

হইলে অন্যায় কার্য্যে কুণ্ঠিত হই, এরূপ নহে, কিন্তু আমি যে কার্য্যের কথা বলিতেছি, তাহা সাধন করা আমার সাধ্যাতীত, এরূপ অপকর্ম্মে আমার হস্তক্ষেপণের ইচ্ছা নাই।"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, বল।"

আমি বলিলাম, "মানালাকি জিব্রাণ্টরে আছে কি না, জানিতে চাই, যদি সে এখানে থাকে, তাহা হইলে কোথায় তাহার সাক্ষাৎ পাইব, বল।"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "সপ্তাহ পূর্ব্বে সে এখানেই ছিল, কিন্তু আজকাল এখানে আছে কি না, বলিতে পারি না, তাহাকে তোমার কি আবশ্যক ?"

আমি বলিলাম, "আমি সুলতানের নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি, যদি আমি তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে আবেরিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব ; এই জন্য মানালাকির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করিতে চাই।"

ম্যাক্সওয়েল সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি এ কি সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ ! সুলতানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে কোনরূপেই তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না, এ ভাবে তুমি আত্মহত্যা করিও না।"

আমি বলিলাম, "তুমি যাহাই বল, আমাকে অঙ্গীকার পালন করিতেই হইবে ; সুলতানকে আমি দেখাইব, ইংরাজ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য কি ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে ; কিন্তু আবেরিয়ায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি মূর গুপ্তচর দুটাকে একটু শিক্ষা দিয়া যাইব, সেই জন্যই মানালাকির খোঁজ করিতেছি।"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহাতে কৃতকার্য্য

হইতে পারিবে কি না সন্দেহ, এই মূরগুলা পাঁকাল মাছের মত পিচ্ছিল, মুটোর ভিতর হইতে বাহির হইয়া পলায়, তাহারা শৃগালের মত ধূর্ত্ত।"

আমি বলিলাম, "তাহা হউক, তুমি মানালাকির সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।"

ম্যাক্সওয়েল আমার আবেরিয়ায় প্রত্যাগমনের সঙ্কল্পে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার আপত্তিতে কর্ণপাত করিলাম না, আমার সুনাম-রক্ষার জন্য এই কায্য করিতেই হইবে, অন্য উপায় নাই।

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "যদি তুমি নিতান্তই মানালাকির সঙ্গে দেখা করিতে চাও, তাহা হইলে আমি তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেছি; তুমি আজ আমার বাসায় যাইবে না? অনেক দিন আমরা একত্রে আহার করি নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার এই প্রস্তাবটি অতি লোভনীয় বটে, কিন্তু আমার থাকিবার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে সকলে আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবেন।"

ম্যাক্সওয়েল হাসিয়া বলিলেন, "সেও এক কথা বটে, তুমি যে আজকাল বড় গাছে বাসা বাঁধিয়াছ।"

আর অধিক কথা হইল না, বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া আমি স্থানীয় বাজারের ভিতর দিয়া লাট-প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম; বন্ধুর আফিস হইতে বাহির হইতেই দেখিলাম, সেই মূর-বালকটি পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, তখনও সে কমলা-লেবু খাইতেছে, তাহাকে তখনও সেখানে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এতটুকু ছেলে কাহার শিক্ষায় আমার অনুসরণ করিয়াছে? সে যে আমার অনুসরণেই

এতদূর আসিয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কারণ, দেখিলাম, আমি চলিতে আরম্ভ করিলে সেও লেবু খাইতে খাইতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আমি তখন তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য কিছু দূরে গিয়া তাড়াতাড়ি একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম; অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, সেই বালকটিও ছুটিয়া আসিতেছে, আমি আর বিলম্ব না করিয়া বিভিন্ন গলির ভিতর দিয়া লাট-ভবনে প্রত্যাগমন করিলাম।

লাট সাহেব তখন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন; ডিউক ও ডিউক-পত্নী বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; অলিভিয়াকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম, অলিভিয়া দুই একটি জিনিস কিনিবার জন্য লাট সাহেবের একজন এডিকং ও একজন প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে বাজারে গিয়াছেন। বেলা একটা বাজিলে লাট সাহেব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অলিভিয়া বা তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের সাক্ষাৎ নাই।

ডিউক বলিলেন, "অলিভিয়া বাজারে গিয়া করিতেছে কি? সে সমস্ত বাজারটাই কিনিয়া আনিবে না কি? টিফিনের সময় হইয়া আসিল, এখনও তাহার দেখা নাই, এত বিলম্ব করিতেছে কেন?"

লাট সাহেব বলিলেন, "অলিভিয়া যাহা ইচ্ছা কিনিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত ঠকিয়া আসিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এখানকার দোকানদারগুলা ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চক।"

যথাসময়ে আমরা টিফিনে বসিলাম, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অলিভিয়ার কোন সংবাদ নাই; আমি বড়ই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিলাম, আমার মনে নানা প্রকার দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, অবশেষে যখন বেলা প্রায় দুইটা বাজে, সেই সময় লাট সাহেবের যে এডিকংটি

অলিভিয়াকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়াছিলেন, তিনি একখানি গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নাম মিঃ ওয়াকৃলি। ওয়াকৃলির মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

লাট সাহেব উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওয়াকৃলি, অলিভিয়াকে কোথায় রাখিয়া আসিলে ?"

ওয়াকৃলি ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।"

লাট সাহেব অধীরভাবে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "খুঁজিয়া পাইলে না, এ কি কথা বলিতেছ ? তুমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়াছ, ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছ, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। তোমরা কি তাঁহার সঙ্গে ছিলে না ? ব্যাপার কি, খুলিয়া বল।"

ওয়াকৃলি বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমার কোন অপরাধ নাই, লেডী অলিভিয়া বিভিন্ন দোকানে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি দোকানে প্রবেশ করিলেন, সে দোকানটিতে কেবল মহিলারাই জিনিসপত্র ক্রয় করেন, এ জন্য আমরা সেই দোকানের ভিতর প্রবেশ না করিয়া দোকানের বাহিরে মেডী সাহেবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ; সেই দোকানে তাঁহার জিনিসপত্র পছন্দ করিতে কিছু বিলম্ব হইল বুঝিয়া আমরা অদূরবর্ত্তী একটি চুরুটের দোকানে এক বাণ্ডিল চুরুট কিনিতে গিয়াছিলাম, সেখানে আমাদের পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হয় নাই ; চুরুট লইয়া আমরা মেডী সাহেবার প্রতীক্ষায় প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি দোকান হইতে বাহির হইলেন না ; তখন ব্যাপার কি, জানিবার জন্য আমি সেই দোকানে প্রবেশ করিলাম ; দোকানদারের মুখে শুনিতে পাইলাম, মেডী সাহেবা অনেকক্ষণ

চলিয়া গিয়াছেন! তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বলিল, তাহা সে বলিতে পারে না। মিঃ মার্সার ও আমি বাজারেরর সমস্ত দোকান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মিঃ মার্সার এখনও বাজারে তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন; মেডী সাহেবা যদি অন্য কোন পথে এখানে ফিরিয়া থাকেন, ভাবিয়া আমি বাজার হইতে সোজা এখানে আসিতেছি।"

লাট সাহেব বলিলেন, "ডিউক, বড়ই চিন্তার কথা দেখিতেছি, আমার বিশ হাজার টাকা হারাইলেও আমি এত চিন্তিত হইতাম না, ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডিউক বলিলেন, "আপনার অপরাধ কি? চিন্তা করিলেও কোন ফল নাই; মেয়েটার মাথায় কখন্ কোন্ খেয়াল চাপে, বলা কঠিন; কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে একাকী সে কোথায় যাইবে?"

লাট সাহেব বলিলেন, "আমি স্বয়ং একবার তদন্ত করিয়া আসি।"

ডিউক বলিলেন, "আমিও আপনার সঙ্গে যাইব, মেয়েটার জন্য বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে।"

এতক্ষণ পরে আমি কথা কহিলাম; বলিলাম, "জিব্রাল্টরের সকল পথ-ঘাটই আমার সুপরিচিত, অনুমতি হইলে আমিও আপনার সঙ্গে যাইতে পারি; অনুসন্ধান-কার্য্যে আমি বোধ হয় আপনাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারিব।"

লাট সাহেব বলিলেন, "উত্তম কথা, আপনিও চলুন।"

একখানা গাড়ীতে লাট সাহেব, ডিউক, আমি ও সেই হতবুদ্ধি এডিকং চারিজনে বাজারের দিকে যাত্রা করিলাম। আমার বিশ্বাস হইল, দুর্ব্বৃত্ত সুলতানের আদেশে কেহ অলিভিয়াকে খুন করিয়াছে।

মূলী হাসান ও তাহার ভ্রাতা এব্রাহিম হাসানের উপর সর্ব্বপ্রথমে আমার সন্দেহ হইল, কারণ, তাহাদের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই ছিল না, তাহা জানিতাম; আমি বুঝিলাম, আজ সকালে আমার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য সেই মূর-বালকটিকে তাহারা আমার অনুসরণে পাঠাইয়াছিল। যদি আমি সকালে লাট-ভবন হইতে বাহিরে না যাইতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এমন দুর্ঘটনা ঘটিত না। যাহা হউক, আমার মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না; আমার সন্দেহের কথা জানিতে পারিলে আমার সঙ্গীত্রয় নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত হইয়া উঠিবেন। আমার এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলি, কিন্তু আমার সে সাহস হইল না, সকল কথা শুনিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন না, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ হইলেও তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করিবেন, এ ষড়্‌যন্ত্রে আমার যোগ আছে। তখন আমার অবস্থা কিরূপ হইত, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। আমি সঙ্কল্প করিলাম, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, অদৃষ্টে যাহাই থাক্, আমি অলিভিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিব, আবেরিয়ার সুলতানের কবল হইতে অলিভিয়াকে উদ্ধার করিতে গিয়া যদি আমার প্রাণ যায়, তাহা হইলে আমি অসঙ্কুচিত-চিত্তে হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন দিব, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করাই চাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান।

যে দোকান হইতে অলিভিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন, আমাদের গাড়ী সেই দোকানের দিকে ছুটিল; বাজারের অদূরে ওরিয়েণ্টাল হোটেল. এই হোটেলের নিকট উপস্থিত হইয়া লাট সাহেব কোচ্-ম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন, তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ মাসারকে অদূরে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

মিঃ মার্সার আমাদের গাড়ীর নিকটে আসিলে লাট সাহেব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি মিঃ মার্সার, কোন সন্ধান হইল কি?"

মার্সার বিমর্ষভাবে বলিলেন, "না, এখন পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই; আমি পুলিস সঙ্গে লইয়া বাজারের সকল দোকান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি। পূর্ব্বে যদি জানিতাম, পাঁচ মিনিটের জন্য একটু দূরে যাইলে এমন অনর্থ ঘটিবে, তাহা হইলে কখনই লেডী অলিভিয়াকে একাকী যাইতে দিতাম না।"

লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন; "অলিভিয়া যে দোকান হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, বদ্মাইসেরা তাঁহাকে সেই দোকানের কোন কুঠারীতে লুকাইয়া রাখে নাই ত? এই সকল লোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, কিঞ্চিৎ লাভের আশায় ইহারা সকল রকম দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে।"

বৃদ্ধ ডিউক হতাশভাবে বলিলেন, "এমন অনর্থ ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই, এখন মেয়েটিকে পাইলে বাঁচি।"

আমি বলিলাম, "আপনার কোন ভয় নাই, তিনি যেখানে থাকুন, আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব।"—কথাটা বলিলাম বটে, কিন্তু অলিভিয়াকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, ইহা সহজে বিশ্বাস হইল না।"

লাট সাহেব বলিলেন, "ওয়াকৃলি ও ওয়ার্সার, তোমরা অন্য-দিকে সন্ধান কর, আমরা আর একবার বাজারের মধ্যে খুঁজিয়া দেখি; পুলিস কি করিতেছে?"

মার্সার বলিলেন, "পথের ধারে যে সকল বাড়ী আছে, তাহাই খানাতল্লাসী করিতেছে।"

আমরা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বাজারের মধ্যে গাড়ী থামাইলাম এবং গাড়ী হইতে নামিয়া, অলিভিয়া যে দোকান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেই দোকানে চলিলাম।

লাট সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্‌, আপনি এ দেশীয় ভাষায় কথা কহিতে পারেন ত? আমি বা ডিউক, আমরা উভয়েই এ দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ।"

আমি বলিলাম, এ "দেশীয় ভাষায় আমি সুপণ্ডিত না হইলেও কাজ চালাইয়া লইতে পারিব।"

আমরা দোকানে প্রবেশ করিলাম। দোকানদারটি জাতিতে গ্রীক; দোকানদার লাট সাহেবকে চিনিত, সে তাঁহাকে দেখিয়া লম্বা সেলাম দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল; ইউরোপীয় হইলেও লোকটা ভয়ঙ্কর নোংরা, তাহার পরিধেয়-বস্ত্র যেমন ময়লা, শরীরটিও সেইরূপ অপরিষ্কার।

আমি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ সকালে যে ইংরাজ-মহিলাটি দুই জন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দোকানে জিনিস

কিনিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; তিনি কোথায়, বল।"

দোকানদার তাহার ময়লা হাত দুখানি উর্দ্ধে তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহার খবর কিছুই জানি না; তিনি আমার দোকানে আসিয়া যে জিনিস চাহিলেন, তাহা আমার দোকানে নাই; এ কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার দোকান হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন, তাহা দেখি নাই।"

আমার মনে হইল, দোকানদার মিথ্যাকথা বলিতেছে, সে যে কিছুই জানে না; ইহা আমার নিকট সম্ভব মনে হইল না। কারণ, অলিভিয়া যদি তাহার দোকান হইতে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গীদ্বয় নিশ্চয় তাঁহাকে দেখিতে পাইত। যাহা হউক, দোকানদার আমার প্রশ্নের যে উত্তর দিল, তাহা লাট সাহেবকে বলিলাম। লাট সাহেব বলিলেন, "উহাকে বলুন, অলিভিয়া কোথায় আছেন, তাহা যদি সে অবিলম্বে আমাদিগকে না জানায়, তাহা হইলে উহাকে এমন কঠিন শাস্তি দিব যে, জিব্রাল্টরে এমন শাস্তি আর কেহ কখনও পায় নাই।"

আমি লাট সাহেবের কথা দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া দোকানদারকে শুনাইলাম। আমার কথা শুনিয়া দোকানদার ভয়ে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই লাট সাহেব, আমি নির্দ্দোষী, মেম সাহেব কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না, আমাকে শাস্তি দিয়া কোন ফল নাই। আমি গরিব বটে, কিন্তু বদ্‌লোক নহি, মিথ্যাবাদীও নহি।"

লাট সাহেব আমাকে বলিলেন, "উহাকে বলুন, আমরা উহার বাড়ী খানাতল্লাসী করিব।"

আমার কথা শুনিয়া দোকানদার বলিল, "খানাতল্লাসী করিতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু আমার বাড়ীতে তাঁহাকে পাইবেন না অকারণে অন্যায় করিয়া এই গরিবের বাড়ী খানাতল্লাসী করিলে লোকে আপনাদেরই নিন্দা করিবে ; আমার ন্যায় নিরপরাধের প্রতি উৎপীড়ন করিয়া কি ফল লাভ করিবেন ?"

দোকানদারের কথা শুনিয়া লাট সাহেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে গোস্তাকি! আমি আজ উহাকে রীতিমত শিক্ষা দিব ; আমার বিশ্বাস, এই রাস্কেলই কাহারও সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া অলিভিয়াকে তাহার বাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আপনারা ইহাকে কোথাও যাইতে দিবেন না, আমি একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া উহার বাড়ী-ঘর খানাতল্লাসী করিতেছি।"

আমি দোকানদারকে লাট সাহেবের অভিপ্রায় জানাইলাম ; সে তাহা শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল না, তেমন ভয়ও পাইল না। লাট সাহেবের আদেশানুসারে আমরা তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলাম ; লাট সাহেব দোকান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া দোকানে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল, নীচে দোকান, দ্বিতলে তাহার বাসগৃহ, আমরা সেই বাড়ীর বিভিন্ন কক্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম ; যে সকল কুঠারীর দ্বার তালাবদ্ধ ছিল, তালা খুলিয়া সেই সকল কুঠারীর ভিতরেও প্রবেশ করা গেল, কিন্তু কোথাও অলিভিয়ার সন্ধান পাওয়া গেল না ; অগত্যা আমরা হতাশ হইয়া দোকান-ঘরে

ফিরিয়া আসিলাম। এখন দোকানদার লাট সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিল, "এতক্ষণ পরে বোধ হয়, হুজুরের বিশ্বাস হইয়াছে, আমি মিথ্যাকথা বলি নাই; মেম সাহেবকে আমি আমার বাড়ীর মধ্যে কি জন্য গুম করিয়া রাখিব? ইংরাজরাজ্যে বাস করিতেছি, আমার কি প্রাণের ভয় নাই? সামান্য দোকান করিয়া খাইতেছি, এ সকল ফাঁসাদে আমার কি আবশ্যক?"

দোকানদারের কথাগুলি ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া লাট সাহেবকে শুনাইলাম।

লাট সাহেব আমাকে বলিলেন, "উহাকে বলুন, অলিভিয়াকে যদিও উহার বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তথাপি আমার বিশ্বাস,—উহার সহায়তাতেই কেহ তাহাকে অন্য কোথাও গুম করিয়া রাখিয়াছে, বদ্‌মাস্ আমাদের নিকট সে সকল কথা প্রকাশ করিতেছে না।"

দোকানদার এই কথা শুনিয়া, ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "পরমেশ্বরের দিব্য, আমি কিছুই জানি না।"

ক্রোধে, ক্ষোভে লাট সাহেবের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "সহরের অন্য অন্য স্থানে অলিভিয়ার অনুসন্ধান করিতে হইবে; এজন্য যদি সমস্ত সহর লণ্ড-ভণ্ড হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না, অপরাধীদের ধরিতে পারিলে, আমি তাহাদের সর্ব্বনাশ করিব; রাস্কেলদের কি সাহস, কি স্পর্দ্ধা!"

আমরা দোকান পরিত্যাগ করিলাম; বৃদ্ধ ডিউকের অবস্থা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম; তাঁহার মুখ শুষ্ক, তাঁহার পদদ্বয় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, শত বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে যেমন হুমড়ি খাইয়া পড়ে, তাঁহার অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইল।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি লাট সাহেবের কানে কানে বলিলাম, "ডিউক মহাশয়কে আমাদের সঙ্গে না লইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেই বোধ হয়, ভাল হয়। উহাঁর মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, যদি আমরা আরও কিছু কাল অলিভিয়াকে খুঁজিয়া না পাই, তবে উনি পাগল হইয়া যাইবেন।"

আমার কথা শুনিয়া লাট সাহেব বলিলেন, "আপনি মন্দ কথা বলেন নাই, আমি উহাঁকে বাড়ীতেই পাঠাইতেছি।"—তাহার পর তিনি ডিউককে বলিলেন, "আপনার কন্যার সন্ধানে আমরা সকলেই চলিয়া আসিয়াছি, আপনার স্ত্রী বাড়ীতে এতক্ষণ হয় ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আপনাকে একখানি গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছি, আপনি বাড়ী গিয়া আপনার স্ত্রীকে শান্ত করুন; আর আপনিও হতাশ হইবেন না, যেরূপেই হউক, আমরা অলিভিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিব।"

লাট সাহেবের কথা শুনিয়া ডিউক হতাশভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে যে সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক, তাহা স্বীকার করিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী ডাকাইয়া ডিউককে লাট-ভবনে পাঠাইয়া দিলাম।

ডিউক প্রস্থান করিলে, লাট সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, এখন কর্ত্তব্য কি?"

আমি বলিলাম, "আপনি যখন আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আমার নিকট যাহা সঙ্গত মনে হইতেছে, বলি। আমরা দু'জনে একত্র না থাকিয়া বিভিন্ন দিকে যাওয়াই ভাল; আপনি থানায় গিয়া পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের সহিত পরামর্শ করুন, আমি ইতিমধ্যে

আমার পূর্ব্ব-পরিচিত একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি; সেই লোকটি এখানকার বদ্‌মাইসদের সকল খবর রাখে, সে আমাকে সৎ-পরামর্শ দিতে পারিবে, সে আমাকে যাহা যাহা বলিবে, তাহা আপনাকে জানাইব; তাহার পর কি কর্ত্তব্য, স্থির করা যাইবে।”

লাট সাহেব বলিলেন, “আপনার এ যুক্তি মন্দ নহে, আমি এখনই থানায় যাইতেছি; এই ব্যাপারে আমার এমন লজ্জা বোধ হইতেছে যে, সে কথা আর আপনাকে কি বলিব? মার্সার ও ওয়াকৃলি বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদের বিশেষ কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না; সত্য বটে, তাহারা কয়েক মিনিটের জন্য অলিভিয়াকে সঙ্গছাড়া করিয়াছিল, কিন্তু অন্য কেহ অলিভিয়ার সঙ্গে থাকিলেও ঠিক এইরূপই ঘটিত।”

আমি বলিলাম, “এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি এখন সেই লোকটির সহিত দেখা করিতে চলিলাম।”

লাট সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া আমি তাড়াতাড়ি ম্যাক্সওয়েলের আফিসে চলিলাম। সে দিন যে আমি পুনর্ব্বার সেখানে উপস্থিত হইব, ম্যাক্সওয়েলের সেরূপ ধারণা ছিল না, তিনি আমাকে পুনর্ব্বার তাঁহার আফিসে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ম্যাক্সওয়েল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাকে বলিলাম, “বড় একটা জরুরী কাজের জন্য আবার তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।”

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, “আমি মানালাকির সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; আমি আমার আফিসের একজন কেরাণীকে আবার তাহার সন্ধানে পাঠাইয়াছি।”

আমি বলিলাম, "আমি ঠিক সে জন্য এবার তোমার কাছে আসি নাই, একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন কি কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

অলিভিয়ার অন্তর্দ্ধানের কথা সবিস্তারে ম্যাক্সওয়েলের গোচর করিলাম; ম্যাক্সওয়েল মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমার সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে বলিলেন, "বড়ই দুঃসংবাদ, কাহাকেও কি তোমার সন্দেহ হয়?"

আমি বলিলাম, "এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই মুন্সী হাসান ও তাহার ভাই ইব্রাহিম হাসানের যোগ আছে, যদি তাহারা অলিভিয়াকে চুরি করিয়া না থাকে, তবে তাহাদের যোগসাজসে যে এই কার্য্য হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

আমার কথা শুনিয়া ম্যাক্সওয়েল কোন কথা বলিলেন না ও চিন্তাকুলভাবে সেই কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ গিব্‌সন্, ব্যাপারটা বড়ই রহস্যপূর্ণ, এ রহস্য ভেদ করা আমার সাধ্যাতীত, তবে আমি যতটুকু বুঝিতেছি, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি, এই কার্য্যে তোমার উপর পর্য্যন্ত দোষ আসিয়া পড়িতে পারে। হয় ত আমার অনুমান অভ্রান্ত নহে, কিন্তু আজ সকালে তুমি আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, সেই কথা স্মরণ করিয়াই আমি এরূপ অনুমান করিতেছি; তুমি আবেরিয়ার সুলতানের নিকট কিরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছ, তাহা আমার অবিদিত; সুলতানের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কি উদ্দেশ্যে তুমি স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলে, তাহাও আমার অজ্ঞাত;

তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, যদি তুমি এই যুবতীকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে অবিলম্বে সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে, বিলম্ব হইলে আর তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। যদি অলিভিয়া এই দুই নরপিশাচের কবলে নিপতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সহজে তাঁহার মুক্তি নাই, তোমার সুনাম বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর।"

ম্যাক্সওয়েলের কথা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, আমি টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, বুঝিলাম, আমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত।

আমি অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছি দেখিয়া ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "এখন তোমার এরূপ বিহ্বল হওয়া কর্ত্তব্য নহে, এখন সাহসই তোমার একমাত্র অবলম্বনীয়। এখন যদি মানালাকির সহিত একবার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে তাহাকে দিয়া অনেক কাজ পাওয়া যাইত।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দশ হাজার টাকা পুরস্কার।

আমাদের তখন যে বিপদ্ উপস্থিত, সেই বিপদে মানালাকি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কোন উপকার হইবে না, তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়; শুনিয়াছি, পুলিস চোর ধরিবার জন্য পয়সা দিয়া চোর পুষিয়া থাকে, কিন্তু এখন হঠাৎ মানালাকিকে কোথায় পাওয়া যায়? তাহার সন্ধানে দুইবার লোক প্রেরিত হইয়াছে, সে নগরে থাকিলে নিশ্চয়ই ম্যাক্সওয়েলের নিকটে আসিত।

আমি মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতেছি, এমন সময় আফিসের দরজা ঠেলিয়া একজন লোক আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র আমরা উভয়েই অস্ফুট হর্ষধ্বনি করিলাম। আগন্তুক মানালাকি।

মানালাকির জীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ, এমন অদ্ভুত মানবচরিত্র পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল, সুতরাং দুই চারি কথায় তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, আমি তাহার বিচিত্র জীবন সম্বন্ধে যে সকল কথা জানি, তাহা এখনও প্রকাশিত করিলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইবে, যদি সময় পাই, পরে সে কথার আলোচনা করিব, কিন্তু সকলে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

মানালাকির নাম শুনিয়াই বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, লোকটি জাতিতে গ্রীক; তাহার দেহ অসাধারণ দীর্ঘ, তাহার শরীরে

অসাধারণ সামর্থ্য ; তাহাকে রূপবান্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; সে বিড়ালের ন্যায় চঞ্চল, সিংহের ন্যায় সাহসী, শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত। তাহার প্রধান গুণ এই যে, সে বড় শরণাগতবৎসল। যদি, তুমি তাহার সাহায্য প্রার্থনা কর, তাহা হইলে সে প্রাণপণে তোমার কার্য্য উদ্ধার করিবে, যদি তাহার সহিত শত্রুতা-সাধন কর, তাহা হইলে সে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মেই তাহার কুণ্ঠা ছিল না, কিন্তু সে অকারণে কাহারও ক্ষতি করিত না। তাহার উপজীবিকা কি, তাহা কেহই জানিত না, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে তাহার গতিবিধি ছিল, কিন্তু কোন স্থানেই সে দশ দিন স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না, একবার ইটালী দেশে আমি তাহার কোন উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তদবধি সে আমার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিত। ভদ্রসমাজে তাহাকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু বিপদে পড়িলে অনেক সময়ই তাহার বন্ধুত্ব প্রার্থনীয় মনে হয়।

মানালাকি তাহার বাম হস্তখানি পা য়জামার পকেটে পূরিয়া দক্ষিণ হস্তে গোঁফে তা দিতে দিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের উভয়কেই সম্বোধন করিয়া ইংরাজীতে বলিল, "নমস্কার, জোসে আজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছিল, আপনারা আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, এ গরিবকে হঠাৎ কেন স্মরণ করিয়াছেন, জানিতে আসিয়াছি।"—কথা শেষ করিয়া সে একটি সিগারেট ধরাইয়া অত্যন্ত আরামের সহিত ধূমপান করিতে লাগিল।

আমরা কি জন্য তাহাকে আহ্বান করিয়াছি, তাহা ম্যাক্সওয়েল সংক্ষেপে তাহার গোচর করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এই বিপদে যদি কেহ আমাদের কোন উপকার করিতে পারে, তবে সে তুমি সকল কথা শুনিলে, এখন কি কর্ত্তব্য বল ?"

সিগারেটটি নিঃশেষিত করিয়া মানালাকি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ গিব্‌সন্‌, যে স্ত্রীলোকটিকে আপনারা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তিনি কি আপনাদের দেশের কোন বড় লোকের মেয়ে? তাঁর বাপের বোধ হয় ' কা?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাঁহার পিতা আমাদের দেশের একজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সেই যুবতী পরমা সুন্দরী।"

মানালাকি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, এবার সে একখান চেয়ার দখল করিয়া বসিল, তাহার পর গম্ভীর-স্বরে বলিল, "সেই যুবতী ভালিয়সির দোকানে কিছু জিনিসপত্র কিনিতে গিয়াছিলেন, আর তাঁহার সঙ্গী ভদ্রলোক দুজন তাঁহাকে একা রাখিয়া চুরুট কিনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যুবতী অদৃশ্য হইয়াছেন। ভালিয়সি যে রকম বদ্‌লোক, তাহাতে তাহার ষড়্‌যন্ত্রেই যে সেই যুবতী গুম হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমার একবিন্দুও সন্দেহ নাই। মিঃ গিব্‌সনের বিশ্বাস, এব্রাহিম ও তাহার ভ্রাতা এই ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত আছে। ইহা সত্য হইতেও পারে। আমি একবার এব্রাহিমকে ভাল করিয়া দেখিব; দুই বৎসর পূর্ব্বে একবার সে আলজিরিয়ায় আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল, সে কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে।"

আমি বলিলাম, "সে কথা সত্য, কিন্তু সেই যুবতীকে কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা যায়? যদি তুমি তাঁহাকে আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভের সম্ভাবনা আছে।"

মানালাকি বলিল, "মিঃ গিব্‌সন্‌, আপনি আমার বন্ধুলোক, যে মেয়েটিকে পাওয়া যাইতেছে না, শুনিলাম, তিনিও আপনার বন্ধুকন্যা,

আমি আপনার মত উপকারী বন্ধুর যদি কোন উপকার করিতে পারি, তাহা হইলেই ধন্য হইব, পুরস্কারলাভের জন্য আমি তেমন ব্যস্ত নহি; যদি আমি সেই যুবতীকে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে।"

আমি বলিলাম, "সেই যুবতী যে দোকান হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, আমরা সেই দোকান খানাতল্লাসী করিয়াছি, বাজারের কোন দোকানে খুঁজিতে বাকী রাখি নাই; কিন্তু তাঁহাকে কোথাও পাওয়া গেল না, যাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বলিয়াছে, তাঁহাকে দেখে নাই।"

মানালাকি বলিল, "দেখিয়া থাকিলেও সে কথা তাহারা স্বীকার করিবে না, এব্রাহিমকে সকলেই ভয় করে, কে তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিবে? এখন আপনাদের অনুমতি হইলে আমি একবার সন্ধানে বাহির হই, গুপ্ত অনুসন্ধান ভিন্ন কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই; আমি এই ব্যাপারে হাত দিয়াছি জানিতে পারিলে তাহারা সাবধান হইবে।"

মানালাকি চেয়ার হইতে উঠিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি ত একস্থানে থাকিব না, তুমি আমার সঙ্গে কখন্ দেখা করিতে যাইবে?"

মানালাকি বলিল, "সে কথা আপনাকে বলিতে পারিলাম না, দুই ঘণ্টার মধ্যেও ফিরিতে পারি, আবার হয় ত দশ ঘণ্টাও বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "যদি তুমি দুই ঘণ্টা পরে ফিরিতে পার, তাহা হইলে এইখানেই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে

আমি বাহিরের কাজ শেষ করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে এখানে ফিরিয়া আসিব।"

মানালাকি বলিল, "উত্তম কথা, আমি দুই ঘণ্টা পরে এইখানেই আসিব। আশা করি, সুসংবাদ আনিতে পারিব।"

মানালাকি আমাদের সহিত করকম্পন করিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সে অদৃশ্য হইলে ম্যাক্সওয়েল আমাকে বলিলেন, "মানালাকি যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে আর আশা নাই, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাও গোয়েন্দা-গিরিতে মানালাকির সমকক্ষ নহে, যতই কঠিন কাজ হউক, মানালাকি প্রাণপণে চেষ্টা করিলে সে কাজ অসম্পন্ন থাকে না, তবে অন্যের অপেক্ষা তাহাকে অধিক পারিশ্রমিক দিতে হয়।"

আমি বলিলাম, "সে বিবেচনা আমি করিব, উহাকে খুসী করিবার জন্য অর্থব্যয়ে কৃপণতা করা হইবে না, আমি এখন চলিলাম, কেবল মানালাকির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমিও একটু গোয়েন্দাগিরি করিয়া আসি, তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ হয় না।"

আমি উঠিয়া টুপী মাথায় দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম, যদি কোন নূতন খবর থাকে, তাহা জানিবার জন্য প্রথমেই লাট-ভবনে যাত্রা করিলাম।

লাট-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সকলেই হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন; ডিউক-পত্নী কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিতেছেন, ডিউকের মানসিক অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয়। আমি লাট সাহেবকে মানালাকির কথা বলিলাম এবং তাঁহাকে জানাইলাম,

"মানালাকির উপর নির্ভর করিয়াই আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না, আমি আর একবার খুঁজিতে বাহির হইব।"

লাট সাহেব বলিলেন, "আমরা আপনার প্রতীক্ষায় থাকিব, যদি কোন সুসংবাদ থাকে, শীঘ্র আমাকে জানাইবেন।"

লাট-ভবনে আর অধিককাল বিলম্ব না করিয়া আমি ভালিয়সির দোকানে চলিলাম, দেখিলাম, ভালিয়সি দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ; সে আমাকে দেখিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "মেম সাহেবের কোন সন্ধান হইল কি ?"

তাহার হাসি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল, আমি বলিলাম, "এখনও সন্ধান হয় নাই, আমি বুঝিতেছি, ইহার মধ্যে তুমিও আছ, এ কথা প্রমাণ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না, তখন তোমার কি দণ্ড হয়, জানিতে পারিবে।"

ভালিয়সি বলিল, "আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন, আমি কোন কথা জানিলে তৎক্ষণাৎ তাহা আপনাদের নিকট বলিতাম, সত্যকথা গোপন করিয়া আমার লাভ কি ? সত্যই আমি কিছু জানি না, তবে আমি গরিব, গরিবকেই উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়, তাই আপনারা আমার উপর উৎপীড়ন করিলেন, পৃথিবীর ইহাই নিয়ম।"

আমি তাহার সহিত আর অনর্থক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক দেখিলাম না, পুনর্ব্বার ম্যাক্সওয়েলের আফিসে চলিলাম, মানালাকির তখনও দেখা নাই।

ম্যাক্সওয়েল আমাকে বলিলেন, "তোমার এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না, এ সকল কাজে তাড়াতাড়ি করিলে কোন ফল পাওয়া যায় না, বরং তাহাতে অনিষ্টই হয় ; মানালাকি ফিরিয়া আসিলে কিছু না কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিতেছ বটে, কিন্তু আমার মনের ভাব বুঝিলে এরূপ উপদেশ দিতে না, আমি কোনমতে স্থির থাকিতে পারিতেছি না।"

ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, "ব্যস্ত হইয়া ফল কি? মানালাকি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি বসিয়া বসিয়া চুরুট খাও, বিলাতী মেলে আমাকে দুই তিনখানি পত্র পাঠাইতে হইবে, ডাকের সময় হইয়া আসিয়াছে, আমি পত্র কয়খানি লিখিয়া ফেলি।"

ম্যাক্সওয়েল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমি চুরুট খাইতে লাগিলাম, আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি মানালাকি আসিল না, আমারও উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না, আমি আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত অস্থির-চিত্তে বারান্দায় ঘুরিতে লাগিলাম; আরও আধ ঘণ্টা পরে মানালাকি ধীরে মন্থরগতিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মানলাকি, কিছু নূতন খবর আছে কি?"

মানালাকি বলিল, "নূতন খবর না লইয়াই কি ফিরিয়াছি? আপনি যা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। এ এব্রাহিমেরই কাজ; আমি তাহাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাহাদের কথা বলিতেছ?"

মানালাকি বলিল, "এব্রাহিম হোসেন বা হাসান ও মূলী হোসেন বা হাসান এই দুই বদ্‌মাইসের কথা বলিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অলিভিয়া কি তাহাদের কাছে আছেন?"

মানালাকি বলিল, "সে সন্ধান এখনও পাই নাই, সম্ভবতঃ তাহারা তাঁহাকে সরাইয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কথা তুমি কিরূপে জানিলে ?"

মানালাকি বলিল, "আমি কোন্ কথা কিরূপে জানিতে পারি, তাহা আপনাদের বলিয়া কি হইবে ? তবে আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখুন, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি কোন কথা বলি না, আমার যে সকল ধার্ম্মিক বন্ধু আছে, তাহাদের নিকট অনেক খবর পাই, আমি একাকী যাহা করিতে না পারি, তাহাদের সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করি ।"

আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "মানালাকি, তুমি ত সকল কথাই জানিতে পারিয়াছ। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, বল দেখি ?"

মানালাকি বলিল, "সে দুই বদ্‌মাইসকে সর্ব্বপ্রথমে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক, আজ রাত্রে আপনি আমার সঙ্গে একটি আড্ডায় যাইবেন, সেখানে গিয়া আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাত্রে কোথায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কত রাত্রে ?"

মানালাকি বলিল, "রাত্রি আটটার সময় ওরিয়েণ্টাল হোটেলের সম্মুখে আপনি উপস্থিত থাকিবেন, সেখান হইতে আপনাকে লইয়া আমি এব্রাহিম হোসেন ও তাহার ভাইয়ের সন্ধানে যাইব। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই সুন্দরীরও খোঁজ লইব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ষড়্‌যন্ত্রে ভালিয়সির কি যোগ আছে ? তোমার কি মনে হয় ?"

মানালাকি বলিল, "তাহা পরে জানিতে পারা যাইবে ; ভালি-য়সি যদি এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল নাই, আমিও তাহাকে এ কথা বলিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ইতিমধ্যে মূলী হোসেন ও এব্রাহিম সরিয়া না পড়ে।"

মানালাকি বলিল, “সে কথা আমি ভাবিয়াছি, তাহাদের পশ্চাতে গোয়েন্দা লাগাইয়া আসিয়াছি।”

আমি বলিলাম, “মানালাকি, আমার মনে যে কিরূপ দুশ্চিন্তা হইয়াছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না; যতক্ষণ কাজ আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেছি না।”

মানালাকি বলিল, “আপনারা এত অধীর হইলে চলিবে না, অতি সাবধানে সকল দিক্ ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে, যদি কোন বিষয়ে ভুল করি, তাহা হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইবে। আপনি রাত্রি ঠিক আটটায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভুলিবেন না।”

মানালাকি বিদায় লইলে আমি লাট-ভবনে প্রত্যাগমন করিলাম; সেখানে বন্ধুগণ ব্যাকুলভাবে আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

লাট সাহেব বলিলেন, “কোন সুসংবাদ আছে কি? কি করিয়া আসিলেন, অবিলম্বে সকল কথা বলুন, আমরা আর উদ্বেগ সহ্য করিতে পারিতেছি না।”

আমি বিষণ্নভাবে বলিলাম, “এখনও বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; তবে অলিভিয়াকে চুরি করিয়াছে বলিয়া যাহাদের উপর সন্দেহ হইয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে গুপ্তচর লাগাইয়াছি; তাহারা যে বাড়ীতে বাস করে, আজ রাত্রে সে স্থানে গিয়া খানাতল্লাসী করিব স্থির করিয়াছি।”

ডিউক বলিলেন, “গিব্‌সন্, তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট করিতেছ, পরমেশ্বর তোমার এই সাধু-কার্য্যে সহায় হউন, তিনি আমাদের মৃতদেহে জীবন দান করুন।”

লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “অলিভিয়াকে চুরি করিবার

উদ্দেশ্য কি, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছ ? চোরেরা কি অর্থলোভে এই কার্য্য করিয়াছে ?”

আমি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না, আমি যে সকল কথা জানি, তাহা লাট সাহেবের নিকট প্রকাশ করা অসম্ভব, লজ্জায় আমি অধোমুখে বসিয়া রহিলাম।

ডিউক আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, “আমার মনে হইতেছে, কিছু টাকা আদায়ের ফন্দীতে বর্ব্বরেরা আমার মেয়েটিকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; অলিভিয়াকে পাইলে তাহাদিগকে আমার কি অদেয় আছে ?”

আমি বলিলাম, “আজ রাত্রে যে ব্যক্তি আমার সহিত অনুসন্ধানে যাইবে, সে যদি অলিভিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিব বলিয়াছি; আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়াই পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়াছি আশা করি, আপনি এ জন্য আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না।”

ডিউক বলিলেন, “আপনি খুব ভাল কাজ করিয়াছেন, আপনি তাহাকে বলিবেন, অলিভিয়াকে উদ্ধার করিতে পারিলে আমি তাহাকে আট হাজার টাকা পুরস্কার দিব।”

লাট সাহেব বলিলেন, “আমি আর দুই হাজার টাকা দিব; এই দশ হাজার টাকা পুরস্কার বোধ হয় নিতান্ত অল্প হইবে না।”

আমি বলিলাম, “এই পুরস্কারই যথেষ্ট, এমন কি, ইহার অর্দ্ধেকেও তাহাকে খুসী করিতে পারিতাম।”

ডিউক বলিলেন, “না, না, তাহাকে অসন্তুষ্ট করিও না, মিঃ গিবসন, তুমি আমার জন্য যাহা করিতেছ, আমি জীবনে এ ঋণ শোধ করিতে পারিব না।”

আমি বলিলাম, "আপনি ও কথা বলিবেন না, আপনি আমাকে যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তাহার প্রতিদানে আপনার যৎসামান্য উপকা-রের চেষ্টা করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা সাতটা বাজিয়া গেল, আমি বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া লাট সাহেব আমাকে আহার করিয়া যাই-বার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমি কিছু খাইয়া লইলাম এবং পকেটে একটি পিস্তল লইয়া পৌনে আটটার সময় লাট-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পূর্ণ, আসন্ন ঝটিকার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু এই দুর্য্যোগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমি কম্পিত-বক্ষে ওরিয়েন্টাল হোটেলের দিকে অগ্রসর হইলাম! হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, মানালাকি আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

মানালাকি আমাকে বলিল, "আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন, এখন কাজে যাওয়া যাউক, সঙ্গে কোন হাতিয়ার আনিয়াছেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে কর, এমন নোংরা কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমি হাতিয়ার ছাড়িয়া আসিব? আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।"

মানালাকি বলিল, "পিস্তল আনিয়া ভালই করিয়াছেন, কুস্থানে যাইতে হইবে, বিপদে পড়া আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং হাতিয়ার সঙ্গে থাকা আবশ্যক।"

আমি বলিলাম, "মানালাকি, তুমি যদি ডিউক-কন্যার উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে পুরস্কার পাইবে, এ কথা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, কিন্তু তুমি কত পুরস্কার পাইবে, তাহা বলি নাই; আমি

স্থির করিয়া আসিয়াছি, কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে তোমাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

দশ হাজার টাকা পুরস্কারের কথা শুনিয়া মানালাকির চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এত টাকা বোধ হয়, সে জীবনে একত্র দেখে নাই; কিন্তু সে উৎসাহ দমন করিয়া আমাকে বলিল, "মিঃ গিব্‌সন্‌, আপনি পুরস্কারের লোভ না দেখাইলেও আমি প্রাণপণে এই কার্য্য করিতাম; আপনি আমার বন্ধু, বন্ধুর জন্য আমি সকলই করিতে পারি।"

আমি মানালাকির সঙ্গে সেই অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ের ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, অন্ধকারে পথ দেখা যায় না, অল্প বৃষ্টি হওয়ায় পর্ব্বত-গাত্র অত্যন্ত পিচ্ছিল, প্রতিপদে পদস্খলন হইতে লাগিল, অবশেষে অতি কষ্টে পর্ব্বতের দুরারোহ অংশে উঠিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম; লেডী অলিভিয়ার ন্যায় মহাসম্ভ্রান্ত ইংরজ-দুহিতা এইরূপ কদর্য্যস্থানে অবরুদ্ধ আছেন, ভাবিতেও আমার মনে কষ্ট হইল।

মানালাকি বলিল, "কোন প্রকার শব্দ না করিয়া অতিধীরে গুঁড়ি মারিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে; এই বদ্‌মাইসেরা অতিধূর্ত্ত, যদি তাহারা বুঝিতে পারে, আমরা তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা হইলে তাহাদের ধরিবার আশা থাকিবে না।"

ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা একটি অনতি-বৃহৎ গৃহের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম, মানালাকি আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "ইহাই সেই বাড়ী, এইখানেই হোসেনদের দেখা পাইব, তাহার পর তাহাদেরই এক দিন কি আমারই এক দিন।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শূন্যপিঞ্জর

মানালাকি আমাকে পাহাড়ের উপর যে গৃহটির সম্মুখে লইয়া গেল, সেই গৃহটি পাহাড়ের উচ্চতম অংশে সংস্থাপিত, সুতরাং তাহার প্রান্ত-বর্ত্তী পথের 'চড়াই' অত্যন্ত উচ্চ; এমন নোংরা, জীর্ণ, ক্ষুদ্র, দুর্গন্ধময় গৃহে অলিভিয়ার ন্যায় চির-সুখী কোটি-পতির দুহিতা বন্দিনীর ন্যায় কালযাপন করিতেছেন ভাবিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

অতি কষ্টে মন সংযত করিয়া আমি মানালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করিবে? আমরা যে অলিভিয়াকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে আমরা গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই কোন গুপ্তপথ দিয়া উহারা পলায়ন করিবে।"

মানালাকি বলিল, "কোথায় পলাইবে? চারিদিকে আমার লোক আছে; ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিব; আপনি পিস্তল লইয়া দরজায় পাহারা দিবেন।"

এখন মানালাকির পরামর্শানুসারেই আমাকে চলিতে হইবে, কিন্তু তাহার পরামর্শটি আমার তেমন মনে ধরিল না; আমরা নিশ্চয়ই গৃহদ্বার খোলা পাইব না; দরজা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যদি তাহারা গুপ্তদ্বারপথে অলিভিয়াকে লইয়া সরিয়া পড়ে, তাহা হইলে এই অন্ধকারের মধ্যে তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ হইবে না; এতদ্ভিন্ন আরও একটা ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা ছিল, এই

হোসেন ভ্রাতৃদ্বয় যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাচরণে অকুণ্ঠিত-চিত্ত, তাহাতে পলায়নকালে যদি তাহারা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অলিভিয়াকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আক্ষেপের সীমা থাকিবে না, এত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, সকলই বৃথা হইবে। সত্য বটে, এই ব্যাপারে আমরা জিব্রাণ্টরের সুদক্ষ পুলিস-কর্ম্মচারিগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাদের সাহায্য-গ্রহণে আমার ইচ্ছা ছিল না, কারণ আমি বুঝিয়াছিলাম, এ কথা সাধারণের কর্ণগোচর হইলে, কুৎসাকারীরা আনন্দ উপভোগের জন্য অলিভিয়ার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কলঙ্কের রটনা করিবে; তাহা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে; সুতরাং আমরা যথাসম্ভব গুপ্তভাবে অলিভিয়ায়ার উদ্ধারসাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।

আমরা সম্মুখের দরজা দিয়া গৃহ-প্রবেশের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলাম, কারণ, সম্মুখের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ; তখন আমরা উভয়ে গৃহপ্রান্তবর্ত্তী একটি গলি দিয়া গৃহের পশ্চাতে উপস্থিত হইলাম; এই গৃহের পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটি ক্ষুদ্র বাতায়ন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু গৃহের সেই অংশে কোন গুপ্তদ্বার ছিল না, অগত্যা মানালাকি একটি জানালা ভাঙ্গিবার জন্য তাহার পকেট হইতে লোহার হাতুড়ী ও দুই একটি ছুতারের অস্ত্র বাহির করিল। এই বাতায়নগুলি স্থূল লৌহ-গরাদে দ্বারা আবদ্ধ। মানালাকি অল্প চেষ্টাতেই একটি জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এই কার্য্যে সে আমার সাহায্য গ্রহণ করিল না; আমি ঘরের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার কাজ দেখিতে লাগিলাম। এমন ক্ষিপ্রহস্তে সে জানালাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল যে, আমার মনে হইল, এ বিদ্যায় পেষাদার চোর-ডাকাতকেও মানালাকির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

জানালাটি ভগ্ন হইলে মোনালাকি আমাকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল; মেঘ কাটিয়া গিয়া তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল; সেই চন্দ্রকিরণে ধূসর পার্ব্বত্য-প্রকৃতি বড় কবিত্ব-পূর্ণ বোধ হইতেছিল, অদূরে চন্দ্রকিরণ-চুম্বিত ভূমধ্য-সাগরের উর্ম্মি-চঞ্চল বিপুল সাললরাশি তরল রজত-প্লাবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, মুক্ত নৈশ সমীরণ সমুদ্র-বক্ষের উপর দিয়া হু হু শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, কোন দিকে জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই, কেবল আমরা এই দুই জন মনুষ্য অভিশপ্ত জীবন বহন করিয়া নিশাকালে শান্তিহীন প্রেতের ন্যায় এই গিরিপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছি! কিন্তু তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা অবসর ছিল না, মানালাকির ইঙ্গিতমাত্র আমি তাহার সহিত সেই ভগ্ন বাতায়নপথে গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলাম। এমন দুঃসাহসের কাজ জীবনে আর কখনও করিয়াছি কি না সন্দেহ, আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল; আমি আমার পকেটের পিস্তল দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলাম।

আমরা যে গৃহে প্রবেশ করিলাম, সেরূপ দুর্গন্ধ-দূষিত অপরিচ্ছন্ন গৃহ জীবনে দেখি নাই। আমার মনে হইল, ইহার তুলনায় সুলতানের কারাগার স্বর্গতুল্য। এই গৃহটির ব্যবহারারম্ভের পর হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার ভিতর সম্মার্জ্জনীর আবির্ভাব হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই গৃহটি কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত, কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দিক্ হইতে মনুষ্য-কণ্ঠের শব্দ পাইলাম না; সেই গৃহে কেহ আছে, এরূপ মনে হইল না। আমার সন্দেহ হইল, অতি-বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া মানালাকি ঠকিয়াছে; সে বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমেই এখানে আসিয়াছে, অনর্থক এতখানি পরিশ্রম করিলাম ভাবিয়া মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল।

আমি মানালাকির কানে কানে বলিলাম, “ব্যাপার কি মানালাকি? এ বাড়ীতে ত কেহ নাই! অথচ তুমি বলিতেছিলে, এই বাড়ীর পাহারায় লোক নিযুক্ত করিয়াছ; তোমার লোকেরা খালি বাড়ীতে পাহারা দিয়াছে না কি?—তাহাদের খুব বাহাদুরী যা হোক!”

মানালাকি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “এই বাড়ীতে হোসেনেরা আছে জানিয়াই ত আমি পাহারায় লোক রাখিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিতেছি, আমার সাবধানতায় কোন ফল হয় নাই; যাহাদের হাতে এ কাজের ভার দিয়াছিলাম, তাহারা নেমকহারাম না কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার হাতে হতভাগাদের পরিত্রাণ নাই; আমি যে কি বস্তু, তাহা তাহারা টের পাইবে।”

সেই খালি ঘরে অনর্থক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করা নিষ্ফল বুঝিয়া গৃহকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম; আমার মন ভয়ঙ্কর দমিয়া গেল; মনে বড় আশা ছিল, অলিভিয়াকে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পিতা-মাতার হস্তে সমর্পণ করিব, কিন্তু দেখিলাম, সে আশা সুদূরপরাহত। অলিভিয়া এখন কোথায়, কি কষ্টে সময়ক্ষেপ করিতেছেন, তাহা কিরূপে অনুমান করিব? সেই রাত্রিকালে, শত্রু-হস্তে তিনি না জানি কতই যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, মানালাকির সহিত বাক্যব্যয়েও আমার প্রবৃত্তি হইল না।

আমাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া মানালাকি আমাকে বলিল, “আপনি এত হতাশ হইতেছেন কেন? এরূপ কঠিন কর্ম্ম এক মুহূর্ত্তের চেষ্টায় সফল হয় না; আপনি আমার উপর নির্ভর করুন, আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করি, তাহা অসম্পূর্ণ রাখা আমার অভ্যাস নহে; আমার

এই দুখানি হাত দেখিতেছেন, ইহা হস্ত নহে, বজ্র ; এই হাতে আমি কত লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়াছি, কত ভীষণ-প্রকৃতি গুণ্ডার বুকে ছুরি মারিয়াছি, কত তরবারির আঘাত ব্যর্থ করিয়াছি, সহস্র বিপদেও কোন দিন নিরাশ হই নাই, তবে যদি আপনি মনে করিয়া থাকেন, আমি আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, তাহা হইলে সহস্র-বার বলিব, আপনি এত দিনেও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমি আর সকল রকম দুষ্কর্ম্ম করিতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা আমার অসাধ্য ; কাপুরুষেরাই বিশ্বাসঘাতক হইয়া থাকে, আপনি জানেন, আমি কাপুরুষ নহি, আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, সেই ঋণ যদি পরিশোধ করিতে না পারি, আমার জীবন বৃথা।"

আমি বলিলাম, "মানালাকি, তোমার ক্ষমতা কত, তাহা আমি জানি, জানি বলিয়াই তোমার সঙ্গে অসঙ্কোচে রাত্রিকালে এই দুর্গম শত্রুপুরীতে আসিয়াছি; তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস না থাকিলে এই গুরুতর কার্য্যের ভার তোমার হস্তে কখনই প্রদান করিতাম না। আমি জানি, তোমার চেষ্টা বৃথা হইবে না, তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে না ; কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি, পিঞ্জর শূন্য পড়িয়া আছে, পাখী উড়িয়া পলাইয়াছে। এরূপ কেন হইল, তোমার এত সতর্কতা কি কারণে নিষ্ফল হইল, বুঝিতে না পারিয়া তোমার উপর আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমার সে সন্দেহ দূর হইয়াছে, এখন কি করিবে, কর।"

মানালাকি বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম, এই কার্য্যে মানালাকির মত যোগ্য লোক আপনি আর কোথাও পাই-বেন না।"

আমি বলিলাম, "আমি অলিভিয়ার পিতাকে বলিয়া আসিয়াছি,

অলিভিয়া সম্বন্ধে কোন খাঁটি খবর না লইয়া আমি তাঁহার সম্মুখে যাইব না; দেখিও যেন, আমার কথার খেলাপ না হয়, যেন তোমার হাত হইতে এই কাজের ভার উঠাইয়া লইয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিতে না হয়।"

মানালাকি উত্তেজিত-ভাবে বলিল, "পুলিসে আবার মানুষের মত মানুষ আছে নাকি? তাহারা সরকারের নিমক খায়, জমকাল পোষাক পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর একজনের অপরাধে অন্য লোককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়; তাহাদের বুদ্ধি লইয়া যদি কাজ করেন, তাহা হইলে ডিউক মহাশয়ের মেয়েকে জীবনে আর দেখিতে পাইবেন না। এ সকল হাঙ্গামায় কাজ নাই, আমার মাথায় একটা ফন্দী আসিয়াছে; এই পাহাড়ের উপর আমার একটি বন্ধু আছেন, তাঁহার ক্ষমতা বড় অদ্ভুত, যেখানে সূচী গলে না, সেখানে তিনি অনায়াসে সাবল চালান; তিনি আমার সাহায্য করিলে কাজ খুব সহজ হইয়া আসিবে; তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন, আমার অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমি এখনই তাঁহার কাছে যাইব।"

আমি বলিলাম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব; আর তুমি কাহাদের হাতে এই বাড়ী পাহারার ভার দিয়াছিলে, তাহাদের সহিত আমার একবার আলাপ করিবার ইচ্ছা আছে।"

মানালাকি বলিল, "সে পরে হইবে, আপাততঃ চল, আমার বন্ধুর কাছে যাওয়া যাক্।"

আমরা উভয়ে একটি সঙ্কীর্ণ অপরিচ্ছন্ন গলির ভিতর দিয়া পার্ব্বত্য-পল্লীতে প্রবেশ করিলাম।

মানালাকি বলিল, "এমন কদর্য্য রাস্তা আর কোথাও দেখি নাই।"

আমি বলিলাম, "এত কষ্ট করিয়া, এমন কু-স্থানে আসিয়াও যদি কার্য্য-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলেই এ পরিশ্রম ও কষ্ট সফল হইবে।"

— - —

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কন্‌ষ্টানিডিস।

গলির সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গৃহ, সেই গৃহদ্বারে আসিয়া মানালাকি আমাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল এবং সে সেই গৃহের বহির্দ্বারস্থ কড়া ধরিয়া নাড়া দিল। দেখিলাম, তার সেই কড়া নাড়ার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে; আমাদের মত নিঃসম্পর্কীয় লোক যে ভাবে কড়া ধরিয়া ঝাঁকি দেয়, তাহার কড়া নাড়িবার ভঙ্গী ঠিক সেরূপ নহে। কড়া নাড়িয়া মানালাকি একটি শীস দিল, পাঁচবার শীস দেওয়া হইলে বাড়ীর ভিতর হইতে একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা অর্দ্ধোন্মুক্ত হইল; সেই অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারপথে একখানি মুখ বাহির হইল, সেখানে অন্ধকার বলিয়া মুখখানি পুরুষের কি স্ত্রীলোকের, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মানালাকি আগন্তুকের কানের কাছে নিম্নস্বরে কি বলিল, তখন অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার পূর্ণ-মুক্ত হইল।

আমি মানালাকির সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, গৃহসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, এমন কদর্য্য স্থানে এরূপ ক্ষুদ্র গৃহ যে এমন ভাবে সজ্জিত থাকিতে পারে, না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিতাম না। দেখিলাম, ভূমধ্য-সাগরের চতুষ্প্রান্তস্থ রাজ্য সমূহে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে,তাহা এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু এই স্থানের অধিস্বামীকে দেখিয়াই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইলাম, এরূপ

মনুষ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই। গৃহ-স্বামী বামন, দেহটি অতি খর্ব্ব, মুখে দাড়ী-গোঁফ নাই। লোকটিকে দেখিয়া তাহার বয়স কত, অনুমান করিতে পারিলাম না। সে সেই রাত্রিকালে আমাদিগকে দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর গ্রীক ভাষায় মানালাকিকে অভিবাদন করিল। বুঝিলাম, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহৃদ্য আছে, গৃহস্বামী আমাদিগকে উপবেশন করিতে বলিয়াই চুরুট খাইতেছিল।

চুরুট খাইতে খাইতে মানালাকি আমাদের উদ্দেশ্য গৃহস্বামীর গোচর করিল। গৃহস্বামীর নাম কনষ্টানিডিস। সেও জাতিতে গ্রাক।

কনষ্টানিডিস এব্রাহিম হোসেনের নাম শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নড়িয়া চড়িয়া বসিল। "বুঝিলাম, মানালাকির ন্যায় এ ব্যক্তিও হোসেন ভ্রাতৃদ্বয়ের শত্রুপক্ষীয়। মানালাকির কথা শেষ হইলে কনষ্টানিডিস বলিল, "এত রাত্রে আমার কাছে কেন আসিয়াছ, বুঝিতে পারিতেছি না, আমি যে তোমাদের কেন সাহায্য করিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।"

মানালাকি বলিল, "আমি কি জন্য আসিয়াছি, শোন, আমার বিশ্বাস, হতভাগারা সেই সুন্দরী যুবতীকে এখান হইতে সরাইয়াছে।"

কনষ্টানিডিস বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সরিয়া গিয়াছে?"

মানালাকি বলিল, "হাঁ, আমার সেই রকমই বিশ্বাস।"

আমি বলিলাম, "তোমার এ রকম বিশ্বাস, এ কথা ত তুমি আমাকে বল নাই, এ বিশ্বাস তোমার কি হইতে হইল?"

মানালাকি বলিল, "সে কথা বলিতেছি, শুনুন। সুলতানের গুপ্তচরেরা ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আপনার অনুসরণ করিয়াছিল, আপনি যে কাজের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কত দূর কি হইল, এ বিষয়ে তাহাদের লক্ষ্য ছিল; তাহারা বুঝিয়াছিল, আপনার দ্বারা সুলতানের কাজ বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই; সে কথা নিশ্চয় তাহারা সুলতানের গোচর করিয়াছে, তাহার পর আপনি বিলাত হইতে জাহাজে জিব্রাল্টরে আসিলে, তাহারাও সেই জাহাজে আপনার অনুসরণ করিল, এখানে আসিয়াও তাহারা দেখিল, আপনি কাজ উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিতেছেন না। তখন তাহারা নিজেই এই কার্য্যের ভার লইল, হোসেনদের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাহারা এই যুবতীকে হরণ করিয়াছে। এব্রাহিম হোসেন ও তাহার ভাই যেমন বদ্‌মাইসের ধাড়ী, সেইরূপ কাপুরুষেরও অগ্রগণ্য; সুলতান হয় ত তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন, তাহারা যদি কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারে, তবে তাহাদের আণ্ডাবাচ্ছা একগড় করিবেন, কাজেই তাহারা নিজের ও পরিবারবর্গের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই কাজ করিয়াছে,তা ছাড়া পুরস্কারও যে কিছু পাইবে না,এরূপ বোধ হয় না। আমি আপনাকে লইয়া যে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা সেই বাড়ীতে ছিল, এ কথা আমি জানি।"

আমি বলিলাম, "তুমি বলিতেছ, তাহারা অলিভিয়াকে দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব? অলিভিয়া নিশ্চয় স্বেচ্ছায় যান নাই, তাঁহার অসম্মতিতে জোর করিয়া লইয়া যাইলে, তিনি চীৎকার করিয়া লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।"

মানালাকি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া তাহার পকেটের মধ্যে হাত পূরিয়া দিল এবং একটি

ছোট শিশি বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। শিশিটি নাসিকাগ্রে ধরিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, তাহা ক্লোরোফরমের শিশি। আমি কনষ্টানিডিসকে শিশিটি প্রদান করিলাম, সেও তাহা নাসিকাগ্রে স্পর্শ করিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না; লোকটার কথা কহিবার অভ্যাস অত্যন্ত অল্প, তাহার এই নীরবতা-দর্শনে আমি অধীর হইয়া উঠিতেছিলাম।

আমি মানালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ শিশি তুমি কোথায় পাইলে ?"

মানালাকি বলিল, "হোসেনদের বাড়ী, আমরা তাহাদের যে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই ঘরের মেজেতে যখন শিশিটা পাইয়াছি, তখনই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি।"

বুঝিলাম, দুর্ব্বৃত্তেরা অলিভিয়াকে অজ্ঞান করিয়া সেই গৃহ হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে। অলিভিয়ার অদৃষ্টে এত কষ্টও ছিল!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি তাহারা অলিভিয়াকে সমুদ্রপারে লইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন কর্ত্তব্য কি ?"

মানালাকি বলিল, "সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জানিতে হইবে, কখন্ কোন্ জাহাজে বন্দরের কোন্ স্থান হইতে তাহারা সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছে।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমরা সে সকল সন্ধান লইতে লইতে তাহারা যে সমুদ্রে পাড়ি দিবে; আর এ সকল কথা কিরূপেই বা জানিবে ?"

মানালাকি বলিল, "সেই সন্ধান লইবার জন্যই ত এখানে আসিয়াছি; এখন সংবাদ সংগ্রহের ভার আমার বন্ধু কনষ্টানিডিস স্বয়ং

গ্রহণ করিবেন, এখান হইতে ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে এমন ধূর্ত্ত লোক আর একটিও নাই।"

আমি কনষ্টানিডিসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি তুমি এ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে তাহাদের অনুসরণের জন্ম জাহাজ ঠিক করিতে পারিবে?"

কনষ্টানিডিস বলিল, "সে আর এমন শক্ত কথা কি, সূচ হইতে কামান পর্য্যন্ত যাহা চাহিবেন, তাহাই এই মুহূর্ত্তে আপনাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি। আপনার সঙ্গে যাইলে আমি কার্য্যোদ্ধার না করিয়া ফিরিব না।"

কনষ্টানিডিসের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বুঝিবার জন্ম আমি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মানালাকির মুখের দিকে চাহিলাম, সে আমাকে কনষ্টানিডিসের প্রস্তাবে সম্মত হইতে ইঙ্গিত করিল।

আমি বলিলাম, "উত্তম, এ সকল সংবাদ অগ্রে সংগ্রহ কর, তাহার পর তোমাকে লইয়া আমি আবেরিয়ার যাত্রা করিব।"

কনষ্টানিডিস বলিল, "আমাকে কত টাকা পারিশ্রমিক দিবেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি কত টাকা চাও, বল।"

কনষ্টানিডিস বলিল, "কাজটা বড় কঠিন, এ জীবন-মরণের ব্যাপার বলিলেই হয়! বিশেষতঃ যে মেয়েটি চুরি গিয়াছে, সেটি মহাধনবানের কন্যা, আমি অধিক টাকা চাহিতেছি না, আপনি আমাকে দশ হাজার টাকা দিবেন।"

আমি দেখিলাম, মোট পুরস্কারের পরিমাণ দশ হাজার টাকা।

মানালাকি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলে তাহাকে সেই টাকা পুরস্কার দিব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম; যদিও সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, কিন্তু সে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে, এ অবস্থায় তাহাকেও পুরস্কারের আশা দিতে হইবে, তাই আমি কনৃষ্টানিডিসকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাহিলাম; কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হইল না। অগত্যা অনেক বাদানুবাদের পর তাহাকে সাত হাজার টাকায় রাজি করিলাম।

কনৃষ্টানিডিস আমাদিগকে তাহার গৃহে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সে পোষাক করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিশেষ কিছু না করিয়া লাট-ভবনে আমার প্রত্যাগমনের ইচ্ছা ছিল না, আমি ও মানালাকি তাহার ঘরে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় কনৃষ্টানিডিস বাড়ী ফিরিয়া আসিল, সে যে কি করিয়া আসিয়াছে, কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন খবর পাইলে কি? অলিভিয়াকে কি সত্যই দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে?"

কনৃষ্টানিডিস বলিল, "হাঁ, পেড্রো গঞ্জালভিস নামক একজন স্পেন-দেশীয় জাহাজওয়ালার বোটে তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন্ বোট ছাড়িয়াছে?"

কনৃষ্টানিডিস বলিল, "প্রায় ৯টার সময় বোট ছাড়িয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছে, এখনও অনুসরণ করিলে তাহাদের ধরিবার আশা আছে, কিন্তু খুব দ্রুতগামী বোট চাই, তুমি বোটের সন্ধান লইয়াছ?"

কনৃষ্টানিডিস বলিল, "হাঁ, আমি একখানি খুব ভাল বোট বায়না

করিয়া আসিয়াছি, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন দ্রুতগামী বোট আর একখানিও নাই।"

আমি বলিলাম, "উত্তম করিয়াছ। আমাদের আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, যত শীঘ্র সম্ভব ষ্টীমার ছাড়িতে হইবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার একবার লাট-ভবনে যাওয়া আবশ্যক। আমার অভিপ্রায়ের কথা বন্ধুদের জানাইতে হইবে, কিছু খরচপত্র লইতে হইবে।"

কনষ্টানিডিস বন্দরের একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিল, লাট-ভবন হইতে ফিরিয়া সেইখানে আমি তাহার সাক্ষাৎ পাইব। তখন আমি লাট-ভবনে যাত্রা করিলাম; দেখিলাম, সেখানে সকলেই আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন; সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া। সেই সদানন্দময় প্রাসাদে যেন শোক-দুঃখ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "অলিভিয়া কোথায়?"

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আমি আপাততঃ আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না, জানিলেও সে কথা আপনাকে বলিব না।"

আমার কথা শুনিয়া লাটসাহেব এবং ডিউক উভয়েই সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা এ কথা জানিবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিলেন না, তবে যে তাঁহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আমি লাটসাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "আমাকে দূরদেশে যাইতে হইবে, আমি সেখানে কি জন্য যাইব, কি উপায়েই বা যাইব, তাহা এখন আপনাকে বলিব না। বিশেষ কোন কারণে বলিতে পারিব না। কিন্তু সকল কথা একখানি কাগজে লিখিয়া

তাহা লেফাফায় পূরিয়া ও গালা-মোহর করিয়া আপনার কাছে রাখিয়া যাইব; আজ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি যদি ফিরিয়া না আসি কিংবা আপনি আমার কোন সন্ধান না পান, তাহা হইলে আপনি আমার সেই পত্রখানি পাঠ করিবেন। তাহার পর আপনার যাহা কর্ত্তব্য মনে হয়, করিবেন। আমি যাহা যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই; আপনাদের হিতের জন্যই তাহা করিতেছি; এ কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। এ বিষয়ে লইয়া আমার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিবেন না। যদি আমি অলিভিয়ার পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আমি চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি নাই।"

ডিউক বলিলেন, "তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তুমি আমার জন্য যাহা করিতেছ, সে জন্য আমি তোমার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুশ্চিন্তায় আমি অধীর হইয়াছি, আমার স্ত্রীর অবস্থা আরও শোচনীয়, আর কিছু দিন এ ভাবে কাটাইতে হইলে আমরা পাগল হইয়া যাইব।"

আমি বলিলাম, "যত শীঘ্র সম্ভব আমি ফিরিবার চেষ্টা করিব। ইচ্ছা করিয়া এক মিনিটও বিলম্ব করিব না। এখন আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইতেছি। আমাকে দুই একটি জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতে হইবে।" তাহার পর লাটসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আমি যে ইংরাজের প্রজা, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আপনার আফিস হইতে আমাকে একখানি সার্টিফিকেট দিতে হইবে।"

লাটসাহেব বলিলেন, "তাহা আপনার পাইতে বিলম্ব হইবে না।"

আমি গাত্রোত্থান করিলে ডিউক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন

"তুমি বড় কঠিন ভার লইয়া দূরদেশে যাইতেছ, সঙ্গে কিছু টাকা থাকা দরকার, টাকার কথা ত আমাকে কিছু বলিলে না?"

আমার আর্থিক অবস্থা এখন তেমন সচ্ছল নহে। বিশেষতঃ এ সময় যে পরিমাণ টাকা আমার সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, তাহাও আমার কাছে ছিল না; কিন্তু ডিউকের মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, সে অবস্থায় কি করিয়া তাঁহাকে টাকার কথা বলি? কিন্তু তিনি স্বয়ং যখন এ কথা পাড়িলেন, তখন আর আমার কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই; আমি ডিউকের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে টাকা লইলাম, তার পর আমার শয়নকক্ষে গিয়া জিনিস-পত্রগুলি গোছাইলাম এবং লাটসাহেবের নিকট যে পত্রখানি রাখিয়া যাইবার কথা, তাহা তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিলাম। এ সকল কাজ শেষ করিয়া পুনর্ব্বার লাটসাহেবের সম্মুখীন হইলাম।

তাঁহাকে গালা-মোহর করা পত্রখানি দিয়া দুই একটি কথার পর কনষ্টানিডিসের সহিত সাক্ষাতের জন্য বন্দরের দিকে যাত্রা করিলাম; আমার কোমরবন্ধের পকেটে স্বর্ণমুদ্রাগুলি লইলাম। বন্দরে উপস্থিত হইয়া দেখি, নির্দ্দিষ্ট স্থানে মানালাকি ও কনষ্টা-নিডিস দাঁড়াইয়া আছে।

আমাকে দেখিয়াই মানালাকি বলিল, "আর বিলম্ব করা হইবে না, বোট প্রস্তুত, চল।"

কনষ্টানিডিস একখানি সুদীর্ঘ দ্রুতগামী বোটের নিকট আমাকে লইয়া গিয়া বলিল, "এই বোট ঠিক করিয়াছি।"—মাঝিরা বোটখানি একখানি জেটীতে ভিড়াইলে আমরা বোটে আরোহণ করিলাম। দুই ধারে দাঁড়ীর দল সবলে ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় টানিতে লাগিল। তাহার উপর পাইল তুলিয়া দেওয়া হইল, সেই মধ্যরাত্রে, ভূমধ্যসাগরের

চন্দ্রালোকিত সলিলরাশি ভেদ করিয়া, তরঙ্গরাশি বিদীর্ণ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র বোটখানি যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া চলিল, সহস্র দীপালোকে আলোকিত জিব্রাল্টরের সুবিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য বন্দর আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত চাতুর্য্য।

আমাদের নৌকা ছাড়িবার সময় বায়ুর বেগ যেরূপ প্রবল ছিল, কিছু কাল পরে তাহা মন্দীভূত হইল; সুতরাং আমরা যত শীঘ্র আবেরিয়ায় উপস্থিত হইতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা পারিলাম না, নৌকায় আমাদের প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগিল; এই কয় ঘণ্টা নৌকার উপর আমি এক মিনিটও স্থির থাকিতে পারি নাই, অলিভিয়ার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, অনুমান করিতে না পারিয়া আমি ক্রমাগত ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম; কিন্তু আমার সঙ্গী গ্রীকদ্বয় সুস্থিরভাবে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা টাকার লোভেই আমার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না, এই কয়ঘণ্টার মধ্যে তাহারা দুই বাণ্ডিল চুরুট ভস্মে পরিণত করিল; ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল; পূর্ব্বগগন উষালোকে অনুরঞ্জিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আবেরিয়ারাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ গিরিমালা ঘন কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় আমাদের নয়ন-সমক্ষে পরিদৃশ্যমান হইল। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রতীর আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আমার চক্ষু জ্বালা করিতেছিল, প্রভাতের শীতল সমীরণ স্পর্শে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

অধিকক্ষণ নিদ্রা হয় নাই, নৌকা সমুদ্রকূলে নঙ্গর করা হইলে, মানালাকি আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল। আমরা তিন জনে কূলে উঠিলাম, সমুদ্র-কূলেই একটি মসজীদ ছিল, সেই মসজীদের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে উপাসনারত মুসলমানগণের সমবেত কণ্ঠের আজানধ্বনি

আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; আমরা বন্দরের বাজার অতিক্রম করিয়া হাজি আবসালাম নামক একজন মুসলমানের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। হাজি সাহেব তখন বাড়ী ছিলেন না; উপাসনা শেষ হইলে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তিনি প্রচুর সৌজন্যের সহিত আমাদের অভি-বাদন করিলেন; আমরা পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, হাজি সাহেব তৎক্ষণাৎ কাফির বন্দোবস্ত করিলেন। কাফিপান শেষ হইলে, হাজি সাহেব আমাকে এত শীঘ্র আবেরিয়ায় প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করি-লেন। এই লোকটিকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতাম। আমি কোন কোন কথা গোপন করিয়া তাঁহার নিকট আমার আগমনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম; তিনি অল্পকাল চিন্তার পর তাঁহার সাধ্যানুসারে আমার সাহায্যে ত্রুটি করিবেন না বলিলেন; তাহার পর একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া গোপনে তাহাকে কি বলিলেন, ভৃত্যটি তৎ-ক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রায় বিশ মিনিট পরে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, সে আমাদের জন্য তিনটি ঘোড়া আনিয়াছে, ঘোড়াগুলি পথে দাঁড়াইয়া আছে, সেগুলি আমাদের পছন্দ হইবে কি না, তাহা দেখিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিল; ঘোড়াগুলি তেমন ভাল না হইলেও আমরা যাত্রার জন্য এরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলাম যে, অতিরিক্ত মূল্যে তাহাই ক্রয় করিলাম। তাহার পর তিন জনে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলাম, পথিমধ্যে একদল যাত্রী আমাদের সঙ্গে চলিল; এই যাত্রীদলে একখানি ডুলিতে একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল।

ঘোড়াগুলি দেখিতে কদাকার ও অকর্ম্মণ্য বোধ হইলেও বেশ দ্রুত চলিতে লাগিল, মধ্যাহ্নকালে আমরা পূর্ব্ববর্ণিত চটিতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু ডুলি লইয়া যে যাত্রীদল আমাদের সঙ্গে

আসিতেছিল, তাহারা অনেক পিছাইয়া পড়িল; আমরা ঘোড়া ছাড়িয়া চটিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিলাম। তথাপি তাহাদের দেখা নাই; এরূপ হইবার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের ঘোড়া তেমন দ্রুতবেগে আসে নাই; ডুলির বেহারারা একটু চলিয়া আসিলে অনায়াসেই আমাদের ধরিতে পারিত। কয়েক ঘণ্টার পর মনে করিলাম, সেই যাত্রীদল চটিতে না আসিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই তাহাদের সন্ধান বলিতে পারিল না। মানালাকি আমাকে বলিল, তাহারা নিশ্চয়ই ভিন্ন পথে রাজধানীর দিকে গিয়াছে; কিন্তু কন্‌ষ্টানিডিস বলিল, তাহারা এখনও পশ্চাতে আছে।

আমি বলিলাম, “আমরা এতক্ষণ এখানে আসিয়াছি, এখনও তাহারা পশ্চাতে আছে, ইহা কি সম্ভব?”

কন্‌ষ্টানিডিস বলিল, “আমরা ঘোড়ায় আসিতেছি, আর তাহারা পাওদলে আসিতেছে, আমরা প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়াছি, তাহারা কিরূপে আমাদের ধরিবে?”

যাহা হউক, আমরা সহযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া মন্থর-গমনে অগ্রসর হইলাম। কন্‌ষ্টানিডিস বলিল, “ডুলিখানা যখন সমুদ্রতীর হইতে আসিতেছে ও রাজধানীতে যাইতেছে, তখন এই ডুলিতে কে আছে, একবার সন্ধান লওয়া উচিত; আমরা এখানে যাঁহার সন্ধানে আসিয়াছি, তিনিও হয় ত এই ডুলিতে থাকিতে পারেন। এ কথাটা পূর্ব্বে আমার মনে হয় নাই, কিন্তু ডুলিখানি হঠাৎ পিছাইয়া পড়ায় আমার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছে; এ অবস্থায় আমাদের আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া পথিমধ্যে কোথাও গুপ্তভাবে অপেক্ষা করা উচিত। ডুলি-বাহকেরা এই পথেই রাজধানী

যাইবে; তাহারা যখন বুঝিবে, আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন তাহারা ধীরে ধীরে এই পথে আসিবে।"

কনৃষ্টানিডিসের এই পরামর্শ অসঙ্গত বোধ হইল না; আমরা পথিপ্রান্তে একটি খর্জ্জুর-কুঞ্জের অন্তরালে লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাহাদের কণ্ঠস্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। মানালাকি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সংবাদ আনিতে চলিল এবং প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "এব্রাহিম হোসেন ডুলির আগে আগে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে এবং তাহার ভাই মূলী হোসেন ডুলির পাশে পাশে আসিতেছে; ডুলির উভয় পার্শ্বে সুলতানের অস্ত্রধারী প্রহরীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে আসিতেছে।"

পূর্ব্বে যে যাত্রীদলের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ ত সে দল নহে। তবে এ কাহারা? যাহা হউক, হোসেন ভ্রাতৃদ্বয় যখন এ দলে আছে, তখন এই ডুলিতে যে অলিভিয়া আছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি মানালাকিকে বলিলাম, "খুব সন্দেহের কথা বটে, আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কনৃষ্টানিডিসের অনুমান এখন সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।"

আমরা যেখানে লুক্কায়িত ছিলাম, বেহারারা ডুলি লইয়া হো হো করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা খর্জ্জুর-কুঞ্জের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সবেগে তাহাদের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য উপর্য্যুপরি দুইবার বন্দুকের আওয়াজ করিলাম। প্রহরী সৈন্যগণের নিকট বন্দুক ছিল না, কেবলমাত্র তরবারি ও বল্লম ছিল, বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাহারা ডুলি ছাড়িয়া প্রাণভয়ে কে কোথায় পলাইল, এব্রাহিম ও মূলী হোসেনও প্রাণভয়ে তাহাদের অনুসরণ করিল; সুলতানের অন্তঃপুরের

চব্বিশজন ক্রীতদাস ডুলির সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, বিপদ্ দেখিয়া তাহারাও ডুলি ফেলিয়া পলাইল, ডুলিখানি পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দেখিতেছি, ইহারা ভারী কাপুরুষ, এত সহজে যে উহারা ভয় পাইবে, তাহা পূর্ব্বে মনে করি নাই।" আমি অশ্ব হইতে একলম্ফে অবতরণ করিয়া ডুলির পাশে আসিলাম, হর্ষ-বিহ্বলস্বরে বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া, আপনার আর কোন ভয় নাই, আমরা আসিয়া পড়িয়াছি।"

আমি কম্পিত-হস্তে ডুলির বস্ত্রাবরণ সরাইয়া ফেলিলাম; কিন্তু ভিতরের দিকে চাহিয়া আমি ডুলি ...ট হইতে একলম্ফে তিন হাত দূরে আসিয়া দাঁড়াইলাম; অতি আনন্দের পর অতি দুঃখে আমার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল, কারণ, সেই ডুলির মধ্যে অলি-ভিয়া ছিলেন না, তাঁহার পরিবর্ত্তে একটি আবলুসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ যুবতী বসিয়া ছিল, সে ডুলির আবরণ সরাইয়া আরব্য-ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? আপনি কেন আমার লোকজনকে এ ভাবে তাড়াইয়া দিলেন?"

আমি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত-ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম; মানালাকি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল, "আমার সঙ্গে চালাকি?"—কিন্তু কন্‌ষ্টানিডিস কোন কথাই বলিল না।

যাহা হউক, আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া ডুলির আরোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এব্রাহিম হোসেন ও মূলী হোসেন যে স্ত্রীলোকটিকে সমুদ্রতীর হইতে লইয়া আসিতেছিল, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছে, জান কি?"

আমার কথা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি এরূপ কুৎসিত ভাষায়

আমাকে গালাগালি করিল যে, আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না, আমি তাহার হাত ধরিয়া ডুলির ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিলাম, তাহার পর তাহাকে বালিকাপূর্ণ পথের উপর ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলাম। কাজটি আমার পক্ষে বড় গর্হিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রোধে আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল ; নতুবা স্ত্রীলোকের গাত্রে আমি কখনই হস্তক্ষেপ করিতাম না।

স্ত্রীলোকটি ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, দেখিয়া আমার মনে করুণার উদ্রেক হইল, আমি তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলাম, "আমি তোমাকে অন্যায় কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তুমি অনায়াসে আমার কথার উত্তর দিতে পারিতে, কিন্তু তাহা না দিয়া কদর্য্য ভাষায় আমাকে গালাগালি দিলে, সেই জন্যই আমি রাগ সামলাইতে পারি নাই ; যাহা হউক, যদি ভাল চাও, এখনও বল, সেই সুন্দরী ইংরাজ-কন্যাকে হোসেনেরা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে ?"

মুসলমান-যুবতী বলিল, "আমার কসুর মাপ করিবেন, আপনি আমার অনুচরগণকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়ায় আমার বড় রাগ হইয়াছিল, তাই আপনাকে কটু কথা বলিয়াছি। আপনি যে খৃষ্টানীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই জানি না ; আমি সুলতানের বেগম-মহলে থাকি, সেইখানেই যাইতেছি, আপনি আমার যে অপমান করিলেন, তাহা সুলতানের অজ্ঞাত থাকিবে না, আপনার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

আমি স্ত্রীলোকটির কথা কানে না তুলিয়া মামালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি ব্যাপার ? ধূর্ত্তেরা আমাদের চক্ষে কি ধূলি দিল ? এই স্ত্রীলোকটিই কি সমুদ্র-তীর হইতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল ?"

মানালাকি এ কথার কোন জবাব না দিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; কিন্তু কন্‌ষ্টানিডিস বলিল, "অলিভিয়াকে লইয়া সুলতানের অনুচরেরা অন্য পথে সরিয়া পড়িয়াছে ; আমরা আসিতেছি, ইহা জানিতে পারাতেই তাহারা এই ফন্দী খাটাইয়াছে ; যাহা হউক, এখানে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, এব্রাহিম হোসেন ও মুলী হোসেন যদি আমাদের পূর্ব্বে রাজধানীতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে ; হয় ত আমরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইব।" সুলতানের কারাগারে আমাদের প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নহে।"

আমরা তৎক্ষণাৎ রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলাম। সেই স্ত্রী-লোকটি প্রাণ খুলিয়া আমাদিগকে গালি দিতে লাগিল, কিন্তু সে দিকে কর্ণপাত করিবার আমাদের অবসর ছিল না।

প্রায় সূর্য্যাস্তকালে, রাজধানীর ফটক বন্ধ হইবার অনতিপূর্ব্বেই আমরা রাজধানীতে প্রবেশ করিলাম ; প্রহরীরা সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমা-দের দিকে চাহিতে লাগিল ; আমার সন্দেহ হইল, হয় ত হোসে-নেরা পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ নগর-তোরণে আমরা কোন বাধা পাইলাম না, আমরা তিন জন অশ্বারোহণে বাজারের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে একটি দুইহাত-কাটা ভিক্ষুক উভয় বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া আমার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিল ; কিন্তু সে কথা কহিতে পারিল না, ইঙ্গিতে ভিক্ষা চাহিল, সে মুখ-ব্যাদান করিলে দেখিলাম, তাহার মুখগহ্বরে জিহ্বা নাই। বুঝিলাম, সুলতানের আদেশে তাহার হস্তদ্বয় ও জিহ্বা কর্ত্তিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুলতানের ভীষণ আদেশ।

আবোরয়া-রাজধানীতে আমার একটি বিশ্বস্ত বন্ধু বাস করিতেন; মানালিকির সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল; আমি জানিতাম, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিবেন না, নানা কারণে তিনি আমার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন, আমরা তিন জনে অশ্বারোহণে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মহা সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এই বন্ধুটির স্ত্রী জনৈক আর্ম্মানী সদাগরের কন্যা।

আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, অত্যন্ত ক্ষুধাও হইয়াছিল, বন্ধুটি তাড়াতাড়ি আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আহারের পর আমরা ধূমপান আরম্ভ করিলাম এবং বন্ধুর নিকট একে একে সহরের সকল সংবাদ লইলাম, অনেকক্ষণ পরে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া বন্ধুটি কোন কার্য্যে স্থানান্তরে চলিলেন।

এতক্ষণ পরে অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে আমরা পরামর্শ করিতে বসিলাম। আমি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার মনে হইতেছিল, আর বুঝি অলিভিয়াকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, হয় ত আজ রাত্রে তিনি সুলতানের অন্তঃপুরে নীত হইবেন; সেখান হইতে তাঁহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু প্রাণ দিয়াও যদি তাঁহার উদ্ধারসাধন সম্ভব হইত, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইতাম না; এখন কি করা যায়?

কন্‌ষ্টানিডিস বলিল, "আপনি এত ব্যাকুল হইবেন না, ব্যাকুল হইয়া কোন লাভ নাই, তাহাতে ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমার উপর সকল ভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, লেডী অলিভিয়া সুলতানের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইয়াছেন কি না, সর্ব্বাগ্রে সেই সন্ধান লইব; যদি জানিতে পারি, তাঁহাকে সুলতানের অন্দরে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে কিরূপে আমাদের আগমন-সংবাদ জানান যায়, তাহা স্থির করিতে হইবে।"

কন্‌ষ্টানিডিসের কথা শুনিয়া মানালাকি উৎসাহের সহিত বলিল, "আমার বন্ধু বড় বাহাদুর লোক, এমন চতুর লোক আমি জীবনে আর একজনও দেখি নাই। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, বন্ধু কতদূর কি করিয়া তুলেন, তাহাই দেখুন।"

সত্যকথা বলিতে কি, কন্‌ষ্টানিডিসের চেহারা দেখিয়া প্রথমে তাহার প্রতি আমার বড় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে তাহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমি তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলাম; দেখিলাম, লোকটি কিছুতেই নিরুৎসাহ হয় না। তাহার চাতুর্য্যও অসাধারণ। আমি সম্পূর্ণ হতাশ হইলেও তাহার উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।

অধিক রাত্রে শ্রান্তদেহে শয্যায় শয়ন করিলাম, কিন্তু আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম; শেষ রাত্রে অল্প তন্দ্রা আসিল, সে তন্দ্রা নানা দুঃস্বপ্নে পূর্ণ।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, "কন্‌ষ্টানিডিস সে কক্ষে নাই। মানালাকির নিকট শুনিলাম, সে অতি প্রত্যুষে বাহিরে গিয়াছে।

মানালাকি বলিল, "কনষ্টানিডিস একটা কিছু ফন্দী না আঁটিয়া

বাহিরে যান নাই। তিনি ফিরিয়া আসিলে, আমরা নিশ্চয়ই কোন না কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারিব।"

আমি মানালাকিকে বলিলাম, "তুমি ত প্রথম হইতেই আমাকে আশা-ভরসা দিয়া আসিতেছ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমাকে দিয়া কোন কাজই হইয়া উঠিল না; তোমার এই বামন বন্ধু যে কতদূর কি করিয়া তুলিবে, তাহাই বা কিরূপে অনুমান করিব? বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে সে আমাকে জানাইয়া কোন কথা বলিয়া গেল না; আমার সহিত পরামর্শ করিয়া যাওয়া উচিত ছিল।"

মানালাকি রাগ করিয়া বলিল, "আপনি কি মনে করেন, কন্‌ষ্টা-নিডিস বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবেন? আপনার এরূপ মনে করা অন্যায়; তাঁহার স্বভাব-চরিত্র আমি উত্তমরূপ অবগত আছি, আর যদি সত্যই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা হইলে বহুকালের বন্ধু হইলেও আমার হস্তে তাঁহার নিস্তার নাই।"

প্রভাতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমরা ঘরের মধ্যে বসিয়া ধূম-পান করিতে লাগিলাম; একবার বাহিরে যাইবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইতেছিল, কিন্তু পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে এবং আমি ধরা পড়িলে সকল দিকে মাটী হইবে ভাবিয়া আমি রাস্তার বাহির হইতে সাহস করিলাম না; স্থির করিলাম, যদি নিতান্ত আব-শ্যক হয়, তাহা হইলে ছদ্মবেশে রাত্রে বাহিরে যাইব।

মানালাকি বলিল, "আপনি বাসায় থাকুন, আমার নিজের একটু দরকার আছে, আমি একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসি।"

মানালাকি বাহিরে যাইবে, এমন সময় গৃহস্বামী আমাদের নিকটে আসিয়া সংবাদ দিলেন, একজন অপরিচিত লোক আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, সে বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা এই নগরে আসিয়াছি, এ কথা কোন অপরিচিত ব্যক্তির জানিবার সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি কে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল? সে শত্রু, না মিত্র? একবার ভাবিলাম, দেখা করিব না। আবার ভাবিলাম, দেখা করায় ক্ষতি কি? যদি সে শত্রুপক্ষের লোক হয়, তাহা হইলে দেখা না করিলেও কোন লাভ নাই, কেবল অভিপ্রায় কি, তাহাও জানিতে পারিব না।

আগন্তুক বন্ধুর সহিত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমা-দিগকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের নিকট তোমার ক আবশুক?"

আগন্তুক পুনর্ব্বার সেলাম করিয়া বলিল, "আমি একজন উমেদার, চাকরীর চেষ্টার আপনাদের কাছে আসিয়াছি।"

তাহার কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইল, সে সুলতানের গুপ্ত-চর। আমাদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্ত সে চাকরীর উমাদারীতে আসিয়াছে

আমি বলিলাম, "আমরা মোশাফির লোক, আমাদের কোন চাকরবাকরের আবশুক নাই। এখানে চাকরী মিলিবে. না।"

দেখিলাম, লোকটা নাছোড়বান্দা, তাড়াইলেও যায় না। আমার কথা শুনিয়া সে বলিল, "হুজুর আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন, কিন্তু আমি কিরূপ বিশ্বাসী ও কাজের লোক, আমার উপর কোন কাজের ভার দিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দোহাই আপনার, আমাকে তাড়াইবেন না, যৎসামান্ত বেতন পাইলেই আমি আপনাদের গোলা-মীতে বাহাল হইব

আমি একবার মানালাকির মুখের দিকে চাহিলাম, তাহার অভি-

প্রায় কি, জানিবার ইচ্ছা হইল, দেখিলাম, মানালাকি উভয় চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

মানালাকি হাসে কেন? তাহার মৎলব বুঝিতে না পারিয়া আমি আগন্তুককে বলিলাম, "না হে বাবু, আমাদের কোন লোকের দরকার নাই, কেন তুমি অনর্থক দিক করিতেছ?"

উমেদার তাহার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় কি আমাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে করিতেছেন?"

কি আশ্চর্য্য, এ যে কন্‌ষ্টানিডিস!

কনষ্টানিডিস বলিল, "আপনি যে আমাকে ছদ্মবেশে চিনিতে পারেন নাই, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এখন কাজের কথা বলি, শুনুন; আমি ছদ্মবেশে সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কৌশলে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি।

আমি অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কি সংবাদ পাইলে?"

"লেডী অলিভিয়া এখন কোথায় আছেন, সেই সংবাদ পাইয়াছি।"

মানলাকি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার বন্ধুর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। আমি ত বলিয়াছি, উনি বিশেষ সংবাদ না লইয়া ফিরিবেন না।"

আমি মানালাকির কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্যগ্রভাবে কন্‌ষ্টানিডিসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেডা অলিভিয়া এখন কোথায়? তাঁহাকে কখন্ প্রাসাদে লইয়া গয়াছে?"

কন্‌ষ্টানিডিস বলিল, "তাঁহাকে এখন প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয় নাই, তিনি এই নগরেই অন্য একটি বাড়ীতে আছেন, সুলতান আজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন

আ।। ৷ দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিলাম, আমার নয়ন-সমক্ষে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল।

আমি উৎকণ্ঠিতভাবে কন্ষ্টানিডিসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেডী অলিভিয়া এখন কোন্ বাড়ীতে আছেন, তাঁহার সন্ধান পাইয়াছ কি?"

কন্ষ্টানিডিস বলিল, "সে সন্ধান না লইয়াই কি ফিরিয়াছি?"

আমি বলিলাম, "আমরা যে তাঁহার উদ্ধারচেষ্টায় এখানে আসিয়াছি, তাহা তাঁহাকে জানাইবার উপায় করিতে পারিবে?

কন্ষ্টানিডিস বলিল, "চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু কাজটি সহজ নহে, ইহাতে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে; যে বাড়ীতে তিনি এখন বাস করিতেছেন, সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত আছে, সে দিকে যাইবার উপায় নাই।"

আমি বলিলাম, "কাজটি বড় কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে।"

মানালাকি মাথা নাড়িয়া আমার কথার সমর্থন পূর্ব্বক বলিল, "তা বটেই ত, তা বটেই ত।"

কন্ষ্টানিডিস পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইল, সমস্ত দিনের মধ্যে সে ফিরিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া যে সংবাদ জানাইল, তাহা বিন্দুমাত্র আশা-প্রদ নহে। তাহার মুখে শুনিলাম, সুলতান সাজ-সজ্জা করিয়া অলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রাসাদে প্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত দেখা গিয়াছে। অলিভিয়া সুলতানের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সুলতানের অপমান করিয়াছেন। সুলতান আদেশ দিয়াছেন, পরদিন তিনি অলিভিয়াকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া কয়েদ

করিয়া রাখিবেন ; তাহাতেও যদি অলিভিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রাণবধ করিবেন। অলিভিয়াও বলিয়াছেন, যদি তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার করা হয়, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিয়া সুলতানের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।—আমরা যে তাঁহার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি, এ সংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম,"আজ যদি অলিভিয়াকে উদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে আর তাঁহার উদ্ধারের আশা নাই ; তিনি সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করিলে আমাদিগকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে ; তাহা অপেক্ষা সমুদ্রে ডুবিয়া মরা ভাল।"

মানালাকি দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, আজ রাত্রেই তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইবে, এখন তিনি যে বাড়ীতে আছেন, আমরা সেইখানেই যাইব ; দেখিব, কাহার সাধ্য মানালাকির গতি রোধ করে। প্রাণ যায় স্বীকার, কার্য্যোদ্ধার না করিয়া সেই গৃহ ত্যাগ করিব না।"

মানালাকির কথা শেষ হইতে না হইতে রাজপথে বহু লোকের হুঙ্কার শুনিতে পাইলাম, যেন শ শত লোক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছে।

মানালাকি বলিল, "কোথাও দাঙ্গা বাধিল না কি ? এত লোক একত্রে এমন চীৎকার করিতেছে কেন ?"

ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু চীৎকার ক্রমেই নিকট-তর হইতে লাগিল, বোধ হইল, সহস্রাধিক লোক সেই চীৎকারে যোগ দিয়াছে, তাহাদের কণ্ঠস্বরে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "কনষ্টানিডিস, এই উত্তম সুযোগ, চারিদিকে

যেরূপ গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আমরা নিজেই অলিভিয়ার বাসগৃহে উপস্থিত হইতে পারিব তুমি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল।"

কনৃষ্টানিডিস বলিল, "আমি প্রস্তুত আছি, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, সঙ্গে অস্ত্র আছে ত ?"

আমি ও মানালাকি উভয়েরই পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলাম। পিস্তল টোটায় পূর্ণ ছিল।

রাজপথে জনকোলাহল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; জনতায় লোকসংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল; চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল, সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খল। সুলতানের প্রজাবৃন্দ উন্মত্তপ্রায় হইয়া পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই শুনিতে পাইলাম, একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "সুলতান যে খৃষ্টানীটাকে বিবাহ করিবার জন্য এখানেধ রিয়া আনিয়াছেন, তাহাকে তিনি বিবাহ করিলে এ রাজ্যে খৃষ্টানেরাই কর্ত্তা হইয়া উঠিবে, আগে সেই খৃষ্টানীটাকে খুন কর।"

বুঝিলাম, অলিভিয়ার হৃদয়-শোণিতপাতের জন্য ক্রুদ্ধ নাগরিক-বর্গ উন্মত্ত উঠিয়াছে, আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

আলভিয়াকে হত্যা করিবার জন্য উন্মত্ত নগর-বাসিগণের এই প্রকার আগ্রহের পরিচয় পাইয়া আমার ভয় ও দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, আমার আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল; আমি নিজের বিপদের কথা বিস্মৃত হইলাম এবং কিরূপে অলিভিয়াকে নিরাপদ্ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, অলিভিয়ার ন্যায় সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় রমণীর জন্য আর কেহ কখনও এতদূর ভীত বা ব্যাকুল হয় নাই।

পথে বিস্তর জনসমাগম, সকল লোকই ক্রুদ্ধ, সকলেই উন্মত্ত; সুলতান প্রধানা বেগমকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একজন বিদেশিনী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী যুবতীকে সমুদ্রপার হইতে আনিয়া প্রধানা মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছেন, এ কথা মুহূর্ত্তমধ্যে দাবানলের ন্যায় নগরে নগরে প্রচারিত হইল, নগরবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইল, প্রতি মুহূর্ত্তে বিদ্রোহীদলের বলসঞ্চয় হইতে লাগিল, তাহারা "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিপুল সলিলোচ্ছ্বাসের ন্যায় দিগ্ দিগন্তে ধাবিত হইল, সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিলে সাহসিক বীরের হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হয়; তেমন দৃশ্য জীবনে কখনও দেখি নাই; উন্মত্তপ্রায় বর্ব্বরবৃন্দের সেইরূপ বিকট চীৎকার-ধ্বনি আর কখনও আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই; বুঝিলাম, এই সকল উত্তেজিত

প্রজার বিদ্রোহানল সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না। অলিভিয়ার হৃদয়-শোণিতে তাহাদের দারুণ পিপাসা প্রশমিত হইবে না, তাহারা নগর লুণ্ঠন করিবে, শান্তি পদদলিত করিবে, নররক্তে রাজপথ কর্দ্দমিত করিবে। অলিভিয়ার ন্যায় সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা, পবিত্র কুসুমরূপিণী রমণীর প্রতি তাহাদের আক্রোশের এত কারণ কি, বুঝিতে পারিলাম না; আমার অনুমান হইল, ভিতরে ভিতরে কোন একটা ষড়্যন্ত্র চলিতেছে, প্রাচ্য-ভূখণ্ডের অধিবাসিগণের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত, উত্তেজনার বিশেষ কারণ সত্বেও অনেক সময় তাহারা উত্তেজিত হয় না, আবার অকারণেই উত্তেজিত হইয়া চারিদিকে লণ্ড-ভণ্ড উপস্থিত করে।

যাহা হউক, আমরা উত্তেজিত জনসাধারণের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কন্‌ষ্টানিডিসের অনুসরণ করিতে লাগিলাম; অনেক স্থানেই জনতায় রাজপথ অবরুদ্ধ, সুতরাং আমাদিগকে অনেক গলি ঘুরিয়া চলিতে হইল; এজন্য যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, আমার উৎকণ্ঠাও তত বাড়িয়া উঠিল; আমরা যে ভাবে ছুটিতে লাগিলাম, প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াও লোকে সে ভাবে দৌড়াইতে পারে না. আমরা কৃত-কার্য্য হইতে পারিব কি না, যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া অলিভিয়াকে জীবিত দেখিতে পাইব কি না, বুঝিতে পারিলাম না।

একটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গলির মোড়ে আসিয়া কন্‌ষ্টানিডিস ফিরিয়া দাঁড়াইল, আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আর একটা মোড় ঘুরিলেই আমরা সেই বাড়ী দেখিতে পাইব; তাহা অধিক দূর নহে।"

কন্‌ষ্টানিডিসের কথায় মনে একটু সাহস হইল, বিদ্রোহীদল তখনও সেদিকে উপস্থিত হয় নাই; অলিভিয়া কোথায় আছেন, হয় ত তাহারা তাহা জানিত না, না হয়, তাহারা যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র সঞ্চয় করিতে পারে

নাই বলিয়া তখন পর্য্যন্ত রক্ষী সৈন্তগণের সম্মুখীন হইতে সাহস করে নাই।

আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলাম। কনষ্টানিডিস বলিল, "আপনারা দুজনে একটু আড়ালে অপেক্ষা করিবেন, আমি সদর-দরজায় গিয়া দ্বাররক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতে চাহিব। সে নিশ্চয়ই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবে না, তখন আমি তাহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিব, আমার সহিত ঝগড়া করিবার সময় অন্যদিকে তাহার দৃষ্টি থাকিবে না, এই অবসরে আপনি একলম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এমন জোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিবেন, যেন সে টুঁ-শব্দটিও করিতে না পারে। ইতিমধ্যে আমি ও মানালাকি দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিব, আপনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের অনুসরণ পূর্ব্বক ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিবেন। এই বাড়ীর ভিতর অধিক প্রহরী নাই, আমি সে সংবাদ পাইয়াছি; অন্দরে যে কয়েকজন প্রহরী আছে, তাহাদিগকে পরাজয় করা আমাদের পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না, সে চিন্তায় এখন আবশ্যকও নাই: অন্দরে প্রবেশ করিবার পর যাহা সঙ্গত হয়, তখন করা যাইবে।"

গৃহ-প্রবেশের অন্ত উপায় না থাকায় অগত্যা এই যুক্তি অনুসারে কার্য্য করাই সঙ্গত মনে হইল।

আমি ও মানালাকি দ্বারের অদূরে লুকাইয়া রহিলাম, কনষ্টানিডিস সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী প্রহরীর সহিত বাগ্‌-বিতণ্ডা আরম্ভ করিল; তাহার পর মানালাকি দক্ষিণ হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র আমি মহাবেগে ধাবিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই প্রহরীর স্কন্ধে নিপতিত হইলাম এবং সজোরে তাহার

গলা টিপিয়া ধরিলাম, প্রহরী দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সে সশব্দে দ্বারের উপর পড়িয়া মস্তকে ভয়ানক আঘাত পাইল ; সঙ্গে সঙ্গে ঝন্-ঝন্ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল ; সেই মুহূর্ত্তে মানালাকি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ইঙ্গিত করিল, আমি আমার রুমাল দিয়া সেই নিউবিয়ান প্রহরীর কণ্ঠদেশ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া একলম্ফে মানালাকির অনুসরণ করিলাম। আমার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রহরী দ্বারপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সেই সময় আমার দেহে কোথা হইতে যেন মত্ত-মাতঙ্গের বল আসিয়াছিল, সহজ অবস্থায় আমি সেই বল-বান্ নিউবিয়ান প্রহরীকে নিশ্চয়ই এ ভাবে অভিভূত করিতে পারি-তাম না।

আমরা গৃহ-প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিবামাত্র অদূরবর্ত্তী রাজ-পথে উন্মত্ত নগরবাসিগণের "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি শুনিতে পাই-লাম আমি মানালাকিকে বলিলাম, "ঐ দেখ, নগরবাসীরা আসিয়া পড়িয়াছে, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহারা এই গৃহ আক্রমণ করিবে। আর এক মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করা হইবে না, অবিলম্বে অগ্রসর হও।"

আমরা গৃহের অভ্যন্তরস্থ প্রশস্ত বারান্দায় প্রবেশ করিয়া রিভল-বার-হস্তে সিঁড়ীর সন্ধানে পাগলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ; সৌভাগ্যবশতঃ সিঁড়ি পাইতে বিলম্ব হইল না, দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম, ছয়জন অস্ত্রধারী প্রহরী সেখানে পাহারায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের দলপতিকে আমি চিনিতে পারিলাম, সে সুলতানের একজন দেহরক্ষী।

আমাদিগকে এই ভাবে অনধিকার-প্রবেশ করিতে দেখিয়া, প্রহরী কর্কশ-স্বরে আমাদের অনধিকার-প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিল

আমি তাহার সহিত বাদানুবাদ করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, সে তরবারি নিষ্কোষিত করিবার পূর্ব্বেই তাহার দক্ষিণ-হস্তের মণিবন্ধ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলাম, তাহার হস্তে গুলী বিদ্ধ হইল, সে আমাকে আক্রমণ করিবে কি, নিদারুণ যন্ত্রণায় সেইখানে বসিয়া পড়িল। ইত্যবসরে আর একজন প্রহরী আমার স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিল, আমি তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলাম, নতুবা বোধ হয়, সেই আঘাতেই আমার মস্তক দেহচ্যুত হইত। আমাকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া মানাগাকি বন্দুক দ্বারা তাহার মস্তকে এমন বলে আঘাত করিল যে, সেই আঘাতে প্রহরী অচেতন হইয়া পড়িল। তৃতীয় প্রহরী নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল, কনষ্টানিডিস তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রাণহীন দেহ ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

প্রহরিত্রয়ের এই অবস্থা দেখিয়া অবশিষ্ট তিন জন প্রহরী প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। তখন আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, "দেখ, কোন্ ঘরে অলিভিয়াকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে; তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইলে উন্মত্ত নাগরিকদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রহরীরা এখানে আসিয়া পড়িবে, তখন পলায়নের আর উপায় থাকিবে না।"

আমরা তিন জনে ঝড়ের ন্যায় বেগে সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কক্ষেই অলিভিয়ার সাক্ষাৎ পাইলাম না। তখন আমি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে অলিভিয়ার নাম ধরিয়া চীৎকার-শব্দে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

অনেকক্ষণ পরে সেই প্রকোষ্ঠ শ্রেণীর এক প্রান্তে অবস্থিত একটি

ক্ষুদ্র কুঠারীর ভিতর হইতে অস্ফুট বিলাপধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, দেখিলাম, সেই কুঠারীটির দ্বার তালা দিয়া বাহির হইতে বন্ধ। আমি পদাঘাতে সেই দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।

দ্বার ভঙ্গ করিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলাম, লেডী অলিভিয়া বক্ষঃস্থলে উভয় হস্ত সংস্থাপিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার সুন্দর মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট, অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদেশ প্লাবিত।

আমাকে দেখিয়া অলিভিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, আপনার আর কোন ভয় নাই, আমার উপর আপনি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন।"

মানালাকি আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল; আমি সেই কক্ষের বাতায়নের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিবামাত্র সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বাতায়নটি পরীক্ষা করিতে গেল; তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "জানালাটি অত্যন্ত শক্ত বোধ হইল, তবে আমরা উভয়ে চেষ্টা করিলে বোধ হয়, ভাঙ্গিতে পারিব।"

আমরা উভয়ে জানালার পাশে আসিয়া সবেগে তাহাতে পদাঘাত করিতে লাগিলাম, পুনঃ পুনঃ পদাঘাতে জানালার বারগুলি চূর্ণ হইয়া গেল।

সেই ভগ্ন বাতায়নে মস্তক প্রবেশ করাইয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, উন্মত্ত নগরবাসীরা অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে; এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেন যে, তাহারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম,বুঝিলাম, প্রহরীরা বিপদের অশঙ্কা

করিয়া প্রথমে তাহাদের দরজা খুলিয়া দেয় নাই, অবশেষে তাহারা বলপূর্ব্বক অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে।

সেই ভগ্ন বাতায়ন দিয়া নীচে নামিবার সুবিধা হইবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম ; সেই দ্বিতলটি তেমন উচ্চ নহে, সেখান হইতে নিম্নতল আট হাতের অধিক হইবে না ; আমরা অনায়াসেই সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারি, কিন্তু অলিভিয়াকে লইয়াই বিপদ্ ! তাঁহাকে কিরূপে নামাইয়া দিব ?

আমি সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কক্ষটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহা সুসজ্জিত। অদূরে একটি আলনার উপর একখানি কারুকার্য্য-খচিত সুদৃশ্য মূল্যবান্ শাল ছিল ; আমি সেই শালখানি টানিয়া লইয়া অলিভিয়াকে বলিলাম, "আপনি যদি সাহস করেন, তাহা হইলে এই শালের সাহায্যে জানালা দিয়া আপনাকে নীচে নামাইয়া দিতে পারি ; আপনি শালের এক প্রান্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিবেন, আমরা তাহার অন্য প্রান্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনাকে নামাইয়া দিব ; কিন্তু সাবধান, আপনি যদি ভয়বিহ্বল হইয়া নামিতে নামিতে শাল ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে পড়িয়া গিয়া আহত হইবেন, তখন আপনাকে উদ্ধার করা আরও কঠিন হইবে।"

অলিভিয়া বলিলেন, "আমি তাহা পারিব, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, নীচে লোকের চীৎকার শুনিতেছেন না ? উহারা নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে।"

আমি আর কোন কথা না বলিয়া শালের এক প্রান্ত তাঁহার হস্তে দিলাম, তিনি দুই হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা চাপিয়া ধরিলে, আমি তাঁহাকে সেই ভগ্ন বাতায়ন-পথে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিলাম। মানালাকি শালের অপর প্রান্ত ধরিয়া রহিল। অলিভিয়া নিম্নস্থ প্রাঙ্গণে

অবতরণ করিলে কন্‌ষ্টানিডিস সেই পথে নীচে লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর মানালাকি নামিল, সর্ব্বশেষে আমি একলম্ফে অলিভিয়ার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম।

প্রাঙ্গণের যে অংশে আমরা অবতরণ করিলাম, সে দিকে তখন জনসমাগম হয় নাই, সেটি ভিতরের মহল; বহিশ্চত্বরের সহিত তাহার সংস্রব ছিল না।

কিন্তু এখনও আমাদের বিপদ্ শেষ হয় নাই; সেই প্রাঙ্গণটি প্রায় পাঁচ হাত উচ্চ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই প্রাচীর কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; অল্পক্ষণ চিন্তার পর একটি উপায় উদ্ভাবন করিলাম, মানালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি তোমার কাঁধে উঠিলে তুমি দাঁড়াইতে পারিবে?"

মানালাকি বলিল, "সে আর কঠিন কথা কি? তাহা অনায়াসেই পারিব।"

আমি বাল্যকাল হইতেই ব্যায়ামে অভ্যস্ত; মানালাকির কথা শুনিয়া তাহার উভয় স্কন্ধে দুই পা রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, মানালাকি আমাকে কাঁধে লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন আমি সহজেই সেই প্রাচীরের উপর উঠিতে সমর্থ হইলাম।

আমি প্রাচীরে আরোহণ করিলে মানালাকি অলিভিয়াকে কাঁধে তুলিয়া আমার পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল, আমি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অলিভিয়ার দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকেও প্রাচীরের উপর টানিয়া তুলিলাম। মানালাকি এই ভাবে খর্ব্বকায় কন্‌ষ্টানিডিসকেও প্রাচীরে তুলিয়া দিল। নীচে মানালাকি একা দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু তাহার ন্যায় জোয়ানের পক্ষে পাঁচ হাত উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে, সে অল্প চেষ্টাতেই প্রাচীরের উপর উঠিতে সমর্থ হইল।

প্রাচীরের উপর হইতে রাজপথে অবতরণ করা তেমন কঠিন হইল না ; প্রাচীর হইতে নামিয়া আমরা শুনিতে পাইলাম, ক্রুদ্ধ নাগরিকেরা সেই অট্টালিকার দ্বিতলে উঠিয়া হুঙ্কারধ্বনি করিতেছে, আর কয়েক মিনিট বিলম্ব হইলেই আমরা তাহাদের কবলে নিপতিত হইতাম।

আমি মানালাকিকে বলিলাম, "কোন্ পথে যাইতে হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি পথ চেন কি ?"

মানালাকি বলিল, "হাঁ, চিনি, এখন কি করিতে হইবে, বলুন।"

আমি বলিলাম, "তাড়াতাড়ি আমাদের আড্ডায় ফিরিয়া ঘোড়া তিনটিকে সজ্জিত কর, অবিলম্বে আমাদিগকে নগর ত্যাগ করিতে হইবে, বিলম্ব হইলে আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে।"

আমার আদেশমত মানালাকি বায়ুবেগে প্রস্থান করিল, কনৃষ্টানিডিস আমাদের পথ দেখাইয়া দেখাইয়া চলিতে লাগিল, অলিভিয়া তেমন দ্রুত চলিতে পারিলেন না, সেই জন্য আমাদিগকে একটু ধীরে ধীরে চলিতে হইল, প্রতি পদক্ষেপে আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, অলিভিয়া হয় ত ভয়ে পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

আমি আমার আশঙ্কার কথা অলিভিয়াকে বলিলাম. তিনি বলিলেন, "আপনার ভয় নাই, যেমন করিয়া পারি, আমি এ পথটুকু যাইব। আশা করি, আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না।"

কনৃষ্টানিডিস বলিল, "না, আমাদের অধিক দূর যাইতে হইবে না, একটি ছোট রাস্তা পার হইলেই আমাদের বাসায় পৌঁছিব।"

প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম ; বিদ্রোহীরা তখন সেদিকে ছিল না, সুতরাং পথে কোন বাধা

পাইলাম না ; দ্বারপ্রান্তে দেখিলাম,মানালাকি ঘোড়া তিনটিকে সজ্জিত করিয়া আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

আমি, মালানাকি ও কন্‌ষ্টানিডিস অশ্ব তিনটিতে আরোহণ করিলাম, তাহার পর অলিভিয়াকে আমার কোমরের কাছে তুলিয়া লইলাম, অলিভিয়া এভাবে যাইতে প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায়, আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে কোন উপায় ছিল না, অগত্যা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। অমি এক হস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম, অলিভিয়ার মুক্ত কুন্তলরাশির সৌরভ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল ; আমার মনে হইল, এমন সুন্দরীকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াও সুখ আছে। অলিভিয়ার প্রাণ-রক্ষার জন্য পৃথিবীতে কিছুই আমার অসাধ্য ছিল না।

রাজপথে জন-মানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, আমরা ঘোড়া ছুটাইয়া নগর-তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, তোরণদ্বার অবরুদ্ধ, আমাদিগকে অশ্বারোহণে তোরণ-দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া একজন প্রহরী আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সে কোনমতেই দ্বার খুলিয়া দিতে সম্মত হইল না। আমি দেখিলাম, বলপ্রকাশ করিয়া ফল নাই ; কারণ, সেখানে প্রহরীর সংখ্যা অনেক, বিশেষতঃ আমাদের সঙ্গে আত্মরক্ষায় অসমর্থ একটি স্ত্রীলোক আছেন, সুতরাং বলপ্রয়োগের পরিবর্ত্তে আমি উৎকোচের সহায়তা গ্রহণ করিলাম। আমি পকেট হইতে একমুঠা স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া প্রহরীকে দেখাইয়া বলিলাম, "দ্বার খুলিয়া দাও, ইহাই পুরস্কার পাইবে।"

বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া প্রহরীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান অন্তর্হিত হইল, সে তাহার সঙ্গিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে ফটক খুলিয়া

দিল, আমি স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রহরীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দেউড়ী অতিক্রম করিলাম। এবং তিন জনে মুক্ত প্রান্তর-পথে সবেগে অশ্ব পরিচালন করিলাম। এতক্ষণ পরে আমরা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম।

চলিতে চলিতে প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল, সুলতানের অশ্বারোহী সৈন্যগণ অবিলম্বে আমাদের অনুসরণ করিবে, তথাপি যথা-সাধ্য দ্রুত অশ্বচালনা করিতে পারিলাম না, আমরা দুইজনে এক ঘোড়ায় আরোহী, তাহার সবেগে দৌড়াইবার শক্তিও ছিল না। লেডী অলিভিয়া উভয় হস্তে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহি-লেন, এবং পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞ-দৃষ্টে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার জন্য এমন কি করিয়াছি? যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা আমার আত্মসম্মান-রক্ষার জন্যই করিয়াছি; তাঁহাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে আমি কখনই দারুণ অনুশোচনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম না; কিন্তু এখনও আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, কিন্তু সে কর্ত্তব্য কি, সে কথা পরে জানিতে পারিবে।

প্রায় মধ্যরাত্রে আমাদের অশ্ব অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা পথি-প্রান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিলাম। সেই মধ্যরাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র-শোভিত মুক্ত গগনতলে সুদূর-বিস্তৃত প্রান্তরবক্ষে অলিভিয়ার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা ভাষায় পরিব্যক্ত হইবার নহে; কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তিলাভের আশা নাই।

আমাদের অশ্ব কিছুকাল বিশ্রাম করিলে, পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিলাম; এই দীর্ঘপথ অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করিয়া অলিভিয়া অত্যন্ত

অসুস্থ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু উপায় নাই, এই অবস্থায় আরও কিছু দূর যাইতে হইবে; চলিতে চলিতে লেডী অলিভিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"মিঃ গিব্‌সন্‌, সমস্ত ব্যাপার আমার নিকট ভোজবাজীর মত বোধ হইতেছে, আপনি এই ভয়ানক স্থানে ঠিক সময়ে আসিয়া কিরূপে আমাকে উদ্ধার করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানেরা আমাকে এখানে চুরি করিয়া আনিয়াছে, তাহাই বা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

আমি বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া, সে অনেক কথা, এখন সে কথা বলিবার সময় নহে, সময়ান্তরে সকল কথা আপনাকে বলিব। অশ্ব-পৃষ্ঠে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে আপনার বড় কষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনার কষ্ট দূর করিবার কোন উপায় নাই।"

অলিভিয়া বলিলেন, "হউক কষ্ট, আমি এই কয়েকদিন শত্রু-হস্তে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহার তুলনায় এ কষ্টকে আমি কষ্ট বলি-য়াই মনে করিতেছি না।"

আমি বলিলাম,"আপনি যে কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছেন, ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। আমার সঙ্গী এই গ্রীক বন্ধুদ্বয় আপ-নার উদ্ধারের চেষ্টায় এতদূর আমার সঙ্গে না আসিলে আমি আপনার উদ্ধার-সাধনে একাকী কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারি-তাম না।"

আমি মানালাকি ও কন্‌ষ্টানিডিসের সহিত অলিভিয়ার পরিচয় করাইয়া দিলাম, অলিভিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মানালাকি বলিল, "আমরা যথেষ্ট পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে আপ-

নার এই সামান্য উপকারটুকু করিয়াছি, এজন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অনাবশ্যক ; আপনাকে যে মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য, আপনি কখনও কখনও এই গরিবদের কথা স্মরণ করিবেন ”

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্যভেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল, তখনও আমাদের পথের শেষ হইল না; অতঃপর এক অশ্বে উভয়ে চড়িয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ায় আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। আমি অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু মানালাকি আমাকে তাহার ঘোড়া লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন অগত্যা আমি তাহার অশ্বে আরোহণ করিলাম। সে আমাদের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল।

এবার অ'লভিয়া অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন, অশ্বারোহণে তিনি সুনিপুণা, কিন্তু সে এ শ্রেণীর অশ্ব নহে, তাহার জিন স্বতন্ত্র, লাগাম স্বতন্ত্র, কিন্তু আমরা যে অশ্বে সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেরূপ অশ্বে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা রমণীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

আমরা উভয়ে পাশাপাশি চলিতে চলিতে গল্প করিতে লাগিলাম; অলিভিয়াকে আমি বলিলাম, "আপনি দুই জন কর্ম্মচারীর সহিত বাজারে বাহির হইয়াছিলেন, তাহার পর দোকান হইতে হঠাৎ কিরূপে অদৃশ্য হইলেন, জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

অলিভিয়া বলিলেন, "আপনার কৌতূহল দূর করা আমার সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি যে সে সকল কথা গোছাইয়া বলিতে পারিব, তাহা মনে হয় না, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়া অনেক কথা ঠিক স্মরণ নাই। আমি লাটসাহেবের সেক্রেটারী ও এডিকঙের সহিত বাজার করিতে

বাহির হইয়াছিলাম ; এ দোকান সে দোকান ঘুরিয়া অবশেষে একটা মনোহারীর দোকানে যাই ; তাহা একজন স্ত্রীলোকের দোকান ; আমার সঙ্গীদ্বয় দোকানের বাহিরে আমার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরেই দুই জন দেশীয় লোক সেই দোকানে উপস্থিত হইল, তাহারা আরব কি মুর, ঠিক বলিতে পারি না। তাহারা দোকানে প্রবেশ করিয়াই দোনানদারের সহিত দেশীয় ভাষায় কি পরামর্শ করিতে লাগিল, আমি তাহাদের কথা বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের কথা শেষ হইলে দোকানদার আমাকে বলিল, 'আমি যে জিনিস চাই, তাহা ভিতরের দিকে গুদামে আছে, গুদাম হইতে তাহা বাহির করিয়া আনিতে অনেক সময় লাগিবে, সুতরাং আমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সহিত গুদামে যাইলে সে তাহা দেখাইতে পারে।' তাহার কথা শুনিয়া আমি নিঃসন্দেহে তাহার সহিত গুদামে চলিলাম ; আমি গুদামে প্রবেশ করিবামাত্র আগন্তুকদ্বয়ের একজন পশ্চাৎ হইতে আমাকে আক্রমণ করিল, আর একজন আমি চীৎকার করিবার পুর্ব্বেই আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, আমার আর চীৎকার করিবার শক্তি রহিল না ; দোকানদার অদূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল ; এমন ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াও সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হইল না।"

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও দোকানদার এ সকল কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করে নাই ; আমি মানালা ক ডাকিয়া দোকানদারের নষ্টামীর কথা বলিলাম।

মানালাকি বলিল, "আমি ত - আগে জিব্রাল্টরে ফিরিয়া যাই, হার পর ভালিয়সিকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিব। আমি প্রথম হই-

তেই বুঝিয়াছিলাম, দোকানদারের অজ্ঞাতসারে এ কার্য্য কখনই হয় নাই।"

আমি লেডী অলিভিয়াকে বলিলাম, "তাহার পর কি হইল, বল না?"

অলিভিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার মুখ বাঁধিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা আমার দুই হাত পশ্চাতের দিকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। এই দেখুন, আমার হাতে এখনও সেই দাগ আছে।"—অলিভিয়া তাঁহার সুন্দর সুগোল শুভ্র হাত আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, বন্ধন-রজ্জুর দাগ তখনও মিলায় নাই, যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে; সেই দাগ দেখিয়া আমার মনে এমন ক্রোধের সঞ্চার হইল যে, সে সময় যদি এব্রাহিম হোসেন ও মূলী হোসেন আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমি গুলী করিয়া মারিতাম।

অলিভিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "দুরাত্মারা আমাকে বাঁধিয়া একটী ভয়ঙ্কর নোংরা ক্ষুদ্র কুঠারীর মধ্যে লইয়া গেল; সেখানে আমাকে প্রায় এক ঘণ্টা কয়েদ করিয়া রাখিল; তাহারা দরজা বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ পরে তাহাদের একজন একটি পিস্তল লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কর্কশস্বরে আমাকে বলিল, যদি আমি তাহাদের সঙ্গে না যাই বা তাহারা যে আদেশ করিবে, তাহা পালন না করি, তাহা হইলে তাহারা আমাকে কুক্কুরের মত গুলী করিয়া মারিবে। আমি প্রথমে তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম, তাহাদিগকে জানাইলাম, আমার আত্মীয়েরা সামান্য লোক নহেন, তাঁহারা শীঘ্রই আমার সন্ধানে বাহির হইবেন, এই অত্যাচারের কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিবে না, তাহারা ভয়ানক শাস্তি পাইবে। আমার কথা শুনিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা কিছুমাত্র ভীত

হইল না। আমাকে পুনর্ব্বার গুলী করিবার ভয় দেখাইল, তখন আমি অগত্যা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম ; তাহারা আমার হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল, আমাকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে, যদি আমি পলায়নের চেষ্টা করি, কিংবা কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে গুলী করিবে ; আমি নিঃশব্দে তাহাদের অনুসরণ করিলে আমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আমি প্রাণভয়ে অগত্যা তাহাদের অনুসরণ করিলাম ; দুঃখে, কষ্টে, অপমানে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমাকে তাহারা কেন ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, কোথায় লইয়া যাই-তেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; আমার বিশ্বাস হইল, তাহারা আমাকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে, তদ্ভিন্ন আর তাহাদের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ? কিন্তু আমাকে বধ করিয়া যে তাহাদের কি লাভ, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না, আমার সঙ্গে তেমন অধিক অর্থ ছিল না, আমার অঙ্গেও এত অধিক অলঙ্কার ছিল না যে, তাহার লোভে তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। মিঃ গিব্‌সন, সে সময় আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার আমার শক্তি নাই। আমি মুক্তিলাভের জন্য তাহাদের কত অনুনয়-বিনয় করিলাম, তাহাদিগকে অনেক টাকা দিব বলিয়া লোভ দেখাইলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না, এমন কি, আমি তাহাদিগকে নগদ দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেও তাহারা আমাকে ছাড়িল না ; তাহার বলিল, টাকায় তাহাদের প্রয়োজন নাই, আমাকেই তাহারা চায়।"

অলিভিয়ার এই শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া দুঃখে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল, দুর্ব্বৃত্তদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়া আমি ক্রোধে গর্জ্জন

করিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "যদি এই সকল কথা সে সময় জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই স্থানেই সেই দুই নরপশুকে হত্যা করিয়া আপনার উদ্ধার-সাধন করিতাম। আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া জিব্রাল্টরের কোথায় না আপনার অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে। তার পর কি হইল, বলুন।"

অলিভিয়া বলিতে লাগিলেন, "সেই দুই জন লোক একটা গলির ভিতর দিয়া পাহাড়ের উচ্চতর অংশে আমাকে লইয়া চলিল এবং আমাকে একটা কদর্য্য ঘরে পুরিল, এমন দুর্গন্ধময় নোংরা ঘর আমি জীবনে দেখি নাই; সেই ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া একজন একটি বোতল হইতে গ্ল্যাসে এক রকম তরল পদার্থ ঢালিয়া তাহা আমাকে পান করিতে আদেশ করিল; সে কি জিনিস, জানিতে না পারায় আমি তাহা পান করিতে অসম্মত হইলাম, তাহারা আমাকে পুনঃ পুনঃ ভয় দেখাইতে লাগিল, কিন্তু আমি স্থির করিলাম, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, আমি তাহা পান করিব না, তাহা বিষ, কি আর কিছু, কিরূপে বলিব? আমাকে তাহাদের আদেশ-পালনে অসম্মত দেখিয়া তাহারা ক্লোরোফরম-প্রয়োগে আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল, সুতরাং তাহার পর কি হইল, বলিতে পারি না। আমার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে দেখিলাম, আমি একখানি বোটের মধ্যে শয়ন করিয়া আছি; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ইহারা আমাকে চুরি করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, এ ভাবে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যই বা কি, ইহা বুঝিতে না পারিয়া সে কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাহাদের নিকট কোন উত্তর পাইলাম না, আমি ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলাম, আমার রোদনে তাহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার

হইল না। আমার পিতা-মাতার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহারা আমার অদর্শনে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন,বুঝিতে না পারিয়া আমি অধিকতর কাতর হইয়া পড়িলাম। এই ভাবে ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম, বোটও থামে না,পথেরও শেষ হয় না, আমার মনে হইতে লাগিল,বুঝি অনন্ত-কাল ধরিয়া এইভাবে সমুদ্রে সমুদ্রে আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। দীর্ঘকাল পরে সমুদ্রতীরে নৌকা ভিড়িল, আমার সঙ্গীরা নৌকা হইতে আমাকে একটি কুটীরে লইয়া গেল, সেই কুটীরের মধ্যে আমাকে প্রায় একঘণ্টা থাকিতে হইল, তাহার পর আমার জন্য ডুলি আসিলে, আমাকে তাহারা সেই ডুলিতে উঠিতে বলিল; ডুলির বাহকেরা আমাকে তাড়াতাড়ি বহন করিয়া লইয়া চলিল ; ডুলির সঙ্গে একদল অস্ত্রধারী প্রহরী ছিল, তাহারা কাহার প্রহরী, ডুলিতে আমাকে কোথায় বা যাইতে হইবে, তাহা জানিতে পারিলাম না; কিন্তু তাহারা যেরূপ তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, যেন তাহারা কাহারও অনুসরণের ভয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

অলিভিয়ার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, নৌকা হইতে নামিয়াই আমরা যে ডুলি দেখিতে পাইয়াছিলাম, সম্ভবতঃ সেই ডুলিতেই অলিভিয়া ছিলেন, তখন যদি সে কথা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইত, তাঁহার উদ্ধারের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না; কিন্তু তখন সে কথা অলিভিয়ার নিকট প্রকাশ করা আবশ্যক মনে হইল না।

অলিভিয়া বলিতে লাগিলেন, "ডুলি-বাহকেরা আমাকে বহন করিয়া একটি নগরে লইয়া গেল, ইহা কোন্ নগর, তাহাও জানিতে পারিলাম না। আপনারা যে বাড়ী হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, ডুলি-বাহকেরা আমাকে সেই বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, আমাকে হত্যা করিবার জন্যই এই সকল আয়োজন, আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি যে সেখানে নীত হইয়াছি, আমার পিতা-মাতা বা বন্ধুগণের তাহা জানিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সুতরাং জীবনে যে আর মুক্তিলাভ করিতে পারিব, সে আশা পরিত্যাগ করিলাম। অবশেষে প্রকৃত ব্যাপার কি, কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম ; সেই দেশের সুলতান আমার অপরিচিত ব্যক্তি নহেন,কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন,আমার পিতা তাঁহাকে একদিন মহা সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে আমাদের পরিবারস্থ সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডে গিয়া সুলতান আমার পিতার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া আমি তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাইলাম। তিনি সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,তাহার পর আমার নিকট এমন একটা কুৎসিত প্রস্তাব করিলেন যে, মিঃ গিব্‌সন, সে কথা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না। তাঁহার কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, আমার মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া সুলতানকে গালাগালি দিলাম। সুলতান আমার কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, যদি আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হই, তাহা হইলে তাঁহার আদেশে আমার নাসা-কর্ণ ছিন্ন হইবে, আমার জিহ্বা উৎপাটিত হইবে, তাহার পর তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া আমার প্রাণ বধ করিবেন। সুলতান আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, পরদিন তিনি আমাকে তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যাইবেন। সুলতানের কথা শুনিয়া আমার ভয়ের সীমা রহিল না, আমি অপমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় আত্মহত্যায়

কৃতসঙ্কল্প হইলাম ; বোধ হয়, আত্মহত্যা করিতাম, কিন্তু সুলতানের প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরেই জানিতে পারিলাম, আমার কোন বন্ধু আমার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, সে বন্ধু আপনি যে, তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। সেই রাত্রে নগরের পথে ভয়ানক জনকোলাহল শুনিয়া আমি মনে করিলাম, সুলতানের অনুচরেরা আমার প্রাণবধ করিতে আসিতেছে। আমি আমার কারাকক্ষে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আপনি আপনার সহচরদ্বয়ের সহিত আমার কারাকক্ষের দ্বার ভাঙ্গিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনি জানেন।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত চাতুর্য্য।

অলিভিয়ার কাহিনী শেষ হইলে প্রায় পনের মিনিট আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না, বালুকা-পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ মরুপথে নীরবে অশ্বারোহণে চলিলাম। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া উঠিল, কিন্তু সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বন্দর সেখান হইতে বড় অধিক দূর নহে,আমরা চেষ্টা করিলে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই বন্দরে উপস্থিত হইতে পারিতাম, কিন্তু দিবাভাগে সেখানে উপস্থিত হইলে পাছে আবার কোন নূতন বিপদে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় আমরা স্থির করিলাম, সমস্ত দিন আমরা কোন বনান্তরালে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে বন্দরে উপস্থিত হইব। মানালাকি ও কনৃষ্টানিডিসের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলাম, তাহারাও এই যুক্তির সমর্থন করিল। আমরা তখন পথ হইতে কিছু দূরে কতকগুলি তালবৃক্ষের অন্তরালে বিশ্রাম করিতে বসিলাম; পথশ্রমে আমরা যেরূপ কাতর হইয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্রামেরও আবশ্যক ছিল।

দীর্ঘকাল সেই স্থানে বিশ্রামের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহণ করিলাম এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার যে বন্ধুটি পূর্ব্বে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন,এবারও তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইলাম। মানালাকি ও কনৃষ্টানিডিসকে সেই রাত্রেই একখানি বোট সংগ্রহ করিতে বলিলাম, আমরা

যত শীঘ্র বন্দর ত্যাগ করিতে পারি,ততই মঙ্গলের বিষয় মনে হইল। কারণ,সুলতানের গুপ্তচরেরা কখন্ যে আমাদের সন্ধানে বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইবে, কে বলিতে পারে? এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেন যে তাহারা আমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ কি?

বন্ধুগৃহে আহারান্তে মানালাকি ও কন্‌ষ্টানিডিস নৌকার সন্ধানে বাহির হইল। সেই রাত্রে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল, আমরা ঘরের মধ্যে গরমে অস্থির হইয়া উঠিলাম। লেডী অলিভিয়াকে বলিলাম, "যেরূপ গরম, তাহাতে ঘরের মধ্যে তিষ্ঠান ক ন। চলুন, আমরা খোলা ছাদের উপরে যাই, ছাদের উপর বোধ হয়, এত গরম লাগিবে না।"

অলিভিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমরা উভয়ে ছাদে গিয়া বসিলাম, তখন পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছিল, সুবিমল চন্দ্র-কিরণে চতুর্দ্দিক্ হাস্যময় বোধ হইতেছিল, সেই চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল নৈশ প্রকৃতি পরম উপভোগ্য, কিন্তু আমার তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি ছিল না, তখন আমার হৃদয় গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন, আমার অতীত-জীবনের অনেক কথা মনে পড়িতেছিল; মনে হইতেছিল, আমার জীবন-নাটককে তিনটি বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম অঙ্ক উদ্দেশ্যহীন আনন্দপূর্ণ বাল্যজীবন; তখন সমগ্র পৃথিবী আমার লীলাক্ষেত্র; জীবনের সেই সুখের দিন স্মরণ করিয়া আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। তাহার পর যে দিন ঘটনা-চক্রে সুলতানের কারাগারে প্রবেশ করিলাম, সেই দিন আমার জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ এবং যে দিন লেডী অলিভিয়ার সহিত ইংলণ্ডে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতে আমার জীবনের

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে কি হইবে, কে বলিতে পারে ?

আমাকে নীরব দেখিয়া অলিভিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্‌! আপনাকে এত গম্ভীর দেখিতেছি কেন ?"

আমি বলিলাম, "আজ আপনাকে যে সকল কথা বলিব, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমার গম্ভীর ও বিমর্ষ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে ; আজ আমি আপনার নিকট কোন গুরুতর অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

চন্দ্রালোকে অলিভিয়ার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। অলিভিয়া এক মুহূর্ত্তকাল সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্‌, আপনি এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, সে কথা আমাকে না বলিলে চলিতেছে না ? তাহা নিশ্চয়ই কোন অপ্রীতিকর কথা। যাহা বলিতে আপনার মনে কষ্ট হয়, এরূপ কোন কথা শুনিবার জন্য আমি বিন্দুমাত্র উৎসুক নহি।"

আমি বলিলাম, "আপনি উৎসুক না হইলেও আজ আপনাকে সে কথা বলিতে হইবে, আপনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রবণ করুন।"

অলিভিয়া কোন কথা কহিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া ! আজ আমি আপনাকে যে কথা বলিব, তাহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। আমি দীর্ঘকাল সুস্থিরচিত্তে স্বদেশে বাস করিতে পারি নাই। যৌবনারম্ভের পর হইতেই নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; জীবিকার্জ্জনের জন্য অনেক সময় আমাকে

বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে ; কয়েক মাস পূর্ব্বে কোন একটি গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া আমি আবেরিয়ার সুলতানের রাজধানীতে উপস্থিত হই ; আমার এই কার্য্যটি সুলতানের অনুকূলে নহে ; সুতরাং আমার ধরা পড়িলে প্রাণনাশের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল।"

অলিভিয়া বলিলেন, "সেরূপ কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে আপনি ত অনায়াসেই ব্রিটিশ কন্সলের সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারিতেন।"

আমি বলিলাম, "না, আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারিলে কন্সল আমাকে সাহায্য করিতেন না, আমি তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিতে পারিতাম না। যাহা হউক, আমি কাজ প্রায় শেষ করিয়া তুলিয়াছিলাম, আর দুই এক দিন হইলেই আমি নিরাপদে স্বদেশে যাত্রা করিতে পারিতাম, এমন সময় সুলতানের নিকট আমার গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আমি গোপনে পলায়নের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সুলতানের প্রহরীরা পথ হইতে আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল, তাহার পর আমাকে কস্‌বায় কয়েদ করিয়া রাখিল।"

অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কস্‌বা জিনিসটি কি ?"

আমি বলিলাম, "তাহা সুলতানের কারাগার। এমন ভীষণ কারাগার পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কি না, জানি না ; সেই কারাগারের সম্বন্ধে আপনার মনে ঠিক ধারণা উৎপাদন করা কঠিন, ইংলণ্ডের দরিদ্রতম শ্রমজীবীর কুটীরও তাহার তুলনায় স্বর্গ ; এই কারাগারের অভ্যন্তরে নিত্য যে অত্যাচার, উৎপীড়ন, বর্ব্বরতা চলিতেছে, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই ভিন্ন অন্যে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। ইহা নরকতুল্য স্থান, সেই অন্ধকার নরকে আমি নিক্ষিপ্ত হইলাম।"

অলিভিয়া সমবেদনাভাবে বলিলেন, "আহা, কি কষ্ট !"

আমি বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া ! আমার সেই কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া আপনি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু আমি ইহার যোগ্য নহি, সেই কথা বলিবার জন্যই আমার এই কাহিনীর অবতারণা। সেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার যন্ত্রণার সীমা রহিল না। আমি বুঝিলাম, সে নরক হইতে আমার আর উদ্ধার নাই। হয় ত আমার হস্তদ্বয় ছিন্ন হইবে, না হয় আমার জিহ্বা উৎপাটিত হইবে ; ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে ; কারণ, আমি প্রতিদিনই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতাম। আমাকে প্রত্যহ কয়েকটি শুষ্ক খর্জ্জুর আহার করিতে দেওয়া হইত। যে পানীয়-জল প্রদত্ত হইত, তাহার বর্ণ সবুজ ; পথপ্রান্তবর্ত্তী আবর্জ্জনা-পূর্ণ গর্ত্তের জলও তাহা অপেক্ষা পরিষ্কার। এইরূপ অসহনীয় কষ্টে আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলাম। অবশেষে একদিন আমি সুলতানের আদেশে তাঁহার সমক্ষে নীত হইলাম। এই সুলতানকে আপনি ইংলণ্ডে দেখিয়াছেন, সেখানে তাঁহাকে যেরূপ সভ্য, ভদ্র ও বিনয়ী দেখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি সেরূপ নহে। সুলতান আমাকে জানাইলেন,আমি আমার অপরাধের গুরুতর শাস্তি পাইব ; আমার প্রাণদণ্ড হইবে। তিনি আর যে সকল কথা বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিলেন,সে সকল কথা আপনার শ্রবণ না করাই ভাল। আমি প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় আরও কয়েক দিন কারাগারে বাস করিলাম। স্থির করিলাম, যদি মরিতেই হয়, তাহা হইলে ইংরাজ কেমন করিয়া মরে, তাহা সুলতানকে দেখাইব ; কাপুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব না। আমার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না, কারণ, দিনের পর দিন চলিয়া গেল, কিন্তু আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহির হইল না।"

অলিভিয়া বলিলেন, "আপনার উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিতেছি, তার পর কি হইল, বলুন।"

আমি বলিলাম, "সুলতান পুনর্ব্বার আমাকে কারাগার হইতে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন, যদি আমি প্রাণরক্ষা করিতে চাই, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে। যদি আমি তাঁহার জন্য একটি কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে পুরস্কারস্বরূপ আমি আমার জীবন ও স্বাধীনতা লাভ করিব।"

অলিভিয়া বলিলেন, "তাহার প্রস্তাব কি? আপনি অবশ্যই সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম, "আমি এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য কিছু সময় চাহিলাম। পরদিন পুনর্ব্বার সুলতানের সঙ্কে নীত হইলাম, আর কারাযন্ত্রণা সহ্য না হওয়ায় আমি সুলতানকে বলিলাম, 'আপনার প্রস্তাব কি, বলুন, এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। যেরূপেই হউক, আমি মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত আছি।' আমি তাঁহার আদেশ-পালনে সম্মত হইয়া শপথ গ্রহণ করিলাম।"

অলিভিয়া বলিলেন, "এ জন্য কে আপনাকে অপরাধী করিবে? এরূপ স্থলে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সকলেই অকুণ্ঠিতচিত্তে অন্যায়ের প্রশ্রয় দান করিত।"

আমি বলিলাম, "আমার সকল কথা শুনিয়া আপনি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। সুলতান আমাকে অতি কঠিন মুক্তি-পণে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; সে কথা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া উঠে।"

অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুলতান আপনাকে কি করিতে বলিয়াছিল?"

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলাম, "মূর দস্যুদ্বয় যে কার্য্যের ভার লইয়াছিল, তাহাই করিবার জন্য সুলতান আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন।"

আমার কথা শুনিয়া অলিভিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর আমাকে বলিলেন, "এই মূর দস্যুদ্বয় কি করিয়াছিল, তাহা আপনার জ্ঞাত নহে; তাহারা আমাকে সুলতানের কবলে নিক্ষেপ করিবার জন্য জিব্রাল্টর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল, আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়াছিল, এই ব্যাপারের সহিত আপনার কাহিনীর কি সম্বন্ধ?"

আমি জড়িতস্বরে বলিলাম, "আপনাকে হরণ করিয়া সুলতানের নিকট লইয়া যাইবার জন্য আমি অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, পরমেশ্বর আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

আমার কথা শুনিয়া অলিভিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহাকে সজীব পুত্তলিকার মত বোধ হইল। তখন চন্দ্র আকাশের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, সেই স্ফুট-চন্দ্রালোকে আমি অলিভিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; নগরের কোলাহল তখনও মন্দীভূত হয় নাই; মুসলমানের ভজনালয় তখনও ভক্তবৃন্দের উপাসনা-ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছিল; কিন্তু সেই সকল শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না, আমিও জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে অলিভিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনি বোধ হয়, আমার সহিত কৌতুক করিতেছেন; আমি বাল্যকাল হইতেই আপনাকে জানি; আপনার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, আমি এ কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি না।"

আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলাম না, কি বলিব, আমার কিছুই বলিবার ছিল না।

অলিভিয়া আমার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনি আমার ভ্রাতৃবন্ধু, আমাকে আপনি ভগ্নাস্থানীয়া মনে করেন, আপনি যে এরূপ অসম্ভব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আপনি স্বীকার করুন, আপনার এ কথা সত্য নহে, আপনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন।"

তথাপি আমি নিরুত্তর। বুঝিলাম, আমার কথা অবিশ্বাস করিবার জন্য অলিভিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; আমি যদি বলি, এ কথা সত্য নহে, কাল্পনিক উপকথামাত্র,তাহা হইলে যে তিনি অত্যন্ত আনন্দিতা হইবেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু সত্যকথা গোপন করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, সেই জন্যই আমি নীরবে রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া লেডী অলিভিয়া আমার আরও নিকটে সরিয়া আসিলেন, আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্,আপনি বলুন, এ কথা সত্য নহে, ইহা পরিহাসমাত্র; আপনি আমার হিতৈষী বন্ধু, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও সুলতানের কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপনি কি কখনও এমন নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারেন? না না, ইহা মিথ্যাকথা।"

আমার একবার মনে হইল, সত্যকথা বলিয়া ভাল করি নাই, কিন্তু এখনও তাহা ঢাকিবার উপায় আছে, এখনও তাহা অস্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত যতই কঠিন হউক, সত্য গোপন করা হইবে না, আমি কিরূপ চরিত্রের লোক, লেডী অলিভিয়া তাহা বুঝুন; যদি তিনি আমাকে নরপিশাচ বোধে ঘৃণা করেন, তাহাও আমাকে অম্লান-বদনে সহ্য করিতে হইবে; কঠিন পাপের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি অলিভিয়াকে কম্পিত-কণ্ঠে

বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া,আমি বড় হতভাগ্য, কিন্তু আপনার সহানুভূতির যোগ্য পাত্র নহি, আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে সুলতানের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া আমি সুলতানের নিকট আমার স্বাধীনতা ও জীবন ভিক্ষা লইয়াছি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়ছিলাম, যদি আমি আপনাকে সুলতানের হস্তে সপর্পণ করিতে না পারি,তাহা হইলে আবেরিয়া-রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিব ; আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়, তাহাই গ্রহণ করিব ।"

আমার কথা শুনিয়া অলিভিয়া একটি কথাও বলিলেন না, কিন্তু তিনি যে ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার সেই দৃষ্টি জীবনে কথনও ভুলিতে পারিব না ; সে দৃষ্টি সন্দেহ ও বেদনায় মিশ্রিত, তাহাতে তাঁহার মর্ম্মাহত জীবনের ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে অলিভিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনার পক্ষে এরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি আমাদের বন্ধু, বন্ধু এ ভাবে বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিতে পারে না, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করিলাম না ।"

আমি রুদ্ধ—নিশ্বাসে বলিলাম, "আপনি বিশ্বাস না করুন, কিন্তু এ কথা সত্য, আমার নিজের প্রতি আমার যে ঘৃণা জন্মিয়াছে আপনি আমাকে তাহা অপেক্ষা কথনই অধিকতর ঘৃণা করিতে পারিবেন না ।"

অলিভিয়া এবারও কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু দেখিলাম, এবার তিনি কয়েক হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন ; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, মুখখানি পূর্ব্ববৎ প্রস্তরমূর্ত্তির স্থায় ভাবসংস্পর্শশূন্য।

এই ভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হইল। লেডী অলিভিয়া অবশেষে অতি ধীরেধীরে আমাকে বলিলেন,"মিঃ গিব্‌সন্‌,যদি আপনার কথা সত্যও হয়, তাহা হইলে আপনি যে কি যন্ত্রণায় এই ভয়াবহ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আপনি এ কথা আমার নিকট প্রকাশ না করিলেও পারিতেন, কিন্তু আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এ কথা প্রকাশ করায় আমি বুঝিয়াছি, আপনার হৃদয় কিরূপ মহৎ; বুঝিয়াছি, আপনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সকলই করিতে প্রস্তুত। সুলতানের নিকট এই অবৈধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া যদি আপনি পাপ করিয়া থাকেন, আমাকে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সেই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; যদি নারী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্ষণকালের জন্যও আমি আপনাকে অবিশ্বাসের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি,আপনি আমার সে দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করি-বেন; আসুন, আমরা উভয়েই এই অতীত অপ্রীতিকর কথা বিস্মৃত হই, এই কষ্টকর অতীত-স্মৃতি জীবনে যেন আমাদের স্মৃতিপথে সমুদিত না হয়।"

রমণীর মুখে এরূপ সদাশয়তা-পূর্ণ কথা জীবনে কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ, আমি বিস্মিত, মুগ্ধ ও পুলকিত হইলাম, কি বলিব, কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, আমি মৌনভাবে বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ সেই ভাবে কাটিত, বলিতে পারি না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই গৃহস্বামী আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অনেক কষ্টে তিনি আমাদের জন্য একখানি বোট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; মানা-লাকি ও কনষ্টানিডিস নীচে আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম,অলিভিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখ অত্যন্ত মলিন, তাঁহার মনে

কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। তিনি এখনও আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন কি না, বুঝিতে পারিলাম না। আমরা গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া দশ মিনিটের মধ্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম; এই সময়ের মধ্যে অলিভিয়া একটি কথাও বলেন নাই, আমিও কথা কহি নাই। নিঃশব্দে আমরা বোটে আরোহণ করিলাম এবং অলিভিয়াকে বোটের কামরার মধ্যে গমন করিতে বলিলাম; অলিভিয়া আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বোটের বাহিরে বসিয়া রহিলেন; অনুকূল বায়ু-প্রবাহে বোটখানি দ্রুতবেগে জিব্রাল্‌টর প্রণালী অভিমুখে অগ্রসর হইল। অলিভিয়ার উদ্ধার-সাধনে কৃতকার্য্য হওয়ায় আমার মন যেরূপ আনন্দ-পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, হৃদয়ে সেরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না, নিদারুণ ঔদাস্য ও জড়তায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিল।

চন্দ্রালোকিত সমুদ্রবক্ষে সেই বৃহৎ তরণীতে জিব্রাল্‌টর অভিমুখে চলিতে চলিতে আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কোন অজ্ঞাতদেশ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। বোটের দাঁড়া-মাঝিরা মনের আনন্দে আরব্যভাষায় গল্প করিতেছিল, মানালাকি ও কন্‌ষ্টানিডিস হৃষ্টচিত্তে তাসখেলা করিতেছিল, তরঙ্গাঘাতে নৌকাখানি অল্প অল্প দুলিতেছিল এবং জলের ছল ছল শব্দ অশ্রান্তভাবে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। সমস্ত রাত্রি নৌবাহনের পর প্রভাতে জিব্রাল্‌টরের ধূসর গিরিমালা আমাদের নয়নপথে নিপতিত হইল। নৌকার উপর লেডী অলিভিয়া আমার সঙ্গে অধিক কথা কহেন নাই; এতক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি বড় মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন, আপনি বলুন, আমি কি করিলে আপনি সুখী হন, আপনার জন্য আমি

তাহাই করিতে সম্মত আছি, আপনার অস্বচ্ছন্দতার কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার মনোবেদনা দূর করিবার চেষ্টা করা আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য; যদি আমি তাহা না করি, তাহা হইলে আমি মনুষ্য নামের যোগ্য নহি, আপনার মনের কথা সকলই আমাকে খুলিয়া বলিয়াছেন, আপনার সাহস ও বীরত্ব অতুলনীয়। স্বীকার করি, আপনি প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত অন্যায় কার্য্য-সম্পাদনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনি সেই প্রলোভন সংবরণ করিয়া আমার উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হন নাই, আপনার প্রাণপণ সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, এ জন্য আমি চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, ইহার অধিক আমার আর কি বলিবার আছে; আপনি ক্ষোভ ত্যাগ করুন, অতীতের কথা বিস্মৃত হউন।" অলিভিয়া প্রসন্ন-হাস্যে আমার দিকে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিলেন।

আমি তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত-স্বরে বলিলাম, "অলি-ভিয়া, আপনি আমাকে ঘৃণা করুন, আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করুন, আমাকে ক্ষমা করিবেন না, আমি আপনার ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য, আমি মহা অপরাধী, কিন্তু তথাপি পরমেশ্বর জানেন, আমি আপ-নাকে কত ভালবাসি।"

অলিভিয়া আমার হাত হইতে তাঁহার হাতখানি টানিয়া লইয়া সমবেদনা-পূর্ণস্বরে বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনার কথা শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে আমার মনের কথা বলিতাম না। আমার মনের কথা চিরদিন আমার হৃদয়েই অবরুদ্ধ থাকিত, এ জীবনে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না; আপনি

আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার অপকারের চেষ্টা করিয়াও এমন প্রেমের মোহ-জল বিস্তার করিয়াছি, ইহা আমার পক্ষে বড়ই গর্হিত হইয়াছে; আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হউন, আমাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি বলিয়া জানুন; চিরদিন মনে করিবেন, আমি আপনার বিশ্বাসের অযোগ্য পাত্র।"

অলিভিয়া আমার স্কন্ধে হস্ত-স্থাপন করিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌-সন্‌,আপনি এমন কথা কেন বলিতেছেন? আমি কি বলি নাই,সর্ব্বান্তঃ-করণে আমি আপনাকে ক্ষমা করিয়াছি? আপনিও যখন বলিতেছেন, আমাকে ভালবাসেন, তখন আর এ মনোবেদনা কেন? আপনি ত জানেন, আপনি প্রাণপণে চেষ্টা না করিলে, সুলতানের কবল হইতে আমার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না; তাই আবার বলিতেছি, অপ্রীতিকর অতীত কথা বিস্মৃত হউন, মন স্থির করুন, ঐ দেখুন, জিব্রাল্টরের পাহাড় সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আমাদের যাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন আর আমাদের ক্ষুব্ধভাবে কালযাপন করা উচিত নহে।"

বুঝিলাম, স্বাধীনতা লাভ করিয়া পিতা-মাতাকে দেখিবার আশায় অলিভিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু আমার আনন্দ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? আমার হৃদয় শ্মশানের ন্যায় নিরানন্দময়; আমার আনন্দ, উৎসাহ, সুখ, শান্তি সকলেরই অবসান হইয়াছে।

ক্রমে আমাদের বোট জিব্রাল্‌টরের বন্দরে উপস্থিত হইল, আমাদের তীরে অবতরণের সময় আসিল। অলিভিয়া বলিলেন, "আমি আর অল্পকালের মধ্যেই আমার পিতা-মাতাকে দেখিতে পাইব, আমার মনে আর আনন্দ ধরিতেছে না; আপনার অনুগ্রহেই আমি পুনর্ব্বার সুখের মুখ দেখিতে সমর্থ হইলাম।"

আমি বলিলাম, "লেডী অলিভিয়া, আমি আপনার জন্ম বিশেষ কিছুই করি নাই, আমার গুরুতর অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি মাত্র, আপনি আপনার মহত্বগুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি নিজেকে কোন দিন মার্জ্জনা করিতে পারিব না, আপনি অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন, ভবিষ্যতে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ না হওয়াই সম্ভব, কখনও কখনও এই হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিলে আমি সুখী হইব, আমার প্রেতাত্মা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবে।"

আমার কথা শুনিয়া অলিভিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ কথার অর্থ কি? আমাদের তীরে নামিবার সময় হইয়াছে; আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার পিতা-মাতা আমার উদ্ধারের কাহিনী শ্রবণ করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন; আপনার নিকট তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সুযোগদানে আপনি কি কুণ্ঠিত হইতেছেন?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না, আমি তীরে নামিব না, আমাকে বিদায় দান করুন। মানালাকি আপনাকে আপনার পিতার নিকট লইয়া যাইবে, আপনি এখন অনায়াসে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারেন।"

অলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তীরে নামিবেন না, কোথায় যাইবেন? আপনি কেন আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন? আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না, সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না, নতমস্তকে বসিয়া রহিলাম।

অলিভিয়া পুনর্ব্বার আমাকে প্রশ্ন করিলেন।

এবার আমি বলিলাম, "এই বোটেই আমি আবেরিয়ায় ফিরিয়া যাইব।"

আমার কথা শুনিয়া অলিভিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ফারিত-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিতেছেন কি, আবেরিয়ায় কেন ফিরিয়া যাইবেন ?"

আবেরিয়ায় কেন ফিরিয়া যাইব, সে কথা তাঁহাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তিনি তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় আমি বলিলাম, "সেখানে আমার একটু কাজ আছে, সেখানে না গেলে চলিবে না।"

অলিভিয়া বলিলেন, "মিঃ গিব্‌সন্, আপনি আমার কাছে মনের ভাব গোপন করিতেছেন, কিন্তু আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আপনি সুলতানের নিকট যে অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে সুলতানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন। কেমন, এ কথা কি সত্য নহে ?"

আমি এ কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা স্বীকার করিবার আবশ্যক দেখিলাম না, আমি সুলতানের কার্য্য উদ্ধার করিব, এই জন্যে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি; কার্য্য উদ্ধার করিতে না পারিলে আমি তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দণ্ড গ্রহণ করিব, এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি, এ অবস্থায় আমার আবেরিয়ায় প্রত্যাগমন না করিয়া উপায় কি ? স্বীকার করি, আমি এখন অনায়াসেই দূরদেশে পলায়ন করিতে পারি, সুলতানের সাধ্যও নাই যে, আমাকে তিনি ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন; কিন্তু আমি কিরূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব ? তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে কাপুরুষের

ন্যায় পলায়ন করিব ? জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিব ? না, আমি তাহা আমি পারিব না।

অলিভিয়া বলিলেন, "আপনি আবেরিয়ায় প্রত্যাগমন করিলে কিরূপ বিপদে পড়িবেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আপনার চেষ্টাতেই যে আমি উদ্ধারলাভ করিয়াছি, সুলতান অবশ্য এ কথা জানিতে পারিয়াছে ; আপনাকে হাতে পাইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া সুলতান আপনার প্রাণবধ করিবে ; আপনি কেন আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন ? এমন পাগলের মত কাজ কেন করিবেন ?"

আমি বলিলাম, "আমার কাজ পাগলের মত নহে, মানুষের মত ; আমি সুলতানের কার্য্য উদ্ধার করিব বলিয়া তাঁহার বহু অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আমি তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারিলাম না ; এ অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডগ্রহণ করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে ?"

অলিভিয়া বলিলেন, "আপনি বিজ্ঞ হইয়া নির্ব্বোধের মত কথা কেন বলিতেছেন ? পাপ চিরকালই পাপ, দায়ে পড়িয়া কোন অন্যায় কার্য্যসাধনের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিলে অপরাধ হয় না। আমি সুলতানের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি, সে অতি জঘন্য চরিত্রের লোক, তাহার হৃদয়ে দয়া-মায়া নাই, আপনার চরিত্রের মহিমা সে উপলব্ধি করিতে পারিবে না, আপনার প্রতি বিন্দুমাত্রও দয়া প্রদর্শন করিবে না। আমি আপনার এ সকল প্রলাপ-বাক্য আর শুনিতে চাহি না, আপনি চলুন, আপনাকে আমি ছাড়িয়া দিব না ; আমাদের সঙ্গে আপনাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "না, আপনি আমাকে আর এ অনুরোধ করিবেন

না, আমার সঙ্কল্প হইতে আমাকে বিচালিত করিবার চেষ্টা করিবেন না, আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি; আমার যাহা কর্ত্তব্য, আত্ম-সম্মান-রক্ষার জন্য তাহা আমাকে সম্পাদন করিতেই হইবে।”

অলিভিয়া এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন, “তবে আর আমি কি বলিব, পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।”

অলিভিয়া বোট হইতে তীরে অবতরণ করিলেন; মানালাকি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই; আমাকে বোটের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি নামিতেছেন না কেন?”

আমি তাহাকে আমার অভিপ্রায় গোপন করিলাম; বলিলাম, “মানালাকি! তুমি লেডী অলিভিয়াকে লাট-ভবনে লইয়া যাও; সেখানে তুমি ডিউকের নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করিবে; কনষ্টানিডিসকে যে পুরস্কার-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাও তিনি দিবেন; আমি এই বোটেই আবেরিয়ায় ফিরিয়া চলিলাম।”

মানালাকি আমার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; যেন আমার কথা তাহার বিশ্বাস হইতেছে না। তাহার পর সে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিল, “আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন? এমন পাগলের মত কথা কেন বলিতেছেন? পাগলেও ত এ রকম কাজ করে না! এতদিনেও কি আপনি সুলতানকে চিনিতে পারেন নাই? যাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আবেরিয়ায় ফিরিয়া যান, তাহা হইলে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আপনি আমার বন্ধু, বন্ধুকে বিপদে ফেলিয়া আমি কখনই সরিয়া দাঁড়াইব না; কনষ্টানিডিস লেডী অলিভিয়াকে লাটভবনে রাখিয়া আসুন, আমি আর এক পা নড়িতেছি না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কেন আমার সঙ্গে যাইবে? তুমি সুলতানের নিকট কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও নাই, আমার সঙ্গে গিয়া কেন প্রাণবিসর্জ্জন করিবে? আমি একাকী যাইব, কোন মতেই তোমাকে সঙ্গে লইব না।"

মানালাকি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে সম্মত হইল না; অবশেষে যখন আমি অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম, অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলাম, তখন সে অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল; বলিল, "আপনি যখন এত রাগ করিতেছেন, তখন আর আপনার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিব না; আমি এইখানেই থাকিব, আপনি আবেরিয়া হইতে প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব; যখন দেখিব, আপনি আর ফিরিলেন না, আপনার আর ফিরিবার আশা নাই, যখন বুঝিব, সুলতান আপনাকে হত্যা করিয়াছে, তখন আবেরিয়ায় যাইব, আমার এই হস্তে সুলতানের মস্তক চূর্ণ করিব। যদি ইহা না করি, তবে আমার নাম মানালাকি নহে।"

আমি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া মাঝিদের নঙ্গর তুলিতে বলিলাম, অলিভিয়া একবার আমার দিকে কাতর-দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার পর তিনি অশ্রু মুছিয়া মানালাকির সহিত লাট-ভবনে যাত্রা করিলেন; আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে আবেরিয়া-অভিমুখে তরণী ভাসাইলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

আমার আর অধিক কথা বলিবার নাই।

পরদিন সায়ংকালে আবেরিয়ার বন্দরে বোট ফিরিয়া আসিল. আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম এবং একটি অশ্ব লইয়া অবসন্ন-হৃদয়ে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমার মনে বিন্দুমাত্র আশা বা উৎসাহ ছিল না; যে নিশ্চয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে, তাহার আনন্দ, উৎসাহ, প্রফুল্লতা কিছুই থাকে না, আমারও আজ সেই অবস্থা। দুই দিন পরে অতি মন্থর-গমনে আমি রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম; তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমি আলোকিত বাজারের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে, আমার পূর্ব্ববর্ণিত বাসার সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। দ্বারে আসিয়া আমার বন্ধুকে আহ্বান করিলাম।

বন্ধু আমাকে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি আবার এখানে! তোমাকে বড় পরিশ্রান্ত দেখিতেছি, ভিতরে আসি[illegible] কর, তাহার পর সকল কথা শুনিব।"

দীর্ঘকাল বিশ্রামের 'পর বন্ধুর সহিত একত্র আহার করিলাম, আমার তেমন ক্ষুধা ছিল না, বন্ধুর পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু

খাইতে হইল। আহারান্তে বন্ধুর সহিত ছাদে গিয়া বসিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "তুমি ফিরিয়া আসিয়া ভাল কর নাই; তুমিই যে লেডী অলিভিয়াকে লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছ, সুলতান সে কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি শপথ করিয়াছেন, যেমন করিয়া হউক, যেখান হইতে হউক, তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া তোমার প্রাণবধ করিবেন।"

আমি বলিলাম, "সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া বন্ধু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, উভয় হস্তে মস্তক চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তোমাকে নিশ্চয় ভূতে পাইয়াছে, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া কে কবে অক্ষত-দেহে সেই পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে পারিয়াছে? আমার পরামর্শ শুন, যেরূপে পার, আজ রাত্রেই এখান হইতে পলায়ন কর; তুমি এখানে ফিরিয়া আসিয়াছ, এ কথা গোপনে থাকিবে না, সুলতান ইহা শুনিতে পাইলে তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া প্রাণবধ করিবেন।"

আমি বলিলাম, "অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না, সুলতানের হস্তে মৃত্যুই যদি অদৃষ্টের লিপি হয়, তাহা হইলে কোথায় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিব? বাঁচিবার আশা রাখিলে আমি কখনই এখানে ফিরিয়া আসিতাম না। এ সকল কথা থাক্, নূতন খবর কি আছে, বল?"

বন্ধুর সহিত নানা কথায় রাত্রি কাটিয়া গেল, স্থির করিলাম, "পরদিন মধ্যাহ্নকালে সুলতানের দরবারে হাজির হইব, মরিতেই হইবে, কিন্তু সুলতানের কাছে কোন কথা গোপন করিব না, তাঁহাকে

সকল কথা খুলিয়া বলিয়া বুঝাইয়া দিব, ইংরাজ প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য কেমন নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

অনেক রাত্রে শয়ন করিলাম, শুনিয়া বিস্মিত হইবে, সেই রাত্রেও আমার বেশ সুনিদ্রা হইল। শিয়রপ্রান্তে মৃত্যু দণ্ডায়মান; তথাপি আমার স্বপ্নহীন প্রগাঢ় সুষুপ্তির ব্যাঘাত হইল না, আমার এই অন্তিম কালেও লেডী অলিভিয়ার কথা পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল

পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আমি কোথাও বাহির হইলাম না, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সুলতানের হস্তে আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে রাজপথে বাহির হইয়া সুলতানের গুপ্তচর কর্ত্তৃক ধৃত হইব, আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না।

পরদিন প্রভাতে আমার বন্ধু কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে চলিলেন, আমি বাসায় বসিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়াছে, এমন সময় গৃহপ্রান্তবর্ত্তী রাজপথে উন্মত্ত নাগরিকবর্গের হুঙ্কারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, ইহার কারণ কি, তাহাও চিন্তা করিবার আমার অবসর ছিল না। যে মরিবার জন্য প্রস্তুত,সংসার রসাতলে যাউক,তাহাতে তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? তবে জনকোলাহলে বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপার কিছু গুরুতর। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি? এত গোলমাল কিসের?"

বন্ধু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "কি আর বলিব বন্ধু! তোমার অদৃষ্ট ভাল, এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছ, তোমাকে আর সুলতানের কাছে যাইতে হইবে না।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি, খুলিয়া বলিতেছ না কেন, তোমার কথায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কি হইয়াছে? সুলতান কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কোন ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন? সুলতানের দরবারে আমাকে যাইতে হইবে না কেন?"

বন্ধু বলিলেন, "থামো, আমাকে হাঁপাইতে দাও, তাহার পর তোমার কথার উত্তর দিতেছি। তোমাকে সুলতানের দরবারে যাইতে হইবে না, কারণ, তিনি আর নাই; একজন বিদ্রোহী ছোরা মারিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। সুলতান মস্‌জীদে নমাজ করিতে গিয়াছিলেন, নমাজ-শেষে তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় এই ঘটনা। তোমার উপর আল্লার বড়ই অনুগ্রহ, এ যাত্রা খুব বাঁচিয়া গিয়াছ।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বলিতেছ কি? এ কথা কি সত্য? ইহা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

বন্ধু বলিলেন, "আল্লার দিব্য যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি; ইহা কি বিদ্রূপের বিষয়? এমন গুরুতর কথা লইয়া কে পরিহাস করিতে সাহস করে? আর তুমিই বা কিরূপে মনে করিতেছ, তোমার এই বিপদের সময় আমি মিথ্যাকথা বলিয়া তোমাকে ভুলাইব? এ সংবাদ সহরের লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছে, রাজধানীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহা কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে; উন্মত্ত বিদ্রোহীরা নগর লুঠপাট আরম্ভ করিয়াছে,সে কোলাহল কি তোমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই?"

যে ব্যক্তি সমুদ্রে নিপতিত হইয়া অতলজলে নিমগ্ন হইতে হইতে দৈবানুগ্রহে কোন অজ্ঞাত উপায়ে তীরে আনীত হয়, তখন তাহার

মনের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই-রূপ হইল। বক্ষের উপর হইতে বিশ মণ প্রস্তর যেন ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে শূন্যে উড়িয়া গেল! আমি উভয় জানু অবনত করিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া করুণাময় ঈশ্বরকে ডাকিলাম, হৃদয়ে শান্তিলাভ করিলাম।

শুনিতে পাইলাম, সুলতানের যথেচ্ছাচারে প্রজাদিগের হৃদয়ে যে অসন্তোষ ও ক্রোধের বহ্নি ধূমায়মান অবস্থায় ছিল, সহসা তাহা প্রজ্ব-লিত হইয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করিল।

আমি এই ঘটনার পর আবেরিয়া পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-আফ্রি-কায় যাত্রা করি এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই; ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমি প্রচুর ধনের অধিকারী হইলাম; গবর্ণমেণ্টেও আমার যথেষ্ট সম্মান-প্রতি-পত্তি হইল, কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। অলিভিয়ার কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই; শুনিয়াছি, অলিভিয়াও এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। আমি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দুই এক মাসের মধ্যেই স্বদেশযাত্রা করিব, অর্থবলে হয় ত আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি। স্বদেশে উপস্থিত হইলে অলিভিয়ার সহিত নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে; তাঁহার সুমিষ্ট কথায় আমার প্রাণ পরিতুষ্ট হইবে। আরও কি হইতে পারে, তাহা এখন কিরূপে বলিব?

সম্পূর্ণ।

ক্রিয়াকাণ্ডে

বিবৃত হইয়াছে—একই গ্রন্থে সকল বিষয়ের এমন সুন্দর ও সুব্যবস্থিত সমাবেশ এ পর্য্যন্ত কেহই দেখেন নাই।

অসংখ্য বিষয়ের সুচি উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই,—তবে স্থুল স্থুল বিষয়ের তালিকা দেখিলেই বুঝিবেন—এত সংগ্রহ আর কোথায়? এরূপ গ্রন্থ কস্মিনকালে প্রকাশিত হয় নাই।

সূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১ম শাখায়—দীক্ষা-প্রকরণ। গুরু শিষ্য লক্ষণ, গুরুমাহাত্ম্য, দীক্ষা ও মন্ত্রাদি, রাশিচক্র বিচার, মাস বার নক্ষত্রাদির বিচার, জপফল পুরশ্চরণ, মন্ত্র-সংস্কার, মাতৃকা যন্ত্রাদি, দশ সংস্কারবিধি।

২য় শাখায়—দশবিধ সংস্কার। সামবেদীয় গর্ভাধান, পুংসবন,সীমন্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তা, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, পৌষ্টিক, অন্নপ্রাশন, পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়া-করণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, সাবিত্রী চরুহোম, সমাবর্ত্তন, বিবাহকর্ম্ম এবং যজু ও ঋগ্বেদীয় দশকর্ম্ম ঋতুসংস্কার।

৩য় শাখায় ব্রতপ্রকরণ।—

বৈশাখী-কৃত্য—ধর্ম্মঘট; ফল, দান, জল অন্ন সংক্রান্তিব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া, হরিমঙ্গল, সীতানবমী, রুক্মিণী, পিপীতকী দ্বাদশী, উমা-মহেশ্বর, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, চন্দনযাত্রা, পুষ্পদোল প্রভৃতি। জ্যৈষ্ঠকৃত্য—রম্ভা তৃতীয়া, উমাচতুর্থী, অরণ্য নিত্য, অপরাপর ষষ্ঠী, মঙ্গল-চণ্ডী, মঙ্গলবার, নির্জ্জলা একাদশী, চম্পক চতুর্দ্দশী, স্নানযাত্রা, সাবিত্রী-ব্রত প্রভৃতি। আষাঢ়কৃত্য—রথযাত্রা, মনোরথ দ্বিতীয়া, রথযাত্রা, চাতুর্ম্মাস্য, নাগ পঞ্চমী, শ্রাবণকৃত্য—শীতল সপ্তমী, সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ পাঁচালী বাণেশ্বরী, কুপায়োন সত্যনারায়ণ, শনির পাঁচালি, সুবচনী, হরিতালিকা, সিদ্ধি-বিনায়ক ঋষিপঞ্চমী, কুক্কুটি, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, শ্রবণা দ্বাদশী, অনন্তব্রত, অঘোর চতুর্দ্দশী, আলোকামাস্যা, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ব্রতাদি। আশ্বিন কৃত্য—কোজাগরকৃত্য, মানচতুর্থী, দুর্গাব্রত, বীরাষ্টমী, বুধাষ্টমী প্রভৃতি। কার্ত্তিক-কৃত্য—দ্যূত প্রতিপদ, গোষ্ঠাষ্টমী, উত্থানযাত্রা, ভূত চতুর্দ্দশী, যমপুষ্করিণী, কালিকাব্রত, ভীষ্মপঞ্চক, বকপঞ্চক, কার্ত্তিকেয়ব্রতাদি। অগ্রহায়ণকৃত্য—দান-দ্বাদশী,

সর্ব্বজয়া প্রভৃতি। মাঘকৃত্য—বট্ পঞ্চমী, আরোগ্য সপ্তমী, বিধান সপ্তমী, ভৈমো-কাদশী, সন্তানদ্বাদশী, আমলকী দ্বাদশী ব্রতাদি। ফাল্গুনকৃত্য—শিবরাত্রি দোলযাত্রা, দেবদোল, গোবিন্দ দ্বাদশী ব্রতাদি। চৈত্রকৃত্য—অশোকাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, মদন-দ্বাদশী, বালিকাদের ব্রতসমূহ—পূণ্য-পুষ্করিণী,দশপুত্তলিকা, বৈশাখচম্পক, ফলছড়া, ক্ষীর, দাড়িম্ব, ঘৃত, মধু, ফল, সংক্রান্তি, আদরসিংহাসন, ধনপ্রদান, পৌর্ণমাসী আলদুর্গা, গুপ্তধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্রতাদি।

৪র্থ শাখায় অশৌচপ্রকরণ।—

সর্ব্ববিধ অশৌচ নিরূপণ ও ব্যবস্থা জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধ অনুসারে অশৌচ; দাহাধিকার; পিণ্ডদানক্রম, মুমূর্ষু কৃত্য, গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ, বৃষোৎসর্গ-নিরূপণ, ফলচন্দনধেনু ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৫ম শাখায় প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ।—

ব্যবস্থা, উৎসর্গবাক্য; দক্ষিণাবাক্য-সংবলিত ধেনুদান মূল্যাদি, প্রায়শ্চিত্তে পূর্ব্বদিন মুণ্ডন, দিন-নিরূপণ দণ্ডাদি সর্ব্ববিধ।

৬ষ্ঠ শাখায় ধ্যানপ্রকরণ বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী।—

(পুংদেবতা) গণপতি, কার্ত্তিকেয়, অজপা, নারায়ণ, বিষ্ণু, শ্রীধর, রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রণরঘু, লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, বালগোপাল, জগন্নাথ, যুগলকিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ, নৃসিংহ, দশাবতার, হরিহর, বাসুদেব, দাধবামন, অনন্ত, শিব অর্দ্ধনারীশ্বর, হরগৌরী, নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়, বাণেশ্বর, বটুকভৈরব, চন্দ্রশেখর কালরুদ্র, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, যম, আনন্দভৈরব, মার্কণ্ডেয় গরুড়, অগ্নি, হনুমান, বাস্তু-দেব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, কুবের, পঞ্চানন, গুরুদেব, হংস, জ্বরাসুর, নবগ্রহ, বাল-সূর্য্য, বিশ্বকর্ম্মা ব্যাস, সত্যবান, বরাহ, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণের ধ্যানমন্ত্রাদি।

(স্ত্রী-দেবতা) দুর্গা, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্ন-পূর্ণা, মহিষমর্দ্দিনী, ভগবতী, কাত্যায়নী, চণ্ডী গৌরী, দশমহাবিদ্যার, কৌশিকী কুণ্ডলিনী, অষ্টশক্তি, ত্রিপুরসুন্দরী প্রভৃতি যোগিনীগণের, সরস্বতী, মনসা লক্ষ্মী, তারা, দেবকী, ষষ্ঠী, সূতিকা সুবচনী সাবিত্রী গায়ত্রী ধরাদেবী কুমারী, গঙ্গা, শ্রীরাধিকা, তুলসী, দক্ষিণাকালী, মহা-কালী, আনন্দ-ভৈরবী, দুর্ব্বা, কমলা প্রভৃতি অসংখ্য দেবীগণের ধ্যানমন্ত্র গায়ত্রী সন্নিবেশিত।

৭ম শাখায় আসন ও মুদ্রাপ্রকরণ।—

সর্ব্ববিধ আসনবিধি ও মুদ্রাপ্রকরণ এই শাখায় বিস্তারিত ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

৮ম শাখায় স্তব ও কবচমালা।—

সর্ব্ব দেবদেবীর স্তোত্র ও কবচ এই শাখায় বহুলরূপে, যাহা সাধকগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় তাহার পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ করা হইয়াছে।

৯মশাখায় পূজাপ্রকরণ।—

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা, দেবীপুরাণ বিহিত দুর্গাপূজা, কালিকাপুরাণ-বিহিত দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাসপদ্ধতি, অন্নপূর্ণাপূজা, সরস্বতীপূজা, কালকুমার কৃষ্ণকুমারপূজা, শীতলাপূজা, জ্বরপূজা, বনদুর্গাপূজা, গঙ্গাপূজা, অপরাজিতা ও কুমারীপূজা, দীপান্বিতা লক্ষ্মী পূজা, বিষ্ণুপূজা, পার্থিব ও বাণলিঙ্গ শিবপূজা, পূজা. কুণ্ডলিনীপূজা, গন্ধেশ্বরী পূজা প্রভৃতি যাবতীয় পূজা-পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে এই শাখায় সংগৃহীত আছে।

১০ শাখায় তীর্থকৃত্য প্রকরণ।—

গয়া, বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, করতোয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, গঙ্গাসাগর, কামাখ্যা, ব্রহ্মপুত্র, পুরুষোত্তম, চন্দ্রশেখর, অযোধ্যা, গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বতীর্থের পদ্ধতি, যাত্রাবিধি, দর্শনবিধি, স্নান ও শ্রাদ্ধবিধি, বিধি ও নিষেধসহ যথাশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

১১শ শাখায়—নিত্যকৃত্য প্রকরণ

এই শাখায় প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈদিক ও তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব মতে স্নান, তর্পণ তিলকধারণ, আচমন, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, (ত্রিবেদীয়) তান্ত্রিক গায়ত্রী,আবাহন বিসর্জ্জন, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন পূর্ব্বাহ্ন ধ্যানাদি, নিত্যহোম, নিত্য শ্রাদ্ধ, ভোজনবিধি, রাত্রিকৃত্য প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দুর যাহাকিছু নিত্য প্রয়োজন সেই সমস্ত বিষয়ের একত্র সমাবেশ।

১২শ শাখায়—শ্রাদ্ধ প্রকরণ।

সাম-যজু-ঋগ্বেদীয়—শ্রাদ্ধ-প্রকরণ, বৃষোৎসর্গ, সপিণ্ডী করণ, একোদ্দিষ্ট, চন্দনধেনু পার্ব্বন শ্রাদ্ধ, চতুর্থ-দিন শ্রাদ্ধ বহুলরূপে এই বৃহৎ খণ্ডে সমাবেশিত হইয়াছে।

১৩শ শাখায়—প্রতিষ্ঠা প্রকরণ।

ত্রিবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির, শিব, মঠ, জলাশয়, অশ্বত্থাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বাস্তুযাগ প্রভৃতি সংগৃহীত।

১৪শ শাখায়—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রকরণ।

নবগ্রহ, ত্রিপুষ্কর, পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি শান্তিকর্ম্ম সমাবেশিত

১৫শ শাখায়—হোম-প্রকরণ।

হোমের প্রকার ভেদ, অগ্নিস্থান, কুণ্ড, বেদী প্রভৃতি, তান্ত্রিক মতে হোম, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী, কুশণ্ডিকা হোম কর্ম্মের যাবতীয় ব্যাপার সংগৃহীত।

এতদ্ভিন্ন—উদ্ধৃত অংশে—

বহুল ও বিস্তারিত ভাবে এই গ্রন্থের পরিশেষে দত্ত হইয়াছে এই খণ্ডে দত্তকপুত্রপদ্ধতি, পঞ্চপল্লব, কষায়, নবপত্রিকা, গৃহ-শুদ্ধি-শুদ্ধি বিবাহের সম্বন্ধ বিচার, উপাকর্ম্ম, সর্ব্বৌষধি, অকাল, বিষ্ণু, বিপ্রপাদোদক ধারণ, ভূতচতুর্দ্দশী, দীপদান, সাগর গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতিতে স্নানমন্ত্র ষোড়শোপচার, দশোপচার, পঞ্চো পচার দ্রব্যাদি, দ্বাদশ, ষোড়শদান, কবচাদি শোধন জন্মতিথি, দ্বাদশ গোপাল নাম, বেদী-শোধন, দশাঙ্গ ষোড়শাঙ্গ ধূপ, শ্যামার্চ্চনা নিরূপণ, ক্ষৌরকর্ম্ম, অধিবাস, ত্রিবেদীয়, মন্ত্রাদি, ইতুপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পুষ্প তুলসী বিল্বপত্র দূর্ব্বা চয়ন মন্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয় এই অংশে সংগৃহীত হইয়াছে।

৩। ছায়া গোয়েন্দা—গুপ্ত পুলিশের অদ্ভুত অনুসরণ। সুক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া সুদক্ষ গোয়েন্দার অনুসন্ধানের ফলে আসামী গ্রেপ্তার। মূল্য ‖৹ আনা।

৪। রহস্য যবনিকা—অনন্তুপ পাশ্চাত্য সম্মোহন তত্ত্ব। চরিত্রবান্ ধার্ম্মিক যুবক এক রাক্ষসসদৃশ নারকীর হস্তের ক্রীড়নক। বিশ্বাসঘাতক কপট বন্ধুর বন্ধুত্ব। মূল্য ‖৶৹ আনা।

৫। তস্কর রহস্য—চাকর চোর। মনিব চোর। সিঁদেল চোর ছিঁচকে চোর। চোরে চোরে লুকোচুরি কৌতুক। মূল্য ।৶৹ আনা।

৬। জাপান রহস্য—রাষ্ট্রবিপ্লবের নূতন উপন্যাস। হৃদয়স্পন্দন রক্তগঙ্গার কাহিনী। স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রেম ও রাজভক্তি প্রণোদিত জাপানী কর্ত্তৃক নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যার বলিদান। অলৌকিক আত্মত্যাগ। মূল্য ।৶৹ আনা।

৭। ভণ্ড পাদরী—খ্রীষ্ট সম্প্রদায়স্থ বকধার্ম্মিক পাদরী পুঙ্গব কর্ত্তৃক ইউরোপখণ্ডে একটী স্বাধীন রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা। শেষে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পতন। একটী ঐতিহাসিক সত্যঘটনাসম্বলিত উপন্যাস। মূল্য ‖৶৹ আনা।

৮। তিন তাড়া—ত্রিমূর্ত্তিতে তিন ডিটেক্‌টিভ। উপন্যাসখানি আকারে বৃহৎ, তেমনি পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক, আবার তেমনি বিস্ময়রসপূর্ণ! মূল্য ‖৶৹ আনা।

৯। গৈবী খুন—পুলিশ-গোয়েন্দা ও সখের গোয়েন্দায়—গোয়েন্দায় গোয়েন্দায় গোয়েন্দাগিরির যুদ্ধ। শেষে সখের গোয়েন্দার জিত। পাঠে আপনারও আহার নিদ্রা ত্যাগ। মূল্য ।৹ আনা।

১০। মেয়ে বোম্বেটে—প্রতিভামণ্ডিতা মেয়ে বোম্বেটের কীর্ত্তি! যুদ্ধ জাহাজের কৌশল, সমুদ্রবক্ষে জাহাজে জাহাজে যুদ্ধ, প্রাচ্য ভূখণ্ডের জন্য মেয়েবোম্বেটের আত্মত্যাগ। মূল্য ।৶৹ আনা।

১১। সোনার খনি—হত্যার অভিনব প্রণালী। বড় বড় ডাক্তার কর্ত্তৃক হতব্যক্তি হার্টফেলে মৃত্যু বলিয়া প্রমাণিত সুতরাং হত্যাকারী নিশ্চিন্তে সর্ব্ব সম্প্রদায়ে বিচরণ। আটলান্টিক বক্ষে নিমজ্জিত শৈলাঘাতে নিমজ্জমান জাহাজ তাহার আরোহী ও নাবিকগণের শোচনীয় মৃত্যু। মূল্য ।৶৹ আনা।

১২। যখের ধন—সুবিপুল লুক্কায়িত অর্থলাভের জন্য অদম্য অধ্যবসায়। মৃত্যুভয় উপেক্ষা। শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম বনমধ্যস্থ যখ-রক্ষিত বা প্রেত-রক্ষিত ধনরাশির লোভে মৃত্যু-আলিঙ্গন। মূল্য ।৶৹ আনা।

১৩। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র—রাজবিপক্ষে মন্ত্রণাকৌশল, কূটনীতিপূর্ণ—কূটবুদ্ধির উপন্যাস। মূল্য ।৶৹ আনা।